ইসলামের জীবন চিত্র

নসরুল্লাহ খান আযীয

ইসলামের জীবন চিত্র

নসরুল্লাহ খান আযীয
ভাষান্তর : আবদুস শহীদ নাসিম

প্রবাল প্রকাশন লিঃ-ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
আবদুস সালাম
প্রবাল প্রকাশন লিঃ-ঢাকা
৭১, পূর্ব হাজীপাড়া
ঢাকা—১৭

পরিবেশনায় ঃ
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শ্রীস দাস লেন
বাংলা বাজার, ঢাকা—১

প্রকাশকাল ঃ
জুন ঃ ১৯৮৪
আষাঢ় ঃ ১৩৯১
রমযান ঃ ১৪০৪

বিনিময় ঃ বার টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
(ওয়ারলেছ রেল গেইট সংলগ্ন)
বড় মগবাজার, ঢাকা—১৭।

ISLAMER JIBON CHITRA BY NASRULLAH KHAN AZIZ, TRANSLATED BY ABDUS SHAHID NASEEM AND PUBLISHED BY PROBAL PROKASHON LTD. DHAKA.
PRICE-TK. 12·00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শহীদ আবদুল মালেক
ভাইকে—

যাঁর যিন্দেগী ছিলো ইসলামের
জীবন চিত্র।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

'ইসলামের জীবন চিত্র' এমন এক খানা গ্রন্থ, যাতে ইসলামের খন্ড খন্ড চিত্র চিত্রাকারে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। মুমিনের যিন্দেগীতে যে সব মহত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত এ গ্রন্থে সে সবই ইসলামের ইতিহাস থেকে অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সর্ব যুগেই যে ইসলামের নীতি মালা অনুসরণ করা যায় গ্রন্থটি পাঠকের হৃদয়ে সে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলবে। গ্রন্থটি ইসলামী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা, বিখ্যাত 'এশিয়া' পত্রিকার সম্পাদক নসরুল্লাহ খান আযীযের "ইসলামী যিন্দেগীর" বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন আবদুস শহীদ নাসিম। তাঁর অনুবাদের ভাষায় সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও মূল লেখকের পান্ডিত্য প্রস্ফুটিত হয়েছে।

আল্লার দ্বীনের অনুশাসন যাঁরা মেনে চলতে চান, গ্রন্থখানা তাঁদের অনুপ্রানিত করলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আবদুস সালাম

www.pathagar.com

বিষয় সূচী

* **পূর্ব কথা**

* **আকায়েদ ও ইবাদাত**

ঈমানের শর্ত ১৩ বন্দেগীর অনুভূতি ১৩ তাওহীদ ও ইখলাস ১৩ কেবল আল্লার উদ্দেশ্যে নেক কাজ করা ১৪ আল্লার কৃতজ্ঞতা ১৫ আকীদার বিশুদ্ধতা ১৫ নিয়াতের ইখলাস ১৬ খতমে নবুয়াত ১৬ পরকালের ভয় ১৭ আখিরাতের হিসাব ১৭ পরকালীন হিসাবের ভয় ১৮ আখিরাতের ভীতি ১৮ ইবাদাত ১৯ নামাযের গুরুত্ব ১৯ নামাযে সময়ানুবর্তিতা ২০ ইখলাস ফীল্লাহ ২০

* **নৈতিক চরিত্র ও পারস্পারিক সম্পর্ক**

আল্লার সন্তোষ অর্জন ২১ আকাঙ্খার পবিত্রতা ২২ আল্লার উপর তাওয়াক্কুল ২৩ তাকওয়া ২৬ অন্তরের গুরুত্ব ২৬ ক্ষমা ও বিনয় ২৭ ক্ষমা ও মহানুভবতা ২৮ ধৈর্য ও সহনশীলতা ২৮ আত্মশুদ্ধি ৩০ বিনয় ৩০ আত্ম প্রকাশে বিরত থাকা ৩১ সাম্য ৩১ ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ ৩৩ মহানুভবতা ৩৪ জনকল্যাণ ৩৪ দান ৩৫ ইছার ও কুরবানী ৩৬ আত্মত্যাগ ৩৯ দায়িত্বে আমানতদারী ৪০ কর্মকৌশল ৪১ প্রজ্ঞা ৪১ দুনিয়ার উপর দ্বীনের অগ্রাধিকার ৪২ অপরের দোষ গোপন রাখা ৪৪ তেলাওয়াতে কুরআন ৪৫ সালাম করা ৪৫ দুশমনের প্রতি মহব্বত ৪৫ সত্যবাদীতা ৪৬ লজ্জা ৪৭ শিষ্টাচার ৪৭ উত্তম আমল ৪৮ সুস্বভাব ৪৯ প্রতিশ্রুতি রক্ষা ৪৯ পিতা-মাতার সেবা ৫০ অসৎ সঙ্গ বর্জন ৫০ কষ্ট সহিষ্ণুতা ৫০ স্মরণ শক্তি ৫১ দৃঢ়তা ৫১

* **হুকুমাত ও রাজনীতি**

রাসূলের অনুগত্য ৫৪ ইসলামী শাসকদের আদর্শ ৫৫ ইসলামী সরকারের বৈশিষ্ট্য ৫৬ ইসলামী হুকুমাতের প্রভাব ৫৬ ইসলামী

www.pathagar.com

আইন কার্যকর করা ৫৭ ইসলামের তাবলীগ ৫৮ দায়িত্ব বোধ ৫৯ শহীদের রক্ত ৬০ পদপ্রার্থী না হওয়া ৬০ ফাসেক নেতৃত্বের প্রতি অসন্তুষ্টি ৬১ যালেমদের প্রতি অসন্তোষ ৬২ যুলুমে সহযোগিতা না করা ৬৩ সরকারী কাজে মিতব্যয়ী হওয়া ৬৪ নাগরিকদের জন্যে জীবন-যাত্রার সুব্যবস্থা করা ৬৫ নাগরিকদের খোঁজ খবর নেয়া ৬৫ নাগরিক অধিকারের সংবিধান ৬৭ খেদমতে খাল্‌ক ৬৮ গভর্ণর ও প্রশাসকদের মোহাসাবা ৬৯ খেদমতের স্বীকৃতি ৭২ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিকার ৭৩ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ৭৪ নিরাপত্তা আইনে আটকাদেশের অবৈধতা ৭৫ জাতিগত বিদ্বেষ পরিহার ৭৫ মুসলমান হত্যা থেকে বিরত থাকা ৭৬ মুসলমানের সম্মান করা ৭৯ অনুশোচনা ও পরিশুদ্ধি ৭৯ মুসলমাদের মধ্যে সন্দিস্থাপন করে দেয়া ৭৯ পক্ষপাতহীন বিচার ৮০ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ৮৩ ইনসাফ ও সাম্য ৮৪ আইনের শাসন ৮৬ হককথা বলা ৮৭ আনুগত্যের সীমা ৯৩ সত্য কথন ৯৪ সাহসিকতা ৯৪ যালেম ও অনৈসলামী শাসকদের মুখাপেক্ষী না হওয়া ৯৫ স্বাধীন চেতনা ও দৃঢ়তা ৯৮ রাজা-বাদশাদের সহযোগিতা না করা ৯৯ আল্লার সাহায্য ৯৯ সত্য ভাষণ ১০০

www.pathagar.com

পূর্ব কথা

'বাস্তব উদাহরণ মৌখিক উপদেশের চেয়ে উত্তম।' এ এক বিখ্যাত উপমা। অনেক কথা এমন আছে যা শুনে বুঝতে কষ্ট হয়। কিন্তু বাস্তব নমুনা দর্শনে তা মনের মনিকোঠায় খোদাই হয়ে যায়। এমন বহু কাজ আছে, যা করতে অনেকে সাহস পায় না, কিন্তু অপরকে সে কাজটি করতে দেখে সে নিজেও তা করে ফেলতে পারে। যে স্বভাব ও ফিতরাতের উপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এটা হচ্ছে তার বুনিয়াদী দিক। এরি ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে কিতাব প্রেরণের পূর্বে নবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লার পয়গাম পেঁাছানোর পূর্বে নবী নিজে তার উপর আমল করে বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছেন। রাসূলে করীম (সঃ) এর জীবন-চরিতের এ মহান দিকটাই ইসলামী দাওয়াতের অভাবনীয় সাফল্যের কারণ ছিলো। হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর যিন্দেগী কেমন ছিলো ?' উম্মুল মু'মিনীন তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেনো, তুমি কুরআন পড়নি ?" সে বললো ঃ জী হাঁ পড়েছি।' তিনি বললেন, 'কুরআনই ছিলো তাঁর যিন্দেগী।' অর্থাৎ রাসূলে করীম (সঃ) ছিলেন আল্লার কিতাবের বাস্তব উদাহরণ। যে যুগে যে পরিবেশে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছিলো, সে সময় কুরআনী হেদায়াত ছিলো সম্পূর্ণ গ্রহণ অযোগ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই যখন অক্ষরে অক্ষরে তার উপর আমলের নমুনা পেশ করতে থাকলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামের জন্য-যারা হুজুর (সঃ) এর মাধ্যমে এ পয়গামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন-এঅনুযায়ী আমল করা সহজ হয়ে পড়ে। যখনই ইসলামের কোনো শিক্ষা নাযিল হতো, তখন তখনই হুজুর (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক তার আমলগত ব্যাখ্যা পেশ হতে থাকে। আকীদা—বিশ্বাস, ইবাদত-উপাসনা, নৈতিকতা ও স্বভাব-চরিত্র তথা প্রতিটি ব্যাপারে হুজুর (সঃ) সর্বাগ্রে নিজেকে আদর্শ নমুনা হিসাবে পেশ করতেন, অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম তার অনুসরণ অনুবর্তন আরম্ভ করতেন। এমনকি ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে হকপন্থীদের উপর যেসব বিপদ মুসীবত আসতো, হুজুর (সঃ) ও তার সমান অংশীদার ছিলেন এবং চরম বিরোধীতার ময়দানে অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিলো সকলের শীর্ষে। এরি পরিণাম ফলে মাত্র তেইশ বছরকাল সময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যায় এবং তাতে এমন সব নাগরিক সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়, যারা প্রত্যেকেই সে রাষ্ট্রের আইন-কানুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চরিত্রের এক একজন মুখপত্র ছিলেন। এ রাষ্ট্রের সাথে তার নাগরিকদের যে গভীর আনুগত্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক ছিলো, মানব ইতিহাসে অপর কোনো রাষ্ট্রে এমন নিঃস্বার্থ সহযোগী ও অনুগত নাগরিক পাওয়া যাওয়া না।

এ ভাবে সত্যের যে দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে, তা স্বল্পকালের মধ্যেই নিভে যায়নি, বরং আজ পর্যন্ত তার জ্যোতিতে সমাজ জ্যোতির্ময়। অতঃপর বহু শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী যিন্দেগীর বাস্তব রূপ মওজুদ ছিলো, যা দেখে মানুষ বুঝতে পারতো এ ব্যবস্থার মূলনীতি কি ? কী তার জীবন যাপন-পদ্ধতি। কোনো ব্যক্তিই কোনো যুগে ইসলামের মূলনীতি জানা এবং এর জীবন পদ্ধতির বাস্তব রূপ অবলোকন করার পর একথা বলতে পারেনি যে, এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, যুগ উল্টে গেছে, পরিবেশ খারাপ হয়ে গেছে, সুতরাং এখন ইসলামী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। বরং প্রত্যেক যুগেই প্রতিটি মানব বস্তীতে কমবেশী এমন সব ব্যক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিলো এবং আছে, যারা ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এ বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা শুধু সম্ভবই নয়, বরং এ যিন্দেগীই পবিত্রতম যিন্দেগী—এ যিন্দেগীই উন্নত ও সফলকাম যিন্দেগী।

কুরআন মজীদের চেয়ে উত্তম হেদায়াতের অন্য কোনো গ্রন্থ নেই। কিন্তু রাসূলে করীম (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম যদি এর শিক্ষার বাস্তব রূপ পেশ না করতেন, তবে এ কিতাব কেবল একটা নীতি বাক্যের কিতাবে পরিণত হতো। যদি তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং তাদের পরবর্তী আল্লার নেক্কার বান্দাগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের পন্থা অনুসরণ না করতেন তবে আজ আমাদের একথা বিশ্বাসই হতো না যে, প্রতিটি যুগেই ইসলামের বিধান মাফিক জীবন-যাপন করা সম্ভব। খোদ মানব স্বভাবের এ রহস্যের কথা কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সালেহ মুমিনদের জীবনকাহিনী উল্লেখপূর্বক তিনি এ থেকে নসীহত গ্রহণের কথা বলেছেন "লাক্বাদ কানা ফী ক্বাসাসিহিম ইবরাতুন লিউলিল আলবাব।"—

এ বুনিয়াদী সত্যের অনভূতি ও চেতনাই এক্বামতে দ্বীনের আন্দোলনে শরীক হবার পর থেকে আমার অন্তরে এ খেয়াল জাগিয়ে দেয় যে, এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে হবে, যাতে ইসলামী যিন্দেগীর বিস্তারিত চিত্র বর্ণিত হবে। কিন্তু তা কেবল বর্ণনা বহুল হবেনা, বরং তা হবে ইসলামী যিন্দেগীর বাস্তব রূপ ও আদর্শের চিত্র।যেনো কোনো ব্যক্তি ইসলামী জীবন যাপন করতে চাইলে সে বাস্তবভাবে দেখে নিতে পারে তার মহান পূর্বসূরীরা ইসলামী

www.pathagar.com

যিন্দেগীর বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে কিরূপ বুঝেছিলেন এবং কিভাবে তারা তার উপর আমল করেছিলেন। এ যেনো ইসলামী যিন্দেগীর মনযিলগামী কোনো মুসাফিরকে হাতে ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। দূর থেকে শুধু মনযিলের নিশানা বলে দেয়া নয়।

কিন্তু বহু বছর যাবত এ খেয়াল শুধু খেয়ালই থেকে যায়। সাংবাদিকতার দৈনন্দিনকার ব্যস্ততা এ উদ্দেশ্যে কলম ধরার সুযোগ দেয়নি। শেষ পর্যন্ত সকল কাজের কৌশলী মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা সময় ও সুযোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। অর্থাৎ—১৯৫৩ সালের ২৮শে মার্চ মার্শাল ল' আইনের অধীনে জামায়াতে ইসলামীর নেতা ও কর্মীদের সাথে আমারও কয়েদী জীবন লাভের সুযোগ হয়। কয়েদখানায় এমন একটি শান্তিপূর্ণ কামরা লাভ করলাম, যেখানে পড়ালেখাও করা যায় এবং ইচ্ছা করলে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজও করা যায়। অতঃপর মহাকৌশলী দয়াময় আল্লাহ তায়ালা কয়েদখানায় কেবল ভাল কামরাই প্রদান করলেন না বরং সে সাথে এমন সব কারাসাথীও দান করলেন, যাদের সঙ্গ বন্দীজীবনকে করে দিয়েছে উদ্যান-ভ্রমণের চাইতেও আনন্দময়, হৃদয়কে করে দিয়েছে পবিত্র প্রস্ফুটিত। এক বছর যাবৎ তো মওলানা মওদূদী সাহেবের সঙ্গী হবার মর্যাদা এবং তার জ্ঞানের সমুদ্র থেকে আকণ্ঠ পান করার সুযোগ লাভ করি। এ সময় আমি আমার পরিকল্পিত এ গ্রন্থের চিত্র মওলানার সামনে তুলে ধরি। মওলানা এ গ্রন্থ রচনা পছন্দ করলেন। আমি সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী চেয়ে পাঠালাম। চল্লিশ পৃষ্ঠার মতো লেখা হবার পর একদিন বাদ এশা মওলানা শোবার জন্যে প্রস্তুত হলে আমি তাঁর নিকট লেখাগুলো পেশ করলাম। মওলানা সেগুলো দেখতে থাকেন। আমি নিয়মমাফিক কয়েক মিনিটের মধ্যে শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠলে মওলানা লেখা ফেরত দিলেন। রাতেই সবটা দেখে তিনি শুয়ে ছিলেন। তিনি বিষয়বিন্যাস এবং লিখন পদ্ধতিও পছন্দ করলেন। আমার সাহস বাড়লো। অবসর সময়ে গ্রন্থটি লেখার কাজে মশগুল হয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত কয়েকশ' পৃষ্ঠার একটা গ্রন্থ তৈরী হয়ে গেলো।

এ হচ্ছে এ গ্রন্থ রচনার কাহিনী। এ গ্রন্থ আমি শুধু এজন্যেই রচনা করেছি—যেনো সত্যিকার ইসলামী যিন্দেগী লাভের পথে ধাবিত কাফেলা এসব নিশানার অনুসরণ করে তাদের যিন্দেগীর মনযিলে মাকসুদে পেঁছার সাহস ও নির্দেশনা লাভ করে। তাদের এ নেক ও পবিত্র আমল দ্বারা আমিও যেনো সওয়াব লাভ করি এবং আমার আমলনামার সমস্ত কালোদাগ মুছে যায়। হে আমাদের রব! আমাদের এ কাজ কবুল কর, নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

তুমি সবচেয়ে উত্তম শ্রোতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং আমাদের তওবা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি সর্বোত্তম তওবা কবুলকারী এবং সবচেয়ে দয়াময়। হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের ত্রুটি-সমূহ দূর করে দাও আর নেকদারদের সাথে আমাদের পুনরুত্থান করো। আমাদের রব! আমাদের তা দাও যার ওয়াদা তোমার রাসূলের (সঃ) মাধ্যমে করেছো, আর কেয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্ছিত করো না। কারণ তুমি নিশ্চয়ই ওয়াদা খেলাফ করো না। আর তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)এর প্রতি রহমত বর্ষণ করো এবং তাঁর বংশধর এবং সব সাহাবাদের উপর। আমীন। **নসরুল্লাহ খান আযীয**

www.pathagar.com

আকায়েদ ও ইবাদাত

ঈমানের শর্ত

হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার হযরত তালহা (রাঃ)-র গোলাম ছিলেন। তার সোহবতে থেকে হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার ইসলাম ও ঈমানের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি বলতেন ঃ

"ঈমান বিল্লার জন্যে জরুরী কাজ হচ্ছে, মানুষ সেসব কথা ও কাজ পূর্ণ-ভাবে বর্জন করবে যা আল্লার অপছন্দনীয়।"

"একথা আমার বুঝেই আসেনা যে, বান্দার ঈমান কোন্ কাজে লাগবে, যদি সে আল্লার অপছন্দনীয় কথা বর্জন করতে না পারলো।"

বন্দেগীর অনুভূতি

হযরত মাইমুন ইবনে মাহরান কুফায় জনৈক মহিলার গোলাম ছিলেন। পরে তাঁকে আযাদ করে দেয়া হয়। অতঃপর তিনি জ্ঞান-গরিমায় নিজেকে ভূষিত করে রাষ্ট্রের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নিয়মিতভাবে নফল নামায ও নফল রোযা বেশী করতেন না। কিন্তু খোদার নাফরমানীতে নিমজ্জিত হওয়া ছিলো তাঁর কাছে সাংঘাতিক ব্যাপার। তিনি বলতেন, "শিরক বর্জন না করা পর্যন্ত তাওহীদ হতে পারে না।"

তাঁর সততা ও তাকওয়ার কারণে লোকেরা তাঁকে অশেষ সম্মান করতো। একবার এক ব্যক্তি তাকে বললো ঃ

"হে আবু আইউব, যতদিন খোদা আপনাকে জীবিত রাখবেন ততদিন মানুষ ন্যায় ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

কথাটা হযরত মাইমুনের দারুণ অপছন্দ হলো। তিনি বললেন ঃ

"এমন কথা কখনো বলোনা, প্রকৃত পক্ষে মানুষ ততদিনই ন্যায় ও কল্যাণের উপর কায়েম থাকবে, যতদিন তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতে থাকবে।'

তাওহীদ ও ইখলাস

হযরত উমার ফারুক (রাঃ) এর সামনে মীমাংসার জন্যে যে সব মুকাদ্দমা পেশ করা হলো তিনি সে গুলো সম্পন্ন করে উঠলেন এবং [রাষ্ট্রীয়]

www.pathagar.com

অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আরয করলো ঃ "আমীরুল মুমিনীন। অমুক ব্যক্তি আমার উপর যুলুম করেছে। আমার প্রতি ন্যায় বিচার করুন। আমার মুকাদ্দমার ফায়সালা করুন।"

আমীরুল মুমিনীন তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অসময় প্রবেশ তাঁর অপছন্দ হলো। তিনি কোড়া উঠিয়ে তার মাথায় মেরে বললেন "যখন আমি মোকাদ্দমার ফায়সালার জন্যে বসি তখন তোমরা আসোনা। আর যখন আমি মুসলমানদের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন এসে দোহাই দাও এবং আড়ি পাত।"

বিচার প্রার্থী অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে চললো। কয়েক কদম মাত্র সে অগ্রসর হলো উমার (রাঃ) তাকে ডাকলেন। সে ফিরে এলে তাকে কোড়া এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ

"নাও বদলা নাও। আমি যেভাবে তোমাকে কোড়া মেরেছিলাম, তুমিও সেভাবে মারো।"

"আমীরুল মুমিনীন। আমি আল্লার জন্যে এবং আপনার জন্যে ক্ষমা করে দিলাম।" লোকটি বললো।

'না, না এভাবে হবে না। হয়তো কেবল আল্লার জন্যে ক্ষমা করে দাও, নয়তো কেবল আমার জন্যে ক্ষমা করে দাও।' ফারুকে আযম বললেন।

'আমি শুধু আল্লার জন্যে আপনাকে মাফ করে দিলাম।' লোকটি বললো।

কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে নেক কাজ করা

হযরত রবী ইবনে খাইশাম জীবনের প্রথমদিকে গোলাম ছিলেন। আযাদ হবার পর বসরায় বসবাস করতেন। অতঃপর তিনি ইলম হাসিলে মনযোগ দেন এবং মুসলমানদের ইমাম ও নেতার মর্যাদা লাভ করেন। প্রতিটি কাজ তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতেন।

একবার তিনি তার বিবিকে একটা বিশেষ ধরণের খানা তৈরী করতে বললেন। যেহেতু তিনি কখনো নিজের জন্যে কোনো কাজের ফরমায়েশ করতেন না, সে জন্যে বিবি খুবই যত্নসহকারে খানা তৈরী করে দিলেন। হযরত রবী খানা নিয়ে গিয়ে পাড়ায় যে পাগলটি থাকতো তাকে নিজ হাতে খাইয়ে দিয়ে আসলেন। তার মুখ থেকে লালা পড়ছিলো আর তিনি নিজ হাতে তাকে খাওয়াচ্ছিলেন। ঘরে ফিরে এলে বিবি বললেন, তুমি খানাটা নিয়ে গিয়ে এমন ব্যক্তিকে খাওয়ালে, যার এতটুকু অনুভূতিও নেই যে, সে কি খেলো।

তিনি বললেন ঃ "খোদা তো জানেন।"

www.pathagar.com

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা

মুমিন ব্যক্তি প্রতিটি কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকে। সাফল্য অর্জন করলে সে জন্যে গর্ব করা এবং এ সফলতাকে নিজ চেষ্টা সাধনার ফল মনে করার পরিবর্তে আল্লাহ বারী তায়ালার দরবারে নত হয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ইসলামী জেহাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছে। রোমান বাহিনী বিরাট জৌলুস ও শান-শওকতের সাথে ময়দানে হাযির হয়। অপর পক্ষে ত্রিশ হাজার জানবাজ মুজাহিদ বিজয় অথবা শাহাদাতের শপথ নিয়ে পায়ে বেড়ী পরে ময়দানে জংএ হাযির হন, যাতে ময়দান থেকে ভেগে যাবার চিন্তাও মনে না আসে।

হাজার হাজার পাদ্রী আর বিশপ ক্রুশচিহ্ন হাতে নিয়ে ময়দানে হাযির হয়ে যায়। তারা হযরত ঈসা (আঃ) এর নাম নিয়ে সৈন্যদের উৎসাহ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধের পর সুসজ্জিত বিরাট রোমান বাহিনী মুজাহিদদের ঈমানী শক্তির মুকাবিলায় ময়দানে টিকে থাকতে পারেনি। সবই বেকার প্রমাণিত হলো। মুজাহিদদের খোদার প্রতি অবিচল আস্থা, ধৈর্য ও দৃঢ়তা রোমান বাহিনীর পায়ের নীচের মাটি সরিয়ে দেয়। যুদ্ধে প্রায় এক লাখ রোমান সৈন্য নিহত হয়। এ বিরাট বিজয়ের সংবাদ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকের কানে পৌঁছুলে তিনি সিজদায় পড়ে আল্লার শুকরিয়া আদায় করেন।

সাফল্য অর্জনের পর কৃতজ্ঞতা আদায় ও আনন্দ প্রকাশের এটাই হচ্ছে ইসলামী পদ্ধতি।

আকীদার বিশুদ্ধতা

আকীদার বিশুদ্ধতা ঈমানের বুনিয়াদ। সাল্‌ফে সালেহীন এর প্রতি কঠোরভাবে দৃষ্টি রাখতেন। হযরত ইব্রাহীম তাইমীর নিকট জনৈক ব্যক্তি আবেদন করলোঃ আবু ইমরান, আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেনো আমাকে আরোগ্য দান করেন।' হযরত ইব্রাহীম তাইমী বললেনঃ "একবার এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সঃ) এর সাহাবী হযরত হুযাইফার (রাঃ) নিকট তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করার আবেদন করলো। আবেদনের জবাবে তিনি বললেনঃ খোদা তোমাকে ক্ষমা না করুন।" একথা শুনে লোকটি তাঁর নিকট থেকে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে হযরত হুযাইফা তাঁর জন্য দোয়া করলেনঃ খোদা তোমাকে হুযাইফার মর্যাদা দান করুন।" দোয়া শেষে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ খুশী হলে?" সে

www.pathagar.com

বললোঃ জী-হা !" তিনি বললেনঃ কিছু লোক কোনো কোনো ব্যক্তির নিকট যায়। তারা মনে করে এসব ব্যক্তি সমস্ত মরতবা হাসিল করে ফেলেছে এবং খোদার গ্রহণযোগ্য বিরাট কিছু হয়ে গেছে।"

একথা বলার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে. বান্দাকে সরাসরি নিজেই খোদার নিকট দোয়া করতে হবে। অন্য কোনো ব্যক্তি খোদার নিকট এমন মর্যাদায় পেঁছে গেছে যে তার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে (চাই খোদা তাকে পছন্দ করুন আর না-ই করুন)—এমন আকীদা তাওহিদী আকীদার খেলাফ। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাদের প্রতি মেহেরবান দয়াময়। তিনি যদি বান্দার দোয়া কবুল করতে চান, তবে অবশ্যই কবুল করবেন। অপর কেউ তার জন্যে সুপারিশ করুক আর না-ই করুক।

নিয়াতের ইখলাস

আবু আহমদ নামে কুফার জনৈক সরদার একবার বেড়াতে বেড়াতে বাগানে এসে প্রবেশ করেন। বাগানের মালি রুটি খাচ্ছিলো। তার সামনে বসেছিলো একটি কুকুর। মালি এক লোকমা নিজে খাচ্ছিলো। আর তেমনি বড় এক লোকমা মেপে মেপে কুকুরকে খাওয়াচ্ছিলো।

আবু আহমদ বললেনঃ "তুমিতো এ কুকুরকে বড় ভালবাসো।"

"জী-না জনাব, এ একটা অপরিচিত কুকুর। আমাকে রুটি খেতে দেখে ক্ষুধার তাড়নায় আমার সামনে বসে হাঁপাতে লাগছিলো। আমি ভাবলাম, খোদার সৃষ্টি জীব ক্ষুধার্ত বসে থাকবে আর আমি পেট-ভরে খাবো ?" মালি জবাব দিলো।

"কিন্তু লোকমা মেপে মেপে কেনো দিচ্ছো ? আবু আহমদ বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন। "আমি মনে মনে নিয়াত করেছিলাম যে, আমি অর্ধেক খাবো আর কুকুরকে অর্ধেক খাওয়াবো। এ জন্যে-মেপে মেপে লোকমা উঠাচ্ছি যেনো আমার নিয়াতের বিপরীত কাজ না হয়। এবং আল্লার দরবারে যেনো জবাবদিহি করতে না হয়।" মালি জবাব দিলো।

খতমে নবুওয়াত

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ) খেলাফত লাভের পর সর্বপ্রথম যে কাজ করলেন, তা হচ্ছে তিনি জনগণকে একত্রিত করে এক ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন-"আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমার হাতে বায়াত করার বাধ্যবাধকতা আমি তোমাদের উপর

www.pathagar.com

থেকে প্রত্যাহার করলাম। আমি তোমাদের এ অধিকার দিচ্ছি যে, তোমরা যাকে ইচ্ছা খলীফা নির্বাচিত করে নাও।" কিন্তু উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠলোঃ আমরা আপনাকেই খলীফা নির্বাচিত করলাম। আপনি আল্লার নাম নিয়ে খেলাফতের কাজ আঞ্জাম দিতে শুরু করুন।"

জনগণ সর্বসম্মতভাবে তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করার পর তিনি এক দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি আমীরের আনুগত্য এবং আনুগত্যের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর আলোকপাত করেন। হামদ ও না'আতের পর তিনি বলেনঃ তোমাদের নবীর পরে আর কোনো নবী নেই। তাঁর প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তার পরে আর কোনো কিতাব নাযিল হবেনা। আল্লাহ যা কিছু হালাল করে দিয়েছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল থাকবে আর যা কিছু হারাম করে দিয়েছেন, তাও কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো ফায়সালা দানের অধিকারী নই। আমি একজন অনুসরণকারী মাত্র। এ অধিকার কারো নেই যে, সে খোদার নাফরমানী করবে আর তার অনুগত্য করা হবে। আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। সকলের মতই একজন সাধারণ মানুষ। পার্থক্য এতটুকু যে, তোমাদের সকলের তুলনায় ভারী বোঝা আমার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে।

পরকালের ভয়

হযরত আবু বকর (রাঃ) একবার একটা তর-তাজা গাছ দেখে বলতে লাগলেন, "হায় আমি যদি গাছ হতাম, তবে তো পরকালের জবাবদিহি থেকে নাজাত পেতাম।"

বাগানের পাখীদের আনন্দমুখর কলকাকলি দেখে দুঃখ করে বলে উঠলেন, "হে পাখীরা, তোমাদের মুবারকবাদ, তোমরা কতো মজা করে উড়ে বেড়াও, নেচে—গেয়ে বেড়াও। গাছের শাখে তোমরা বসে আছো; বিচারের দিন তোমাদের কোনো হিসাব-কিতাব নেই। হায়, আবু বকর যদি তোমাদের মতো হতো !"

আখিরাতের হিসাব

হযরত ইব্রাহিম ইবনে ইয়াযীদ তাইমী একজন মশহুর তাবেয়ী এবং আমলদার আলেম ছিলেন। তাঁর পিতা ইয়াযীদ তাইমী ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও সাদা-সিদা পোষাক পরিধান করতেন। একদিন ইব্রাহিম তাঁকে বললেনঃ

www.pathagar.com

"আব্বাজান, আপনি এই মামুলী পোষাক পরিধান করে আছেন, অথচ আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যথেষ্ট ধন-সম্পদ দান করেছেন, আপনি দামী পোষাক পরিধান করুন।"

পিতা জবাব দিলেনঃ "বেটা, আমি বসরা এসে অনেক ধন-সম্পদ অর্জন করেছি। কিন্তু এতে আমার খুশী বৃদ্ধি হয়নি। পোষাক আমার কোনো আনন্দ সামগ্রী নয়। আমি পরকালের হিসাব দেয়ার ভয় করি। আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দুই দেরহাম রেখে গেলো কিয়ামতের দিন তার হিসাব ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী হবে যে এক দেরহাম রেখে গেলো।"

পরকালীন হিসাবের ভয়

পরকালীন হিসাবের চিন্তা ও ভয় ইসলামী যিন্দেগীর বুনিয়াদ। এ চিন্তার কারণেই মানুষ যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য খোদার বিধান অনুযায়ী আদায় করে। হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয মৃত্যু শয্যায় থেকে তাঁর পরবর্তী ভাবী খলীফা ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেককে একটি অসীয়ত-নামা লেখেন। তাতে তিনি লিখেছেনঃ

"তুমি নিশ্চয়ই জানো, খেলাফতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং আল্লাহ আমার হিসাব নেবেন। আমি আমার কোনো কাজই তার থেকে গোপন রাখতে পারবোনা। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেনঃ "আমরা (কিয়ামতের দিন) সুস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে সব কিছু তাদের সামনে বর্ণনা করবো। এবং আমারও তাদের মাঝে কোনো আড়াল নেই।" আমার প্রভু যদি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তবেই কামিয়াব হবো এবং এক দীর্ঘ আযাব থেকে নাজাত পাবো। আর তিনি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট হন তবে আমার পরিণামের জন্য বড়ই আফসোস! আমি সেই খোদার নিকট দোয়া করছি, যিনি ছাড়া আর কোনো খোদা নেই, তিনি যেনো আমার প্রতি রহম করেন এবং আমাকে তাঁর আযাব থেকে নাজাত দান করেন। তিনি যেনো তার অসীম দয়া ও মেহেরবানী দ্বারা আমাকে জান্নাত দান করেন। তুমি তাকওয়ার নীতি গ্রহণ করবে এবং প্রজাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।"—এটাই হচ্ছে পরকালীন হিসাবের ভয়।

আখিরাতের ভীতি

একদিন হযরত যয়নুল আবেদীন নামায পড়ছিলেন। তিনি সিজদায় থাকা অবস্থায় কোথাও আগুন লেগে যায়। লোকেরা তাঁকেও ডেকে বলে

www.pathagar.com

"হে রাসূলের সন্তান, আগুন লেগে গেছে!" কিন্তু তিনি মাথা উঠালেন না। আগুন নেভানো শেষ হলে পরে লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো: "আগুন লেগে যাবার পরও কোন্ জিনিস আপনাকে সেদিক থেকে ফিরিয়ে রাখলো?"

"অন্য আগুন (দোযখের আগুন)"—ইমাম জবাব দিলেন।

ইবাদাত

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ও নিয়মানুবর্তী ছিলেন। চল্লিশ বছর যাবত, অন্য বর্ণনায় পঞ্চাশ বছর যাবত তিনি একাধারে জামায়াতের সাথে নামায পড়েছেন। এর মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাযও জামায়াতবিহীন হয়নি। সব সময় নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদে যেতেন। ইবাদাতের প্রতি এত গুরুত্বদান সত্ত্বেও তার গোলাম বারদ একবার লোকদের কাছে তার অধিক ইবাদাতের কথা আলোচনা করলে তিনি বললেন:

"বারদ! খোদার কসম এটা ইবাদাত নয়। আল্লার ফরমান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং তার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে ইবাদাত।"

নামাযের গুরুত্ব

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীযের পিতা আবদুল আযীয ছিলেন মিসরের গভর্নর। তিনি তার পুত্র উমারকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে মদীনায় হযরত সালেহ ইবনে কায়সারের তত্ত্বাবধানে পাঠিয়ে দেন। এটা সালেহ ইবনে কায়সারেরই শিক্ষার ফল যে, বানী উমাইয়াদের মধ্যে দ্বিতীয় ফারুকের জন্ম হয়—যিনি খেলাফতে রাশেদাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

সালেহ ইবনে কায়সার কতোটা গুরুত্বের সাথে তাঁকে শিক্ষা দান করেছেন, একটা ঘটনা থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে। একবার উমার ইবনে আবদুল আযীয নামায পড়তে দেরী করে ফেলেন।

"আজকে তোমার নামায পড়তে দেরী হলো কেন?" খোদাভীরু উস্তাদ জিজ্ঞেস করলেন।

"চুল আঁচড়াচ্ছিলাম তাই কিছুটা দেরী হয়ে গেলো।" শিষ্য আদবের সাথে জবাব দিলো।

"আচ্ছা, চুলের সিঁথি কাটা নামাযের চাইতেও অধিক গুরুত্বের অধিকারী হয়ে গেলো?" উস্তাদ ধমক দিলেন।

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি তার পিতাকে এ ঘটনা লিখে পাঠান। ঘটনা অবগত হবার সাথে সাথে আবদুল আযীয এক ব্যক্তিকে মিসর থেকে মদীনা পাঠায়ে দিলেন। লোকটি এসেই সর্বপ্রথম তার মাথার চুল কামিয়ে দিলো। অতঃপর লোকদের সাথে কথা বললো। কারণ উমারের পিতা এরূপই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এটাই হচ্ছে উত্তম প্রশিক্ষণের ফল, যা নাকি উমাইয়া বংশের এক গর্বিত শাহাজাদাকে হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয রাদীয়াল্লাহু আনহু বানিয়ে দিলো। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর সম্পর্কে মতপ্রকাশ করেছেন যে, তিনি প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন।

নামাযে সময়ানুবর্তিতা

হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ একজন মশহুর তাবেয়ী আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সর্বদা প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করতেন। নামায আদায়ে সময়ানুবর্তিতার প্রতি তিনি এতো কড়া নযর রাখতেন যে, যে কোনো কাজে বা যে কোনো অবস্থায়ই নামাযের ওয়াক্ত হতো, তিনি সাথে সাথে সমস্ত কাজ ত্যাগ করে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। তার সহযাত্রীদের বর্ণনা যে, সফর অবস্থায় রাস্তা যতই কঠিন ও কষ্টসাধ্যই হতো না কেনো যখনই নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হতো, তিনি তাঁর যানবাহন থামিয়ে নামায আদায় করে নিতেন। অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হতেন।

ইখলাস ফীল্লাহ

হযরত নাফে ইবনে কাউস একজন অনারব গোলাম ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভাগ্য তাঁকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমারের নিকট পৌঁছে দেয়। অতঃপর আল্লার ইচ্ছায় তিনি তার যুগের একজন সেরা হাদীসের ইমাম হিসাবে পরিগণিত হন।

তাঁর উন্নত জ্ঞান ও আমলের কারনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার তাকে অশেষ স্নেহ করতেন। গোলাম থাকা কালে খরিদ করার জন্যে লোকেরা বিরাট পরিমাণ মূল্য দিতে চাইলেও হযরত ইবনে উমার তাকে পরিত্যাগ করতে রাজী হননি। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ১২ হাজার দিরহাম মূল্য দিতে চান, ইবনে আমের দিতে চান ত্রিশ হাজার। কিন্তু ইবনে উমার তাকে বিক্রি করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। পক্ষান্তরে তিনি বললেন যে, ইবনে আমেরের টাকা আমাকে পরীক্ষায় ফেলতে পারে তাই আমি নাফে'কে আযাদ করে দিলাম।' এ ভাবে তিনি দুনিয়ার দৌলত ত্যাগ করে আল্লার রেযামন্দি হাসিল করেন।

www.pathagar.com

নৈতিক চরিত্র ও পারস্পরিক সম্পর্ক

আল্লার সন্তোষ অর্জন

।। এক ।।

মুসলমান ব্যক্তি যখন কোনো নেক কাজ করে, তা করে শুধু আল্লার সন্তোষ অর্জনের জন্যে। আমের ইবনে আবদুল্লাহ গাবারী একযুদ্ধে শরীক হন। আল্লাহ তায়ালা সে যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দান করেন। যুদ্ধে একজন মশহুর দুশমনের কন্যা মুসলমানদের হস্তগত হয়। লোকেরা মেয়েটির রূপ-সৌন্দর্য ও গুণাগুণ বর্ণনা করলো। প্রশংসা শুনে আমের বললেনঃ "আমিও তো একজন পুরুষ, মেয়েটি আমাকে দিয়ে দাও।" তাঁর দুনিয়া-বিমুখতা ও খোদাভীতির কারণে লোকেরা তাঁর এ অস্বাভাবিক আগ্রহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মেয়েটি তাঁকেই দিয়ে দিলেন। মেয়েটি হস্তগত হবার পর তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ "আল্লার ওয়াস্তে আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম।" ব্যাপারটি জানতে পেরে লোকেরা বললো ঃ এমন একটি সুন্দরী রূপসীকে আপনি আযাদ করে দিলেন ! এর পরিবর্তে অন্য কোনো দাসীও তো আযাদ করতে পারতেন।"

"আমি আল্লার পুরস্কারের আকাঙ্খী।" আমের ইবনে আবদুল্লাহ জবাব দিলেন।

।। দুই ।।

আল্লার সন্তোষ অর্জনের দুর্নিবার আকাঙ্খা কেবল পুরুষদেরই ছিলনা, মুসলিম নারীরাও এজন্যে ছিলেন পাগলপারা। বনি রেবাহ গোত্রের জনৈক মহিলার ছিলো এক গোলাম। নাম রফী। ইসলামে গোলাম আযাদ করে দেয়া বিরাট নেকীর কাজ। মহিলা রফীকে আযাদ করে দেবার ইচ্ছা করলেন। এ খবর চাচাতো ভাইয়েরা জানতে পেরে তারা তাকে একাজ থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করলো। তারা আরো বুঝালো যে, তাকে আযাদ করে দিলে সে কুফায় গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাবে।

"আমি আল্লার সন্তুষ্টির জন্যে তাকে আযাদ করতে চাই, সে কোথায় যাবে—সে পরোয়া আমি করিনা।" মহিলা জবাব দিলেন।

অতঃপর তিনি জুমার দিন রফীকে সাথে নিয়ে রওয়ানা করে বললেন ঃ আমাকে জামে মসজিদে নিয়ে চলো।"

মসজিদে পেঁৗছে তিনি মিম্বারের নিকট চলে গেলেন। ইমাম সাহেব তার কথা শুনে দু'জনকেই মিম্বারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মহিলা রফীর হাত ধরে ঘোষণা করলেন ঃ

www.pathagar.com

"হে খোদা ! আখিরাতের জন্যে আমি তাকে তোমার নিকট সঞ্চয় করছি এবং তোমার রেযামন্দির জন্যে আমি তাকে আযাদ করছি। হে মসজিদের লোকেরা সাক্ষী থাকুন, এ গোলাম আল্লার জন্যে মুক্ত। ভবিষ্যতে ইসলামের অধিকার ছাড়া তার উপর আর কারো কোনো অধিকার রইলনা।" এ ঘোষণা দিয়ে মহিলা মিম্বার থেকে নামলেন এবং রফী'কে ছেড়ে চলে গেলেন। পরবর্তীতে এ রফীই 'আবুল আলীয়া রেবাহী' নামে খ্যাতিলাভ করেন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে তিনি সাহাবায়ে কেরামেরও শ্রদ্ধার্জন করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ) তাকে কুরাইশের সম্মানিত ব্যক্তিদের চাইতেও উপরে স্থান দিতেন।

আকাংখার পবিত্রতা

আমীর মুয়াবিয়ার খেলাফতের যুগ। হঠাৎ একদিন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, উরওয়া ইবনে যুবাইর, মাসয়াব ইবনে যুবাইর এবং আবদুল মালেক— এ চারজনের মসজিদে হারামে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তাদের একজন বললেন ঃ

"চলো খোদার ঘরে বসে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ আকাংখা পেশ করি।"

"খুব সুন্দর প্রস্তাব।" সমস্বরে সকলে জবাব দিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বললেন ঃ "আমার আকাংখা হচ্ছে, আমি যেনো হেরেমের বাদশাহ হয়ে যাই এবং তখতে খেলাফত যেনো আমার হস্তগত হয়।"

মাসয়াব ইবনে যুবাইর বললেনঃ আমার কামনা হচ্ছে, কুরাইশের সুন্দরতম দু'জন মহিলাই যেনো আমার বিবাহ বন্ধনে এসে যায়।"

আবদুল মালেক বললেন ঃ আমার বাসনা হচ্ছে, আমি যেনো গোটা পৃথিবীর বাদশাহ হয়ে যাই এবং আমীর মুয়াবিয়ার উত্তরাধিকারী হই।"

সর্বশেষ উরওয়া বললেন ঃ "তোমাদের যেসব কামনা-বাসনা তার কোনো একটির আকাংখাও আমার নেই। আমার একান্ত কামনা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যেনো আমাকে দুনিয়ার মোহে না ফেলেন এবং তিনি যেনো আমাকে ইলম ও আখিরাতে সাফল্য দান করেন।"

খোদা তায়ালার বিস্ময়কর কুদরত! সময়ের ব্যবধান মাত্র। তাদের দোয়া-সমূহ কবুল হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর হেরেমের বাদশাহ হন এবং সাত বৎসর যাবত স্বাধীনভাবে খেলাফত চালান। কুরাইশের সুন্দরতম দু'জন নারীই মাসয়াবের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। আবদুল মালেক বনি উমাইয়ার তখতে খেলাফত লাভ করেন এবং সিন্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের বাদশাহ হন। আর উরওয়া আল্লার খাস বান্দাদের মধ্যে গণ্য হয়ে আসছেন।

www.pathagar.com

আল্লার উপর তাওয়াক্কুল

।। এক ।।

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীযকে মুসলিমা আরয করলেন ঃ

"আমীরুল মুমিনীন! আপনি আপনার সন্তানদের ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন আর এমন অবস্থায় এখন তাদের ফেলে যাচ্ছেন যে, তাদের নিকট কিছুই নেই। কতইনা ভালো হতো, আপনার সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে যদি আমাকে বা অন্য কাউকেও অসীয়ত করে যেতেন।"

"আমাকে হেলান দিয়ে বসাও।" অত্যন্ত দুর্বল আওয়াযে হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয বললেন।

হেলান দিয়ে বসান হলে পরে তিনি বললেন ঃ

"মুসলিমা! তুমি বলছো আমি আমার সন্তানদের ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত রেখেছি। খোদার শপথ! আমি তাদের কোনো হক বা অধিকার নষ্ট করিনি। অবশ্য যে সম্পদে তাদের কোন অধিকার ছিলনা তা আমি তাদের দেইনি। অতঃপর তুমি বলেছো, আমি তোমাকে বা খান্দানের অন্য কাউকেও অসীয়ত করে যেতে। তবে শোনো! এ ব্যাপারে আমার অসী ও অভিভাবক এবং কর্মকর্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি নেককারদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। আমার সন্তানরা যদি খোদাকে ভয় করে, তবে খোদা অবশ্যই তাদের জন্যে কোনো পথ তৈরী করে দেবেন। আর তারা যদি গুণাহে নিমজ্জিত হয়, তবে আমি তাদেরকে গুণাহের কাজে আরো শক্তিশালী করে যাবো না।

।। দুই ।।

রাজা-বাদশারা নিজেদের হেফাযতের জন্যে শতসহস্র সিপাহী মোতায়েন রাখতো। বনি উমাইয়ার খলীফাদেরও এটাই ছিলো রীতি। কিন্তু হযরত উমার ইবনে আযীযের খেলাফত লাভের পর তিনি অন্যান্য অপচয়ের নির্মূল করার সঙ্গে সঙ্গে এ অপচয়ের রীতিকেও খতম করে দিলেন। তিনি ঘোষণা করে দিলেন ঃ "আল্লাহই আমার রক্ষক।"

একবার কোনো খয়ের খা ব্যক্তি আরয করলেন ঃ

"অতীত খলীফাদের ন্যায় আপনিও বেছেগুছে খাওয়া-দাওয়া করুন এবং নামাযের সময় হামলা থেকে রক্ষার জন্যে কিছু ব্যবস্থা করুন।"

"যেসব খলীফাদের কথা তুমি বলছো, তারা এখন কোথায়।" খলীফা জিজ্ঞেস করলেন।

"তারা মৃত্যু বরণ করেছেন।" লোকটা জবাব দিলো।

www.pathagar.com

"হেফাযতের সমস্ত সরঞ্জামের আয়োজন সত্ত্বেও যদি তারা মরণের হাত থেকে রক্ষা না পেয়ে থাকে, তবে তারা লাভটা কি করলো।" হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয জিজ্ঞেস করলেন।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে খোদা ! তুমি তো সবই জানো। আমি যদি কেয়ামতের দিন ব্যতীত অন্য কোনো দিনকে ভয় করে থাকি, তবে তুমি আমার ভীতিকে নিশ্চিন্তা ও প্রশান্তিতে পরিণত করো না।"

॥ তিন ॥

আমের ইবনে আবদুল্লাহ একজন দুনিয়াবিমুখ নির্জনপ্রিয় আবেদ ছিলেন। কিন্তু জিহাদের জজবা ছিলো তাঁর রক্তে প্রবাহিত। হযরত উমার ফারুক (রাঃ) এর খেলাফতকালে অধিকাংশ সময় ইবাদত খানা থেকে বের হয়ে জেহাদের ময়দানে চলে যেতেন। যখন খোদার পথে লড়াইয়ে বেরিয়ে পড়তেন আর পথিমধ্যে কোনো ঝাড়-ঝোপ মিলে যেতো, তিনি নির্দ্বিধায় তাতে ঢুকে পড়তেন। তাঁর সঙ্গীরা বলতো ঃ "একটু দেখে শুনে প্রবেশ করবেন। এমন যেনো না হয় যে ঝোপের ভেতর কোনো বাঘ থাকলো এবং আপনাকে আক্রমণ করে বসলো।"

আমের জবাব দিলেন ঃ "আল্লার নিকট আমার বড় লজ্জা হয় যে, তাঁর ছাড়া অন্য কোনো ভয় আমার অন্তরে উদয় হবে।"

॥ চার ॥

মুসলমানগণ হাবশায় হিজরত করছিলেন। মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মযলুম মুসলমানেরা নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে হাবসায় যাচ্ছিলেন। ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রাঃ) পর্যন্ত নিরাপদ ছিলেন না। তাঁর দাওয়াতে হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ মুসলমান হয়েছিলেন। এ কারণে তালহার চাচা নওফেল ইবনে খুয়াইলিদ তাদের দুজনকে এক রশিতে বেঁধে মেরেছিলো। তাই হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হিজরাত করে চলে যাবার অনুমতি নিয়ে নিলেন। 'বারকুল গেমাদ' নামক স্থানে পেঁছুলে কাররাহ কবিলার প্রধান ইবনে দাগনা জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কোথায় চল্‌ছেন ?"

"আমার কওম আমাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করছে। তাই—অন্য কোনো দেশে চলে যাচ্ছি, যেনো স্বাধীনভাবে আল্লার ইবাদাত করতে পারি।" হযরত আবু বকর (রাঃ) ইবনে দাগনাকে জবাব দিলেন।

"এটা বড়ই লজ্জাষ্কর কথা যে, আপনার মতো ব্যক্তিকে তারা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। আপনি নিঃস্বের সাহায্য করেন, মেহমান-

www.pathagar.com

দাবী করা আপনার রীতি। আপনি আত্মীয়তার প্রতি মর্যাদা দান করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করে থাকেন।" ইবনে দাগনা বললো।

"আপনার কথা সত্য। কিন্তু স্বদেশে থেকে যদি এক আল্লার গোলামী করা না যায় তবে সে থাকার লাভ কি ?" আবু বকর (রাঃ) জবাব দিলেন।

"আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি।' ইবনে দাগনা বীরত্বের সাথে বললো।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ফিরে এলেন। ইবনে দাগনা কুরাইশের সকলকে ডেকে ঘোষণা দিয়ে দিলো ঃ "আবু বকর আমার নিরাপত্তাধীন। তোমরা এমন উত্তম ব্যক্তিকে দেশত্যাগে বাধ্য করছো, যিনি অভাবীদের খোঁজ নেন, মানুষের বিপদে বন্ধুর ভূমিকা পালন করেন, মেহমানের সেবা করেন এবং আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখেন।"

কুরাইশরা তার নিরাপত্তা মেনে নিলো। কিন্তু তাদের প্রতিনিধি ইবনে দাগনার নিকট এসে বললো ঃ "আমরা তোমার 'আমান' মেনে নিলাম। আবু বকর থাকতে পারে এবং যখন যেভাবে চায় সে ইবাদাত করতে পারে, কিন্তু একাজ সে তার ঘরে বসে করতে হবে।"

হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘরের আঙ্গিনায় মসজিদ বানিয়ে নিলেন। তাতেই ইবাদাত করতে আরম্ভ করলেন। কুরআন তেলাওয়াতের আওয়ায বহুদূর চলে যায়। শ্রোতারা সম্মোহিত হয়ে পড়ে। কাফির কুরাইশরা এ অবস্থা দেখে ঘাবড়ে যায় এবং ইবনে দাগনাকে এসে বলে ঃ

"আমরা তো এ শর্তে আবু বকররের আমান মেনে নিয়েছিলাম যে, সে ঘরে বসে চুপচাপ ইবাদাত করবে। কিন্তু সে আঙিনায় বসে কুরআন পড়ে আর তাতে আমাদের নারী ও বালকরা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে দিন।"

তাদের বক্তব্য শুনে ইবনে দাগনা আবু বকর (রাঃ)এর নিকট এসে বললো ঃ

"আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে—আপনি চুপেচাপে আপনার পন্থায় ইবাদাত করবেন—এ শর্তেই আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম।"

"কিন্তু আপনার আওয়ায তো ঘরের বাইরে চলে যায়। আপনি হয় এ কাজ থেকে বিরত থাকুন, নাহয় আমাকে দায়িত্ব মুক্ত মনে করুন।" ইবনে দাগনা বললো

"ইবনে দাগনা ! আপনার আশ্রয়ের প্রয়োজন আমার নেই। আল্লার আশ্রয় ও নিরাপত্তাই আমার জন্য যথেষ্ট।" হযরত আবু বকর (রাঃ) জবাব দিলেন।

www.pathagar.com

তাক্‌ওয়া

।। এক ।।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তখনো বালক। পড়ালেখা শিখেছেন তাই পাড়ার মহিলারা তাকে ডেকে নিয়ে তাদের স্বামীদের নিকট পত্র লেখাতো। তাদের স্বামীরা ছিলেন সৈনিক এবং ফৌজি দায়িত্ব পালনে তারা বাগদাদের বাইরে গিয়েছেন। মহিলারা তাদের চিঠিতে সব ধরনের কথাবার্তা লেখাতে চাইত। কিন্তু শিশুকাল থেকেই আহমদ ইবনে হাম্বলের তাকওয়ার অনুভূতি এতো প্রবল ছিলো যে, তিনি চিঠিতে তাকওয়ার খেলাফ কোনো কথা লিখতেন না।

।। দুই

খোরাসানের গভর্ণর ইয়াযীদ ইবনে মুহলিবের প্রয়োজন ছিলো সর্ব-গুণে গুণী একজন ব্যক্তি। তিনি লোকদের নিকট এমন ব্যক্তির কথা জিজ্ঞেস করেন। লোকেরা আবু বারদার কথা বললো। ইনি ছিলেন হযরত আবু মুসা আশয়ারীর (রাঃ) পুত্র এবং একজন কামেল বুযুর্গ। ইয়াযীদ তাকে ডেকে পাঠান। কথাবার্তা হলো। তাঁর মধ্যে সমস্ত উত্তম গুণাবলীর সমন্বয় দেখতে পেয়ে ইয়াযীদ বললেন ঃ

"আপনার উপর কয়েকটা দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই।" দায়িত্বের বিবরণও প্রদান করলেন।

'এ দায়িত্ব পালনে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করছি।" আবু বারদা বললেন।

"না, এ দায়িত্ব আপনাকে কবুল করতেই হবে।" ইয়াযীদ পুনরায় জোর দিয়ে বললেন।

"আমার পিতা আবু মুসা আশয়ারী আমাকে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন দায়িত্ব বা পদ গ্রহণ করলো, যে সম্পর্কে সে জানে যে সে তার উপযুক্ত নয়—তবে এমন ব্যক্তি যেনো দোযখে তার নিবাস তৈরী করে নেয়।"

আবু বারদার মুখে এ হাদীস শুনে ইয়াযীদ তাঁর ওযর কবুল করতে বাধ্য হলেন।

অন্তরের গুরুত্ব

ইসলামী যিন্দেগীতে 'দিল' সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। গোটা যিন্দেগীর বুনিয়াদ এরি উপর দাঁড়িয়ে আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের 'অন্তর' দেখেছেন। এর মধ্যে

www.pathagar.com

সর্বোত্তম অন্তরের অধিকারী পেয়েছেন মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহকে (সঃ)। হুজুর (সঃ) এর পর সর্বোত্তম দিলের আধীকারী পেয়েছেন তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে। এ জন্যেই তাদেরকে হুজুর (সঃ) এর পারিষদ ও সঙ্গী বানিয়ে দিয়েছেন। তারা আল্লার দ্বীনের হেফাযতের জন্যে জীবন বাজি রেখেছেন।

ক্ষমা ও বিনয়

।। এক ।।

বসরার একজন জলীলুলক্কদর তাবেয়ী আলেম হযরত রবী' ইবনে খাইশাস একবার মসজিদে গিয়ে দেখলেন নামাযীদের ভীষণ ভীড়। জামায়াত আরম্ভ হতে লাগলে পিছের লোকেরা সামনের কাতারের দিকে এগুতে থাকে। পিছের এক ব্যক্তি রবী ইবনে খাইশানকে বললোঃ সামনে অগ্রসর হোন। কিন্তু ভীড়ের কারণে সামনে জায়গা না থাকায় তিনি সামনে এগুতে পারেননি। লোকটি রাগের মাথায় হযরত রবীর ঘাড়ে এসে ধাককা দিলো। তিনি ঘাড় ফিরিয়ে কেবল এতটুকু বললেনঃ "খোদা তোমাকে রহম করুন, খোদা তোমাকে রহম করুন।" লোকটি তাকাতেই হযরত রবীকে দেখে দারুণ লজ্জায় কাঁদতে শুরু করলো।

।।দুই ।।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আউন কুফার একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলামী আখলাকের একজন পবিত্র নমুনা। তিনি কথা বার্তায় এতোটা সংযম অবলম্বন করতেন যে, নিজ দাসী, গোলাম এমনকি বকরী কিংবা মুরগীকে পর্যন্ত কখনো গালি দিতেন না। প্রতিটি খাঁটি মুসলমানের মতো তাঁর মধ্যে জেহাদের জজবা ছিলো দুর্নিবার। তিনি একটি উটনী পালতেন এবং তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। একবার তিনি গোলামকে নির্দেশ দিলেন যেনো উটনীর পিঠে করে পানি বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু যালেম গোলামটি উটনীকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে মারে যে, তার একটি চোখ বেরিয়ে যায়। এটা এমন একটা দুর্ঘটনা ছিলো যে লোকেরা মনে করলো তিনি রাগান্বিত হবেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ উটনীর অবস্থা দেখে গোলামটাকে শুধু এতটুকু বললেনঃ

"সোবহানাল্লাহ! খোদা তোমাকে বরকত দান করুন! মারবার জন্য তুমি চেহারা ছাড়া আর কোনো অঙ্গ পাওনি!" অতপর তিনি গোলামটাকে আযাদ করে দিলেন।

www.pathagar.com

ক্ষমা ও মহানুভবতা

।। এক ।।

ইমাম যয়নুল আবেদীন নামে খ্যাত হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) একদিন মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে নির্লজ্জ গালাগাল করতে শুরু করলো। ইমামের খাদেমগণ লোকটির বেআদবীর উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে উদ্যত হলো। তিনি তাদের থামিয়ে দিয়ে লোকটিকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আমার যেসব বিষয় তুমি জান না, সেগুলো এর চেয়েও অনেক বেশী। তোমার এমন কোনো প্রয়োজন যদি থাকে, যা আমি পূর্ণ করতে পারি, তবে বলো।"

ইমামের কথা শুনে লোকটি দারুণ লজ্জিত হলো। ইমাম নগদ এক হাজার দিহরাম এবং নিজের জামা খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। এ "উত্তম বিনিময়" এমন প্রভাবশালী হলো যে, লোকটি ইমামের একান্ত বশ্য ও অনুগত হয়ে গেলো। সে বলে উঠলো ঃ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, "আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বংশধর।"

।। দুই ।।

একবার জনৈক ব্যক্তি ইমাম যয়নুল আবেদীনকে সংবাদ দিলো যে অমুক ব্যক্তি আপনাকে গাল-মন্দ বলেছে। সংবাদদাতাকে সাথে নিয়ে তিনি লোকটার কাছে পেঁছুলেন। সংবাদদাতা মনে করেছিলো সাহায্যের জন্যে ইমাম তাকে সাথে করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে পেঁছে তিনি গালিদাতাকে বললেন ঃ "তুমি আমার সম্পর্কে যা কিছু বলেছো—তা যদি সঠিক হয়, তবে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন আর যদি মিথ্যা হয় তবে আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন।"

একথা বলেই তিনি চলে এলেন।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর একবার সিরিয়ায় গেলেন খলীফা আবদুল মালেকের নিকট। সেখানে একদিন নিজের একটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেখতে যান শাহী আস্তাবল। ছেলে একটা ঘোড়ায় আরোহন করতেই, ঘোড়া তাকে যমীনে নিক্ষেপ করে এবং এতে ছেলের মৃত্যু ঘটে। এর-

www.pathagar.com

পর উরওয়ার পায়ে একটা বিষাক্ত ফোঁড়া উঠে। ডাক্তাররা বললোঃ পা কেটে ফেলতে হবে। নতুবা বিষ গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

হযরত উরওয়া কেটে ফেলার জন্যে পা এগিয়ে দিলেন।

ডাক্তার বললোঃ একটু শরাব পান করে নিন, তাতে কষ্টের অনুভূতি থাকবে না।"

"শরাব যদি আমার রোগের ঔষধও হয়, তবু আমি হারাম জিনিসের সাহায্য নেব না।"—হযরত উরওয়া জবাব দিলেন।

"তবে অজ্ঞান হবার জন্যে কিছু ঔষধ ব্যবহার করুন।" ডাক্তাররা পরামর্শ দিলো।

"না, আমি তাও পছন্দ করি না। আমার শরীরের একটা অঙ্গ কেটে ফেলা হবে আর আমি কষ্ট অনুভব করব না—তা হয় না।" হযরত উরওয়া বললেন।

ডাক্তাররা পা কাটতে আরম্ভ করলে কয়েকজন লোক তাঁকে সাহায্য ও সান্ত্বনা দানের জন্যে আসলেন। হযরত উরওয়া তাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ

"তোমরা কেনো এসেছো?"

"দুর্বিসহ যন্ত্রণার সময় মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ছুটে যায়, তাই আপনাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছি।" তারা বললো।

হযরত উরওয়া বললেনঃ

"ইনশাল্লাহ তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।"

ডাক্তাররা বিভিন্ন যন্ত্র দ্বারা পা কেটে দেয়। হযরত উরওয়া আত্মনির্ভরশীল হয়ে তাসবীহ-তাহলীম পড়তে থাকেন। রক্ত বন্ধ হবার জন্যে দাগ-দেবার সময় তিনি যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে এলে কর্তিত পা চেয়ে পাঠান। আনা হলে তিনি পাকে সম্বোধন করে বলেনঃ "সেই সত্তার কসম, যিনি আমার বোঝা হালকা করলেন! তিনি খুব ভাল ভাবেই জানেন যে, আমি তোমাকে দিয়ে কোন নিষিদ্ধ পথ মাড়াইনি।"

পুত্রের মৃত্যু এবং নিজের পা কাটার মতো বিপদেও হযরত উরওয়া ধৈর্য অবলম্বন করতেন এবং আল্লার শোকরিয়া আদায় করতেন। তিনি বলতেনঃ

"হে আল্লাহ তোমার শোকর! আমার চারটি হাত পায়ের তুমি একটা

www.pathagar.com

নিয়েছো এখনো তিনটা বাকী রেখেছো। আমার চার পুত্রের মধ্যে তুমি একজনকে নিয়েছো আর তিনজন বাকী রেখেছো। তুমি কিছু নিয়ে থাকলেও এখনো অনেক বাকী রেখেছো। যদিও কিছু মুসিবতে এখন ফেলেছো, কিন্তু অনেক দিন তো সুস্থ রেখেছিলে।"

আত্মশুদ্ধি

"এমন একদিন ছিল, যখন আমি খালার বকরী চরাতাম এবং তার পরিবর্তে তিনি আমাকে মুষ্টিতে করে খেজুর দিতেন আর আজ আমার অবস্থা এরূপ!"—একদিন মিম্বরে উঠে হযরত উমার (রাঃ) শুধু একথা কয়টি বলেই নেমে পড়লেন।

খলীফার বক্তব্য শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ তো জিজ্ঞাসাই করে বসলেনঃ "আমীরুল মুমিনীন! এভাবে তো আপনি লোকদের সামনে নিজেকে হেয় করলেন।"

"না, তা ঠিক নয়। বরং ঘটনা হচ্ছে এ যে, একাকীত্বে আমার মনে একথা জেগেছিলো যে, তুমি আমীরুল মুমিনীন, তোমার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে।" তাই আমি প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ করে দিলাম, যেনো ভবিষ্যতে এরূপ কথা আমার মনে আর উদয় না হয়।"—আমীরুল মুমিনীন বললেন।

বিনয়

রেজা ইবনে হায়ান ছিলেন সিরিয়ার একজন বুযুর্গ আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি একবার হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীযের খেদমতে হাযির হন। কথাবার্তা বলতে বলতে রাত অনেক হয়ে যায়। বাতি নিবু নিবু ভাব। রেজা বললেন, "চাকরকে উঠিয়ে দেবো সে বাতিতে তেল পুরে দেবে?"

"না তাকে ঘুমোতে দিন, সারাদিন পরিশ্রম করেছে।" আমীরল মুমিনীন বললেন।

রেজা নিজেই উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমীরুলন মুমিনীন তাকেও বসিয়ে দিয়ে বললেনঃ

"আপনি মেহমান! মেহমানকে দিয়ে কাজ করানো উচিত নয়।"

অতঃপর নিজেই উঠে গিয়ে বাতিতে যয়তুনের তেল ঢেলে নিয়ে বললেনঃ

"আমি উঠার সময়ও উমার ইবনে আবদুল আযীযই ছিলাম আর এখনো উমার ইবনে আবদুল আযীযই আছি।"

www.pathagar.com

আত্মপ্রকাশে বিরত থাকা

হযরত আইউব ইবনে আবু তামীমা সুখতিয়ানী একজন মশহুর তাবেয়ী ছিলেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ইবাদাত ও দুনিয়া বিমুখীনতার কারণে তিনি ছিলেন লোকদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু খ্যাতি লাভকে তিনি খুব ঘৃণা করতেন। লোকদের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তিনি সাধারণ জনসমাগমপূর্ণ রাস্তা বাদ দিয়ে নির্জন পথে বের হতেন। তা সত্ত্বেও কারো মুখামুখি হলে নিজেই এগিয়ে সালাম করতেন। লোকেরা অনেক দোয়া করে তাঁর সালামের জবাব দিতো। তাই তিনি খোদার কাছে আরয করতেন।

"হে খোদা! তুমি ভালো ভাবেই জানো যে এরূপ খাহেশ আমার নেই।"

—এ বাক্যটি কয়েকবার বলতেন তিনি।

সাম্য

।। এক ।।

এক যুদ্ধে খলীফা হযরত উমারের দুই পুত্র আবদুল্লাহ এবং ওবায়দুল্লাহ ইরাক গিয়েছিলেন। বিদায়ের পথে তারা বসরার গভর্ণর হযরত আবু মুসা আসয়ারীর নিকট উপস্থিত হন। প্রিয়জনের সন্তানদের পেয়ে হযরত আবু মুসা তাদের খুবই আদর যত্ন করেন। সেখান থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে হযরত আবু মুসা তাদের বললেন: "ভাতিজা; আমার নিকট কিছু সাদকার মাল আছে। এগুলো আমীরুল মুমিনীনের নিকট পাঠাতে হবে। এ মাল তোমরা নিয়ে নাও। এগুলো দিয়ে ব্যবসায় সামগ্রী খরিদ করে নিয়ে নিয়ো এবং মদীনায় গিয়ে বিক্রি করে লভ্যাংশ তোমরা গ্রহণ করবে এবং আসল আমীরুল মুমিনীনকে দেবে।"

"এমনটি করলে আমীরুল মুমিনীন রাগান্বিত হবেন।" তারা উভয়ে বললো।

"আমি আমীরুল মুমিনীনকে জানিয়ে দিচ্ছি।" গভর্ণর বললেন।

মদীনা এসে ব্যবসায় সামগ্রী বিক্রি করলে বেশ মুনাফা হয়। হযরত আবু মুসার নির্দেশ অনুযায়ী—তারা আমীরুল মুমিনীনের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলো: "আব্বাজন; এটা গভর্ণর পদত্ত মাল আর এটা আমাদের মুনাফা।"

"কিন্তু আমাকে বলো, আবু মুসা প্রত্যেকটি সৈনিকের সাথে কি এরূপ করেছে?" আমীরুল মুমিনীন জিজ্ঞেস করলেন।

"জী-না আব্বাজান!'—ছেলেরা আরয করলো।

www.pathagar.com

"তবে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আমার পুত্র হিসেবে তোমাদের সে এ সুযোগ দিয়েছে।" আমীরুল মুমিনীন বললেন।

"জী—হা।"

"তবে আসল এবং মুনাফা সবই রাষ্টীয় কোষাগারে জমা দিয়ে দাও।" —আমীরুল মুমিনীন নির্দেশ দিলেন।

।। দুই ।।

এক গরমের দুপুরে হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং একজন দাসী তাঁকে পাখা দিয়ে বাতাস করছিলো। বাতাস করতে করতে কোনো এক সময় তার তন্দ্রা এসে যায়। তখন পাখাটা উঠিয়ে আমীরুল মুমিনীন তাকে বাতাস করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তন্দ্রা ভাঙ্গতেই সে ভয়ে চিল্লিয়ে উঠে ঃ

"আমীরুল মুমিনীন আপনি এ কি করছেন !"

"তুমি তো আমার মতোই মানুষ। তোমার ও তো গরম লাগে। তুমি যেমন আমাকে পাখার বাতাস করছিলে, আমিও তেমনি তোমাকে একটু বাতাস করলাম।" আমীরুল মুমিনীন দাসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন।

।। তিন ।।

বাদশাহ ও আমীরদের রীতি ছিলো, তারা কোথাও যাবার সময় নকীব ও সুবাদাররা সামনে সামনে পতাকা নিয়ে হাটতো। বনি উমাইয়া খলী-ফারাও এ অনৈসলামিক কাজটি চালু রাখে। অতপর তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মতোই নামাযের পরে তাদের উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করার রীতি ও চালু করে দেয়।

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয খলীফা হলে প্রথানুযায়ী কোতো-য়াল তার সামনে সামনে নেযা নিয়ে চলতে শুরু করে। তিনি তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেনঃ আমি সকলেরই মতো একজন সাধারণ মুসলমান।

।। চার ।।

একবার মুসলিমা ইবনে আবদুল মালেক একটি মুকাদ্দমার এক পক্ষ হয়ে হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীযের দরবারে উপস্থিত হন। শাহী খান্দানের লোক হিসেবে তিনি পরশে গিয়ে বসেন। হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয তাকে সম্বোধন করে বললেনঃ

www.pathagar.com

"মুকাদ্দমা চলাকালে অপর পক্ষের উপস্থিতিতে তুমি পরশে বসতে পারবে না। হয় সাধারণের সারিতে গিয়ে দাঁড়াও নতুবা তোমার পক্ষ থেকে কাউকেও উকিল নিয়োগ করে চলে যাও।"

(পাঁচ)

হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আর্থাৎ-ইমাম যয়নুল আবেদীন একজন খাঁটি ফাতেমী সাইয়েদ ছিলেন। কিন্তু বাস্তব ভাবে বংশ গৌরব মিটিয়ে দেবার জন্য-তিনি নিজের একটি কন্যাকে গোলামের সাথে বিয়ে দেন এবং একটি দাসীকে আযাদ করে দিয়ে নিজে তাকে বিয়ে করেন। খলীফা—আবদুল মালেক ঘটনা জানতে পেরে এক চিঠিতে তাঁকে নিন্দা জ্ঞাপন করেন। চিঠির জবাবে ইমাম তাকে লিখে পাঠানঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনাদর্শ ই আমাদের জন্য-একমাত্র অনুসরণীয়। তিনি দাসী সুফিয়া বিনতে হুয়াইকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিয়ে করেন এবং নিজ গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসাকে আযাদ করে দিয়ে নিজ ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জহশকে তার নিকট বিয়ে দেন।—আমি এবং তুমি কেউই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চেয়ে সম্মানিত নই

ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ

নবম হিজরীতে রোমের কাইজার মুসলমানদেরকে—ভীত সন্ত্রস্ত করে দেয়া এবং নিজের শাসন ও সম্রাজ্যের ভিত মজবুত করার উদ্দেশ্যে গুজব রটিয়ে দেয় যে, তারা অতি সত্বরই আরবদের উপর হামলা করবে। সময় ছিলো খুবই নাজুক। মওসুম সাংঘাতিক গরমের। গাছে গাছে পেকে উঠেছে থোকা থোকা খেজুর। অন্যদিকে অবিরাম যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের অবস্থা ছিলে খুবই শোচনীয়। প্রয়োজন ছিলো শান্তি ও বিশ্রামের। কিন্তু ইসলামের উপর শত্রুর হামলার আশংকা সাহাবারে কেরামের অন্তরে আগুন জেলে দিলো। ত্রিশ হাজার জানবায সাহাবী রাসূলুল্লার (সাঃ) ঝান্ডাতলে একত্রিত হয়ে গেলেন। ইসলামের সেনাপতি (সঃ) নির্দেশ জারী করে দিলেন. আরব ও রোমের সীমান্তে গিয়ে শত্রু বাহীনীর মুকাবিলা করতে হবে।

এ বিরাট বাহিনীর সুদীর্ঘ পথ পাড়ি জমানোব-জন্যে প্রয়োজন ছিলো ব্যাপক প্রস্তুতি। হুজুর (সঃ)-আল্লার পথে ব্যয় করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করলেন। জান তো তারা আগেই সোপর্দ করে দিয়েছেন। এ সুযোগে সকলেই অধিক অধিক দানে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) এমন এক উদাহরণ পেশ করলেন, যার তুলনা মানব ইতিহাস

www.pathagar.com

খুঁজে পাওয়া যায়না।

তিনি নিজ ঘরের সমস্ত মাল-সামান নিয়ে হুজুর (সঃ) এর খেদমতে হাযির হয়ে যান। রহমতে আলম (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

"আবু বকর! পরিবার পরিজনের জন্যে-কী রেখে এসেছো ?"

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে।" -ত্যাগ ও কুরবানীর প্রতিমূর্তি হযরত আবুবকর জাবাব দিলেন।

মহানুভবতা

ইয্যত ও আত্মসম্মান বোধ জীবনের চেয়েও মানুষের প্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লার সন্তুষ্টির সামনে দুনিয়ার সবচাইতে প্রিয় বস্তুরও কোনো মর্যাদা নেই। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি মিথ্যা অপরাদের ঘটনা সংঘটিত হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর একজন প্রিয় ব্যক্তি মুস্তাহ ইবনে আছাছা মুনাফিকদের বানানো এ ফেতনা ফাসাদের শিকার হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর উপর ন্যস্তছিলো মুস্তার ভরন-পোষণের দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হযরত আয়েশার পূত-পবিত্র হবার কথা ঘোষিত হবার পর-হযরত আবু বকর (রাঃ) মুস্তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পরি-ত্যাগ করেন। তিনি বলেনঃ এই বিরাট ফেতনা রটানো এবং সাংঘাতিক অপবাদ ছড়ানোর পরও আমি কী করে তার লালন পালনের দায়িত্ব অব্যাহত রাখতে পারি ?"

কিন্তু সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতি অহী নাযিল হয়ঃ

"তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও সামর্থ রাখে তারা যেনো নিজেদের আত্মীয় স্বজন, মিসকীন এবং আল্লার পথের মুহাজিরদের সাহায্য না করার শপথ না করে। বরং তারা যেনো ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করে। তোমরা কি চাওনা যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করুন ? আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল দয়াময়।" (সূরা নূর)

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তায়ালার ফরমান শুনার সাথেই সাথেই আমি মুস্তার যাবতীয় ত্রুটি ক্ষমা করে বললামঃ কসম আল্লার! আমি চাই তিনি আমাকে ক্ষমা করুন।" অতঃপর পূর্বের মতোই মুস্তার ভরণ-পোষনের দায়িত্ব চালাতে থাকেন।

জনকল্যাণ

মুসলমানগণ মক্কা থেকে হিজরাত করে ইয়াসরাবের বস্তিতে বসবাস করতে থাকেন। যে বসতি এখন 'মদীনাতুর রাসূল' নামের মর্যাদা নিয়ে মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হয়ে আছে। হিজরাতের পর অধিবাসীদের আধি-

www.pathagar.com

ক্যের ফলে পানির দারুণ কষ্ট হচ্ছিলো। কারণ শহরে 'বীরে রুমা' নামের একটি মাত্র কূপ ছিলো, যেটার পানি ছিলো পান করার মতো। আবার কূপটির মালিকও ছিলো একজন ইয়াহুদী। সে পানি বিক্রি করতো।

হুজুর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "জনগণের পানির কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে কোন্ ব্যক্তি 'বীরে রুমা' খরিদ করে জনগণের ব্যবহারের জন্যে ওয়াক্‌ফ করতে পারে ? হযরত উসমান বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ সেবার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।"

'বীরে রুমার' মালিক ইয়াহুদীর সাথে হযরত উসমান ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উঠালে সে বখীল বললোঃ "আমি কূপের অর্ধেক বিক্রয় করবো। একদিন তোমরা পানি নেবে আর একদিন আমার জন্য নির্ধারিত থাকবে। এ অর্ধে-কের জন্যে আমাকে বার হাজার দিরহাম মূল্য দিতে হবে।"

হযরত উসমান বাধ্য হয়ে তার শর্ত মেনে নিলেন। হযরত উসমানের ভাগের দিন মুসলমানগণ এতটা পরিমাণ পানি উঠিয়ে রাখতো যে, তা তাদের দু'দিনের জন্য যথেষ্ট হতো। ইয়াহুদীটি যখন দেখলো তার চাল ফলপ্রসূ হচ্ছে না, তখন সে এসে হযরত উসমানকে বললো ঃ

"কূপের বাকী অংশও খরিদ করে নিন"

আট হাজার দিরহামের বিনিময়ে হযরত উসমান বাকী অংশও খরিদ করে নিয়ে আল্লার বান্দাদের পানি পানের ব্যবস্থা করেন আর নিজের জন্যে ব্যবস্থা করেন হাউজে কাউসার থেকে পানের।

দান

।। এক ।।

এক রাতে হযরত সফওয়ান ইবনে সালীম মসজিদ থেকে বেরুলেন। দারুন শীতের মওসুম। মসজিদের বাইরে তিনি দেখতে পেলেন এক বস্ত্র-হীন ব্যক্তি ঠক ঠক করে কাঁপছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের জামা কাপড় খুলে তাকে দিয়ে দিলেন।

।। দুই ।।

হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়েরের ছিলো অনেকগুলো খেজুরের বাগান। পাকার মওসুমে গাছে গাছে যখন খেজুর পেকে যেতো, তখন তিনি সর্ব-সাধারণের জন্যে বাগানের দেয়াল উঠিয়ে দিতেন। লোকেরা আসতো খেজুর খেতো আর বেঁধে বেঁধে সাথে করে নিয়ে যেতো।

www.pathagar.com

॥ তিন ॥

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের ইন্তেকালের পর তাঁকে গোসল দেয়ানোর সময় তার শরীরে নীলের দাগ দেখা গেলো। আলাপ আলোচনার পর জানা গেলো, এ মহান ব্যক্তি রাতের বেলায় গরীবদের জন্যে পিঠে করে আটার বস্তা বয়ে নিয়ে যেতেন। এ দাগ সে বস্তারই দাগ।

কোনো ভিক্ষুক এলে তিনি বলতেন ঃ

"আমার রসদ খানাকে আখিরাতের দিকে বহনকারী মারহাবা।"

উঠে গিয়ে নিজ হাতে দান করতেন এবং বলতেন ঃ

"দান প্রার্থীর হাতে পেঁছার পূর্বেই খোদার হাতে পেঁছে যায়।"

জীবনে দু'দুবার তিনি নিজ সম্পদের অর্ধেক অর্ধেক আল্লার পথে দান করেন।

ইছার ও কুরবানী

॥ এক ॥

বিদ্রোহীরা হযরত উসমানের (রাঃ) বাসভবন পরিবেষ্টন করে খেলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগ করার দাবী করছিলো। কিন্তু হযরত উসমান রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর অসীয়তের ভিত্তিতে তাদের দাবী মানতে অস্বীকার করেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তোমাকে একটা জামা পরিধান করাবেন। লোকেরা যদি তোমাকে সে জামা খুলে ফেলতে বলে, তবে তুমি তাদের ইচ্ছামাফিক তা খুলে ফেলবেনা। হযরত উসমান জানতেন যে এ খেলাফতই সে জামা। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত উসমানকে হত্যার পরামর্শ করলো। হযরত উসমান নিজ ঘরে বন্দী অবস্থায় তাদের পরামর্শ শুনলেন। তিনি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সামনে এসে বললেন ঃ

"হে লোকেরা ! শেষ পর্যন্ত তোমরা কোন্ কারণে আমার রক্ত পিপাসু হলে ? ইসলামের বিধান অনুযায়ী মাত্র তিনটি অবস্থায় একজন মুসলমানকে হত্যা করা জায়েয।

(১) কেউ যিনা করে থাকলে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করা।

(২) কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে কেসাসের আইন প্রয়োগ করা।

(৩) কিংবা কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম ত্যাগ করে, তবে তাকে হত্যা করা যায়।

www.pathagar.com

আমি না জাহেলী যুগে কোনো অপকর্ম করেছি আর না মুসলমান হবার পর। কোনো ব্যক্তিকে আমি হত্যাও করিনি আর না আমি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়েছি। আমি এখনো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।

বিদ্রোহীরা তাঁর যুক্তি মেনে নিলো। কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেনি। ঠিক এমনি সময় মুগিরা ইবনে শো'বা উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ

"আমীরুল মুমিনীন! তিনটি কথার যে কোনো একটি গ্রহণ করুন, যাতে করে যেতনা খতম হয়ে যায়?"

"বলুন" হযরত উসমান বললেন।

"আমীরুল মুমিনীন! আপনার সাহায্যকারী ও আপনার পক্ষে আত্মোৎসর্গী এক বিরাট সংখ্যক লোক এখানে মওজুদ রয়েছে। তাদের সঙ্গে নিয়ে আপনি বেরিয়ে পড়ুন এবং বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করে তাদের হটিয়ে দিন।"

—আপনি হকের উপর রয়েছেন আর বিদ্রোহীরা রয়েছে বাতিলের উপর। মদীনা বাসী হকের পক্ষে লড়বে।" মুগীরা বললেন।

আপনি সত্য বলেছেন। কিন্তু আমি বেরিয়ে পড়ে লড়াই করে সে প্রথম খলীফা হতে চাইনে, যে উম্মতে-মুহাম্মদীর রক্তপাত করবে।" হযরত উসমান (রাঃ) খুবই নির্ভরশীল ও সহনশীল চিত্তে জবাব দিলেন।

"আপনি যদি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত না হন, তবে পিছন দিক থেকে দেয়াল ভেঙ্গে বাইরে চলুন এবং সোয়ারীতে উঠে মক্কায় গমন করুণ। এরা হেরেমে গিয়ে রক্তপাত করতে সক্ষম হবে না।" —মুগীরা আরয করলেন।

"তোমর এ পরামর্শও আমি মানতে পারছিনে। আমি যদি মক্কা মুয়াযযমায় চলেও যাই, তবু এরা খোদার—হেরেমের ক্ষতিসাধন ও যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে বলে আশা করা যায় না। যারা আমার রক্ত পিপাসু তারা হেরেমের মর্যাদা রক্ষা করার কী সম্ভাবনা আছে? আমার নেতা মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, মুসলমানদের এক খলীফা হবে, যে মক্কায় গিয়ে হেরেমের—অমর্যাদা করবে। মুগীরা! আমি এ ভবিষ্যত বাণীর সত্যতা প্রমাণকারী হতে চাইন।" হযরত উসমান প্রশান্ত মনে জবাব দিলেন।

"আমীরুল মু'মিনীন! তবে তৃতীয় পথ হচ্ছে এ যে, এখান থেকে বের হয়ে সিরিয়া চলে যান। সেখানে মুয়াবিয়া মওজুদ রয়েছে। বিদ্রোহীদের সে দিকে যাত্রা করারই সাহস হবে না—।" মুগীরা পরামর্শ দিলেন।

"মুগীরা! কিন্তু এ পরামর্শও আমি মানতে পারছিনে। আমি হিজরাত করে আসা এ শহর আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতিবেশীত্ব ত্যাগ করতে

www.pathagar.com

পারবো না।" হযরত উসমান (রাঃ) দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন।

অতঃপর মুগীরা নিরাশ ও নিরুত্তর হয়ে চলে গেলেন।

।। দুই ।।

বিদ্রোহীদের রোষ থেকে হযরত উসমানকে উদ্ধার করার জন্যে তাঁর বিরাট বাড়ীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে সাত শত আত্মোৎসর্গী—ব্যক্তি প্রস্তুত ছিলো। বীরত্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবা-য়েরের সমকক্ষতা অপর কেউই রাখতো না। তিনি হযরত উসমানের সম্মুখে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ

"আমীরুল মুমিনীন। ঘরে এখন আমাদের প্রয়োজনীয় জমায়েত মওজুদ রয়েছে। আপনার ইঙ্গিত পেলেই আমরা বিদ্রোহীদের গর্দানে তলোয়ার বসিয়ে দিতে পারি।"

"আবদুল্লাহ! তোমাদের কোনো একজনের ও যদি এরূপ চিন্তা থাকে, তবে আমি তাকে খোদার ওয়াস্তে বলছি, সে যেনো আমার জন্যে রক্তপাত না করে।"

—আমীরুল মুমিনীন নির্দেশ দিলেন।

আবদুল্লাহ নিরাশ হয়ে চলে গেলেন। এবার—হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এসে বললেনঃ

"আমীরুল মুমিনীন! আনসাররা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা অনু-মতি চাচ্ছে। যেভাবে তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ঝান্ডাতলে তরবারির তীক্ষ্ণতা প্রদর্শন করেছিলো, সেভাবে তারা আপনার পক্ষথেকে হকের সাহায্য করতে এসেছে।"

"উদ্দেশ্য যদি লড়াই হয়ে, থাকে' তবে আমি কিছুতেই অনুমতি দেবনা। এখন আমার প্রতি সবচাইতে বড়-সাহায্য-হলো-আমার সাহয্য ও বিদ্রোহীদের দমন করার জন্যে-কেউ যেনো তরবারি উত্তোলন না করে।" হযরত উসমান জবাব দিলেন।

অতপর হযরত আবু হুরাইরা (রা) এসে যুদ্ধের অনুমতি চাইলেন। হয-রত উসমান বললেনঃ

আবু হুরাইরা! তোমারা কি গোটা দুনিয়া এবং সে সঙ্গে আমাকেও হত্যা করা পছন্দ করো?"

"কখনো নয় আমীরুল মুমিনীন।" আবু হুরাইরা জবাব দিলেন।

তবে শুনো! আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন,—"য ব্যক্তি—একজন লোককে হত্য করলো, সে যেনো গোটা মানব জাতিকে হত্যা করলো।" যদি

www.pathagar.com

তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করো, তবে যেনো গোটা মানব জাতিকে হত্যা করলে। তোমরা আমার জন্য চিন্তা করোনা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'বার আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। আমার শাহাদাত নির্ধারিত। আমি নবী করীমের নির্দেশানুযায়ী ধৈর্য ধারন করবো।

জুমার দিন ভোরে উঠে হযরত উসমান বিবি সাহেবাকে বললেন ঃ

"আমার শাহাদাতের সময় উপস্থিত। বিদ্রোহীরা আজ আমাকে কতল করবে।"

"না, না, আমীরুল মু'মিনীন! এরূপ কখনো হতে পারে না।" বিগলিত হৃদয়ে বললেন বিবি সাহেবা।

"বিবি! আজ আমি স্বপ্নে দেখেছি, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকর ও উমার তাশরীফ এনেছেন। তাঁরা আমাকে বলছেন ঃ উসমান জলদি করো। আমরা ইফতার করার জন্যে তোমার অপেক্ষা করছি। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন ঃ আজ আমার সঙ্গে তোমার জুমা পড়তে হবে, তাই আজকেই তোমাকে রওয়ানা করতে হবে।" অত্যন্ত ধৈর্য ও সবরের সাথে বল-লেন হযরত উসমান।

অতঃপর নতুন পা'জামা চেয়ে নিয়ে পরিধান করলেন। বিশজন গোলামকে আযাদ করে দিলেন এবং কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে গেলেন।

বিদ্রোহীরা তাঁর বাড়ীর উপর চড়াও হলো। দেয়াল ভেঙ্গে চারজন বিদ্রোহী ছাদে উঠে পড়লো। সেখানেই হযরত উসমান কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল ছিলেন। তারা খলীফাকে শহীদ করে দিলো। ইন্নালিল্লাহি — — —। মযলুম খলীফা তাদের বিরুদ্ধে হাত পর্যন্ত উঠাননি। যখম হবার পর তাঁর মুখ দিয়ে শুধু একথা ক'টি বের হয়েছিল ঃ

'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ"

মুসলিম মিল্লাতের এটাই প্রথম রক্তপাত যা মুসলমানদের হাতে সংঘটিত হয়। অতঃপর এর ধারাবাহিকতা আজও বন্ধ হয়নি। মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ এড়ানোর জন্যে হযরত উসমান নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন।

আত্মত্যাগ

হাজ্জাজ সকফী তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম নখয়ীর গোরতর দুশমন ছিলো। হাজ্জাজ সব সময় তাঁকে কষ্ট দেবার সুযোগ সন্ধানে থাকতো। কিন্তু সে সুযোগ তার হতো না। শেষ পর্যন্ত সে তাঁকে গ্রেফতার করে আনার জন্যে লোক নিয়োগ করলো। হযরত ইব্রাহীম ইবনে ইয়যীদ তাইমী

www.pathagar.com

ঘটনা জানতে পেরে ইব্রাহীম নখয়ীর পরিবর্তে নিজেকেই পেশ করে দিলেন। বললেন: "আমিই ইব্রাহীম।" সরকার নিযুক্ত ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম নখয়ীকে চিনত না। সে হযরত ইব্রাহীম তাইমীকে ধরে নিয়ে গেলো। হাজ্জাজ হুকুম দিলো তাকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে ইমাসের কয়েদখানায় ফেলে রাখো। এ কারাগারটা ছিলো একটা আযাবখানা। তাতে ঠান্ডা-গরম এবং রোদ-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। যে কয়েদীই সেখানে প্রবেশ করেছে, মৃত্যুই তাকে বের করেছে।

কয়েদখানার সীমাহীন কষ্ট তাঁর শরীরের রং এমনভাবে পরিবর্তন করে দেয় যে তাঁর মাতা পর্যন্ত তাঁকে চিনতে পারেননি। কিন্তু ইব্রাহীম তাইমী অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সমস্ত কষ্ট-নির্যাতন অকাতরে সহ্য করেন এবং হাজ্জাজকে এটা জানতেই দেননি যে তিনি ইব্রাহীন নখয়ী নন। শেষ পর্যন্ত ত্যাগ ও কুরবানীর এক নযীরবিহীন নমুনা পেশ করে সেখানে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। যে রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন, সে রাত্রেই হাজ্জাজ স্বপ্নে দেখে, একজন জান্নাতী লোক ইন্তেকাল করেছেন।' সকালে জিজ্ঞাসা-বাদ করার পর জানতে পারলো যে, কারাগারে ইব্রাহীম জীবন দান করেছেন।

দায়িত্বে আমানতদারী

হযরত উমার (রাঃ) হরম ইবনে হায়ানকে কোনো একটি সরকারী পদ প্রদান করেন। সরকারী দায়িত্বশীলদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার কারণ তাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব। কারণ তারা বিভিন্ন প্রকার ফায়দা লাভ করতে এসে ভীড় জমায়। হরম ইবনে হায়ান দায়িত্বে সমাসীন হওয়ার পর বাড়ীর—সম্মুখ ভাগে এমন ভাবে আগুন জ্বালিয়ে রাখেন যেনো কোনো—ব্যক্তিই তাঁর নিকট পোঁছুতে সক্ষম না হয়।

তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা অনেক আশা-ভরসা নিয়ে তার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু আগুন তার বাড়ীতে প্রবেশে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। তারা দূর থেকে সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হরম বললেনঃ

"আসুন আসুন আহলান-সাহলান।"

"কিন্তু আমরা কিভাবে আসবো ? আগুন যে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে ?"

"এ সামান্য আগুন তোমরা সহ্য করতে পারবে না ?

অথচ আমাকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করতে এসেছো।" —হরম জবাব দিলেন। যেনো তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

হরমের কথা থেকে তারা তাদের জবাব পেয়ে ফিরে চলে যায়।

www.pathagar.com

কর্ম-কৌশল

মুমিন ব্যক্তির জীবন চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে—বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম-কৌশল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রাতের অন্ধকারে হযরত আবু বকরকে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে ইয়াসরিবে হিজরাত করছিলেন, তখন মক্কার অনতিদূরে সওর পর্বতের গুহায় কয়েক দিন অবস্থান করেন, যেনো কাফিরদের তল্লাশি ও খোঁজাখুঁজির হাঙ্গামা শেষ হয়ে যায় এবং তাঁরা নিশ্চিন্তে সফর করতে পারেন।

কিন্তু পর্বতগুহায় তাঁদের নিকট মুশরিকদের প্রতিদিনকার তৎপরতার সংবাদ পৌঁছা ছিলো অতি জরুরী। এ উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর পুত্র আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিয়ে যান যেনো সারা দিন মক্কায় যা কিছু সংঘটিত হয় তার সংবাদ সংগ্রহ করে রাত্রে তা পর্বত গুহায় পৌঁছে দেয়।

অবশ্য পর্বত গুহায় যাতায়াতে সকালে মুশরিকরা তার পদচিহ্ন দেখে ফেলা এবং গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে যাবার আশংকা থেকে যায়। কিন্তু এ আশংকা দূর করার জন্যে হযরত আবু বকর একটা সুন্দর কর্মকৌশল ঠিক করে যান। তা হচ্ছে তাঁর গোলাম আমের ইবনে ফহীরা দিনের বেলায় চারণ ক্ষেত্রে বকরী চরাবে এবং রাত্রে সওর পর্বতের গুহায় বকরীগুলো নিয়ে যাবে। এ ভাবেই চলতে থাকে। রাত্রে হুজুর (সঃ) ও আবু বকর বকরীর তাজা দুধ পান করতেন আঁর সকালে ইবনে ফহীরা বকরীগুলো আবদুল্লার পদচিহ্নের উপর দিয়ে এমনভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যেতো যে পদচিহ্নের নাম-গন্ধও বাকী থাকতো না। হুজুর (সঃ) তিনরাত পর্বত গুহায় অবস্থান করেন এবং তিন রাতই এ পন্থায় কাজ হয়। কিন্তু কাফিররা সামান্য টেরটুকুও পায়নি।

প্রজ্ঞা

মুমিন অত্যন্ত ভদ্র হয়ে থাকে এবং কাউকেও ধোকা দেয়না। কিন্তু সে হয় অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান। সহজে ধোকায় পড়েনা।

খলীফা আবদুল মালেকের যুগে ইমাম শা'বী একজন জলীলুল ক্বদর আলেম ও ফকীহ ছিলেন। বুঝ জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষতা কেউই রাখতো না। অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্বের কাজে আবদুল মালেক তাঁর খেদমত গ্রহণ করতেন। একবার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের কাজে খলীফা তাঁকে রোমের কাইজারের নিকট পাঠান। রোম সম্রাট তাঁকে যতগুলো প্রশ্ন করেছিলেন তিনি সবগুলোর অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ জবাব প্রদান

www.pathagar.com

করেন। তাঁর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দেখে সম্রাট আগ্রহ ভরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

"আপনি কি রাজ পরিবারের লোক ?"

"না, আমি একজন সাধারন আরব।" ইমাম শা'বী জবাব দেন। কাইজার শুনে বিস্মিত হন এবং খলীফার নিকট একটা পত্র লিখে পাঠান।

ইমাম শা'বী ফিরে এসে বাদশাহকে যাবতীয় সংবাদ পেঁছান। কিন্তু পত্র হস্তান্তরের কথা ভুলে যান। বাইরে যেতেই পত্রের কথা স্মরণ হয়। ফিরে এসে আমীরুল মুমিনীনকে কাইজারের পত্র হস্তান্তর করেন আবদুল মালেক পত্র পড়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"এ পত্র লেখার পূর্বে সম্রাট কি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন ?"

"হাঁ, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি রাজ পরিবারের লোক। আমি বলেছি, জী-না আমি একজন সাধারন আরব।" ইমাম জবাব দিলেন।

জবাব দিয়েই ইমাম ফিরে চললেন। দরজায় যেতেই আবদুল মালেক তাঁকে পুনরায় ডেকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

"শা'বী ! এ চিঠির বিষয়বস্তু কি আপনি জানেন ?"

"না"-ইমাম শা'বী জবাব দেন।

খলিফা পত্র এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ "পড়ুন।" পত্রে লেখা ছিলো ঃ

"ঐ জাতির জন্যে আমি হয়রান হচ্ছি, যারা এমন ব্যক্তির বর্তমানেও অন্য একজনকে বাদশাহ বানিয়েছে।"

ইমাম শা'বী বললেন ঃ "আমীরুল মুমিনীন ! পত্রের বিষয়বস্তু জানতে পারলে আমি কখনো এ পত্র নিয়ে আসতামনা। আপনাকে স্বচক্ষে দেখেনি বলেই-সে এমন কথা লিখেছে !"

"সে কথা থাক। পত্রের উদ্দেশ্য কি, তাকি আপনি বুঝতে পেরেছেন ?" খলীফা জিজ্ঞেস করলেন,

"না' আমীরুল মুমিনীন :"

আবদুল মালেক বললেনঃ

"আপনাকে হত্যা করার জন্যে কাইজার আমাকে উত্তেজিত করতে চাইছে।"

আবদুল মালেকের এ মন্তব্য কাইজারের কানে পেঁছুলে কাইজার বলেন ঃ

মুসলমানদের বাদশাহ ঠিকই বুঝেছেন। আমার-উদ্দেশ্য তা-ই-ছিলো।"

দুনিয়ার উপর দ্বীনের অগ্রাধিকার

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েবের কন্যা ছিলো খুবই সুন্দরী, রূপসী ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত। খলীফা আবদুল মালেক স্বীয় যুবরাজের জন্যে তার বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব

www.pathagar.com

রাজা-বাদশা ও আমীর-উমরাদের সাথে সম্বন্ধ করা পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন এদের যিন্দেগী ভুল পথে পরিচালিত। তিনি খলীফার প্রস্তাব সরাসরি অস্বীকার করেন। আবদুল মালেক একটু কড়াকড়িও করেন। কিন্তু তিনি রাজীই হলেন না।

পক্ষান্তরে তিনি তার অনুপমা কন্যাকে একজন গরীব দ্বীনদার ব্যক্তির নিকট বিয়ে দিয়ে দেন।

আবু অদায়া। কুরাইশের একজন সাধারণ দরিদ্র লোক আবু অদায়া। সব সময় হযরত ইবনে মুসাইয়েবের নিকট থাকতেন। একবার বেশ কয়েক-দিন অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে এলে হযরত সায়ীদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এতদিন কোথায় ছিলে ?"

"আমার স্ত্রী ইন্তেকাল করেছে। তাই এতদিন আসতে পারিনি।" আবু অদায়া জবাব দিলো।

"তুমি আমাকে সংবাদ দিলে না কেনো ? আমি তার দাফন কাফনে অংশ নিতাম।" হযরত সায়ীদ কৈফিয়ত তলব করলেন।

আবু অদায়া বললো ঃ "ভাবলাম আপনাকে কষ্ট দেবো ?"

অতপর আবু অদায়া যখন বিদায় নিচ্ছিলেন হযরত সায়ীদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করেছো কি ?"

"হুজুর ! আমি একজন দরিদ্র লোক। কে আমার সাথে সম্বন্ধ করতে আসবে ? আবু অদায়া বললো।

"আমি করবো। তুমি প্রস্তুত ?" হযরত সায়ীদ বললেন।

"হুজুর ! আমার এর চেয়ে অধিক খোশ কিসমত আর কি হতে পারে ?" —আবু অদায়া বললো।

হযরত সায়ীদ তখনই কয়েক দিরহাম মহর নির্ধারন করে তাঁর এ অনিন্দ সুন্দরী জ্ঞানী মেয়েকে আবু অদায়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আবু অদায়ার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু উঠিয়ে নেবার সময় প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম কি ভাবে সংগ্রহ করবে—এ দুশ্চিন্তা আবু অদায়ার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কিন্তু হযরত সায়ীদ এ সমস্যাও দূর করে দিলেন।

সন্ধ্যা হলো। আবু অদায়া আগেই বাড়ী ফিরে গেছে। হযরত সায়ীদ মেয়েকে প্রস্তুত হতে বললেন। নিজে দু'রাকাত নামায পড়লেন। মেয়েকে দু'রাকাত পড়ালেন। অতপর কলীজার টুকরা কন্যাকে সাথে করে জামাই আবু অদায়ার বাড়ী চললেন।

দরজায় ঠকঠক আওয়ায শুনে আবু অদায়া জিজ্ঞেস করলেনঃ "কে ?"

www.pathagar.com

"আমি সায়ীদ"

"হায় খোদা! সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব তো ঘর আর মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও জাননা। এ কোন সায়ীদ?" আবু অদায়া মনে মনে বললেন এবং উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখলেন—শাইখ সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব। লজ্জিত কণ্ঠে আবু অদায়া বললেন:

"হযরত, আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হতো! আপনি স্বয়ং এতো কষ্ট করে এলেন!"

"তোমার কাছে আমার আসতেই হতো। তুমি ঘরে একা থাকবে অথচ তোমার বিবি মওজুদ রয়েছে। ভাবলাম একা থাকবে কেনো—তাই তোমার বিবি নিয়ে এলাম। নাও এই তোমার বিবি।"—কন্যার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত সয়ীদ বললেন। লজ্জায় শির অবনত করে পিছে দাঁড়িয়ে ছিলো তাঁর অপরূপ রূপসী কন্যা। অতপর কন্যাকে ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ফিরে চলে গেলেন হযরত সায়ীদ। আনন্দ, বিস্ময় ও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আবু অদায়া।

পূত-পবিত্র রূপসী স্ত্রীকে নিয়ে ভিতরে গেলেন আবু অদায়া এবং ছাদের উপর উঠে প্রতিবেশীদের ডেকে বললেন:

"আজ সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন এবং আমার ঘরে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।"

অপরের দোষ গোপন রাখা

মুসলমান ভাইয়ের দোষ ত্রুটি গোপন রাখা ইসলামী চরিত্রের এক জরুরী বৈশিষ্ট্য।

ইবনে হারত একদিন সকালে বাইরে বেরুতেই এক ব্যক্তিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাকে জোর করে ধরে নিজ গৃহে নিয়ে এলেন। অতপর হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েবের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: আমি এক ব্যক্তিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পেয়েছি। এখন তাকে কি করবো? হাকীমের সোপর্দ করে দিয়ে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করাবো?"

হযরত সায়ীদ বললেন: তুমি যদি তাকে তোমার বস্ত্র দ্বারা ঢেকে দিতে পারো, তবে তাই করো।"

ইবনে হারত ফিরে এলেন। এতক্ষনে তার নেশা বিদূরিত হয়ে গেছে। ইবনে হারতকে দেখে তার চেহারা লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে গেছে। ইবনে হারত বললেন:

www.pathagar.com

"তোমার লজ্জা হয়না? সকালে যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তুমি বন্দী হতে এবং তোমার উপর শাস্তি প্রয়োগ হতো, তবে কি কাউকেও মুখ দেখাতে পারতে? লজ্জায় তোমার মাথা হেট হয়ে যেতনা? এমনকি তোমার শাহাদাত ও কবুল হতনা।"

এ অনুগ্রহটা শরাবখোরের প্রতি এতটা প্রভাব ফেললো যে, সে আর শরাব না খাওয়ার জন্যে তওবা করলো।

তেলাওয়াতে কুরআন

হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ তাবেয়ী প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মৃত্যু শয্যায় থেকেও তাঁর এনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। শরীর যখন চরম দুর্বল অবস্থায় পৌছে এবং নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত ছিলনা, তখনো ভাগনে ইব্রাহীম নখয়ীর সাহায্য নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে হেদায়াত করেছিলেনঃ "আমাকে কালেমা তাই-য়েবা পড়াবে, যেনো নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় আমার কন্ঠে উচ্চারিত হয়ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

সালাম করা

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ 'আফ্‌শুস সালাম' অর্থাৎ ব্যাপক ভাবে সালামের প্রচলন করো। ইসলামী সমাজের নিয়ম হচ্ছে, যাঁর সাথেই দেখা-সাক্ষাত হবে, তাদের মধ্যে সালামের বিনিময় করা চাই তারা পরস্পরে পরিচিত হোক কিংবা অপরিচিত।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ছিলেন একজন বুযুর্গ তাবেয়ী। তাঁর অভ্যাস ছিলো, পথিমধ্যে যার সাথেই সাক্ষাত হতো তাকেই তিনি সালাম করতেন। এমনকি ইয়াহুদী খৃষ্টানদেরও সালাম করতেন। একবার তাঁর এক দোস্ত তাঁকে বললেনঃ

"আপনি এ মুশরিকদেরও সালাম করেন?" "সালাম মুসলমানের নিদর্শন। তাদের আমি এজন্যে সালাম করি, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, আমি একজন মুসলমান।" হযরত আবদুর রহমান জবাব দিলেন।

দুশমনের প্রতি মহব্বত

আমের ইবনে আবদুল্লাহ একজন দুনিয়া বিমুখ খোদা ভীরু আবেদ ছিলেন। তিনি ছিলেন তাবেয়ী। রাজনৈতিক মতানৈক্যের কারনে তাঁর

www.pathagar.com

শত্রুরা আমীর মুয়াবিয়ার কানে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কিছুই রটায়। তাঁকে বস্‌রা থেকে সিরিয়া পাঠানো হলো। অতপর সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমানিত হলে তাকে বস্‌রা ফিরে যেতে অনুমতি দেয়া হলো। আমীর মুয়াবিয়া বললেন ঃ

"আপনার মন চাইলে আপনি বসরা ফিরে যেতে পারেন।"

"যেখানকার অধিবাসীরা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেছে, এখন আর আমি সে শহরে ফিরে যাবোনা।" আমের ইবনে আবদুল্লাহ জবাব দিলেন।

আমের বাকী জীবন সিরিয়াতেই অতি বাহিত করেন। কিন্তু তাঁর দুশমনদের জন্য তিনি সব সময় দোয়া করতেন। তাদের জন্যে কখনো বদ দোয়া করেননি। তিনি তাদের জন্যে এবলে দোয়া করতেন ঃ

"হে খোদা! যে লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটালো, যারা আমাকে মাতৃভূমি থেকে বের করালো, আমার ভাই-বন্ধুদের থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করালো, হে খোদা! তুমি তাদের সন্তান ও সম্পদে উন্নতি দান করো। তাদের তুমি সুস্হ রাখো। তাদের তুমি দীর্ঘজীবি করো।"

সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা ইসলামী যিন্দেগীর একটি বুনিয়াদী অঙ্গ। হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী-মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ। একদিন তিনি কাপড় কিনতে বাজারে গেলেন। মারওয়ান ইবনে জুবাইর ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী। তিনি বলেন ঃ সালেম আমার দোকানে এসে একটা কাপড় চাইলেন। কাপড়টার নাম ছিলো "সাত গজা।" আমি তাঁর সামনে 'সাতগজা' খুলে দিলাম। তিনি মাপতে বললেন। মাপে কাপড়টা সাতগজ থেকে কম হলো।

সালেম ঃ তুমি না বল্‌লে এটা "সাতগজা" ?

মারওয়ান ঃ জী-হাঁ, এ কাপড়টাকে সাত গজাই বলে।

সালেম ঃ কিন্তু এযে সাত গজ থেকে কম।

মারওয়ান ঃ এটা সাত গজ থেকে কমই হয়। কিন্তু সকলেই এটাকে "সাত গজা" বলে।

সালেম ঃ তবে তার নামটাও মিথ্যা ?

মূলতইসলামী যিন্দেগীর পবিত্রতা মিথ্যার সামান্যতম গন্ধও বরদাশত করেনা।

www.pathagar.com

লজ্জা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন ঘরে শুয়েছিলেন। তাঁর ইযার টাখনু গিরার উপরে উঠে গিয়ে হাঁটুর নিচে কিছু অংশ বস্ত্রবিহীন হয়ে' পড়েছিলো। এমনি সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) এসে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। হুজুর (সঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং একই অবস্থায় শুয়েছিলেন। অতপর উমার (রাঃ) এসে অনুমতি চাইলেন। হুজুর তাঁকেও অনুমতি দিলেন এবং একই অবস্থায় শুয়েছিলেন। ইতি মধ্যে হযরত উসমান (রাঃ) এসে অনুমতি চাইলেন। এবার হুজুর (সঃ) স্বীয় পরিধেয় ঠিকঠাক করে তাঁকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন।

কিছুক্ষণ পর তাঁরা সকলেই চলে গেলেন। এবার হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করলেনঃ

"ওগো, আল্লার রাসূল! আমার আব্বা এলেন, অথচ আপনি নিশ্চিন্তে শুয়েছিলেন। উমর এলেন, তাও আপনি নিশ্চিন্তে শুয়েছিলেন। কিন্তু উসমান আসতেই যে আপনি পরিধেয় ঠিকঠাক করে নিলেন—এর কারণ কি?

হুজুর (সঃ) বললেনঃ

"হোমায়রা! এমন ব্যক্তির সামনেও কি আমি লজ্জা অনুভব করবো না, যার সামনে ফেরেশতারাও লজ্জা অনুভব করে। উসমান খুবই লাজুক ব্যক্তি। ভাবলাম, আমি এমনি থাকা অবস্থায়ই যদি তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেই, তবে হয়তো সে লজ্জায় ফিরেই চলে যাবে এবং যা বলবার জন্য এসেছে তা আর-বলা হবেনা।"

শিষ্টাচার

মুসলমান রাজা-বাদশা ও আমীর-উমরাদের অনেকেই শিষ্টাচারে খ্যাত ছিলেন। নিজেরা অত্যন্ত উঁচু পজিশান ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বুজর্গ ব্যক্তিদের সম্মান করতেন।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব একজন খুবই সত্যপন্থী বুযুর্গ লোক ছিলেন। বাদশাহ ও আমীরদের তিনি পরোয়া করতেন না। একবার মসজিদে নববী মেরামত ও প্রশস্ত করনের কাজ চলছিলো। উমার ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন তখন মদীনার গভর্ণর। মসজিদের কাজ পরিদর্শনে মদীনা আগমন করেছেন খলীফা অলীদ। নিয়ম মাফিক লোকদের মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হলো। এক কোনে বসে খোদার ধ্যানে মশগুল ছিলেন হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব। তাঁকে উঠানোর সাহস কারো

www.pathagar.com

হলোনা। একব্যক্তি গিয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে আরয করলোঃ

"আপনি যদি এখন উঠে যেতেন, তবে খুবই ভালো হতো।"

তিনি জবাবে বললেন ঃ

"আমার উঠার নির্ধারিত যে সময় রয়েছে, তার আগে আমি উঠবো না।"

লোকটি বললো ঃ

"আচ্ছা না উঠুন অন্তত, এতটুকু করুন যে আমিরুল মুমিনীন এখান দিয়ে অতিক্রম কালে দাঁড়িয়ে সালাম করুন।"

"খোদার কসম! এ উদ্দেশ্যে আমি দাঁড়াবো না।" জবাব দিলেন হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব।

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয তাঁর মর্যাদা ও নীতি সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই-এদিক থেকে দৃষ্টি এড়ানোর জন্য তিনি অলীদকে অন্য দিকে মশগুল রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেবলার দিকে এগুতেই হযরত সায়ীদের প্রতি দৃষ্টি পড়লো তাঁর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"এই বুযুর্গ কে? সায়ীদ নয় তো?" বাধ্য হয়ে উমার ইবনে আবদুল্ল আযীয জবাব দিলেন ঃ "জী-হা, আমীরুল মুমিনীন। ইনি এখন খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। চোখেও কম দেখেন। আপনাকে চিনতে পারলে অবশ্যই সালামের জন্য দাঁড়াতেন।"

"হাঁ' আমি তার অবস্থা জানি। তাঁর কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই তাঁর নিকট যাচ্ছি।"

অতপর ঘুরতে ঘুরতে খলীফা হযরত সায়ীদের নিকট-গিয়ে পেঁাছুলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"কেমন আছেন শাইখ?"

হযরত সায়ীদ বসে বসেই জবাব দিলেন ঃ

"আল হামদুলিল্লাহ ঃ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?"

কথাবার্তার পর অলীদ তাঁর নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করতে করতে বললেন ঃ

"এ হচ্ছে পুরানো দিনের স্মৃতি।"

উত্তম আমল

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসকান্দর মদীনায় বসবাস করতেন। খুবই বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ইমাম মালেক তাঁকে শ্রেষ্ঠ কারী বলতেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ

"আপনার দৃষ্টিতে সবচাইতে ভালো আমল কি?"

www.pathagar.com

"মুসলমানদের খুশী করা।"—তিনি জবাব দিলেন। অতপর জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার নযরে সর্বোত্তম তোহ্‌ফা কি?

"বন্ধুর সাথে সদাচার" তিনি বললেন।

সুস্বভাব

সুস্বভাব ইসলামী নৈতিকতার প্রাণ।

হযরত মাসআব ইবনে কুদাম অপরের আগ্রহ ও জজবার প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতেন। কখনো কেউ যদি তাঁকে এমন কোন হাদীস শুনাতো, যে হাদীসটি তিনি তার চাইতেও অধিক জানেন—তখন তিনি তা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং তিনি যে হাদিসটি তার চেয়েও অধিক জানেন সে কথাও প্রকাশ করতেন না। তিনি লক্ষ্য রাখতেন—বক্তার ইলমী জজবা যেনো নিরুৎসাহিত না হয়ে পড়ে।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা

হযরত উমার (রাঃ) এর খেলাফত আমলে ইসলামের দুর্নিবার বিজয় জোয়ারকে প্রতিহত করার শেষ চেষ্টা করে ইরানীরা। তারা তাদের যুদ্ধের অধিনায়কত্ব অর্পন করে বীর রুস্তমের উপর। এদিকে হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবু উবাইদার নেতৃত্বে একদল জানবায মুজাহিদকে ইরানীদের সমস্ত শক্তি ও গর্ব অহংকারকে ধূলিস্যাত করে দেয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেন।

আবু উবাইদা এখনো পথে। রুস্তম ফোরাত উপকূলীয় মুসলমানদের অধিকৃত এলাকাসমূহ পুনর্দখল করে নেয়। নারসী এবং জাবানের নেতৃত্বে বিরাট ফৌজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে থাকে। অবস্থা ছিলো খুবই সংগীন। জাবানের বাহিনী নামারুক পেঁছে আবু উবাইদার ফৌজের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে ইসলামের জানবায মুজাহিদরা তাদের বিরুদ্ধে এক অপ্রতিরোধ্য হামলা চালায়। এতে তাদের পায়ের নিচের মাটি সরে যায়। তাদের বিখ্যাত সরদার নিহত হয় এবং সেনাপতি ধৃত হয়। কিন্তু যে মুজাহিদ সেনাপতিকে গ্রেফতার করেন, তিনি তাকে চিনতেন না। তাই সুকৌশলে সেনাপতি জাবান তাঁকে বললোঃ আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ। আমাকে নিয়ে তোমাদের কি কাজ হবে। আমার বিনিময়ে দু'জন গোলাম নিয়ে নাও এবং আমাকে ছেড়ে দাও। সরল প্রাণ মুসলমান তার আবেদন মনযুর করেন।

তাকে যখন ছেড়ে দেয়া হচ্ছিল, ঠিক সে মুহূর্তেই এটা প্রকাশ হয়ে

www.pathagar.com

যায় যে, এ হচ্ছে শত্রু সেনাপতি। কিন্তু মুসলমানদের সেনাপতি বললেনঃ ইসলামে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বৈধ নয়। যদিও একজন সাধারণ সৈনিক এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং জাবানের মতো বিরাট দুশমনকে ছেড়ে দেয়া হলো।

পিতা-মাতার সেবা

পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাদের আনুগত্য ও সেবা ইসলামী যিন্দেগীর একটা আবশ্যিক অঙ্গ। মুহাম্মদ ইবনে সীরিনের মাতা ছিলেন হেযাযী। রঙ্গিন চিকন কাপড় তিনি পছন্দ করতেন। মায়ের পছন্দের প্রতি ইবনে সীরিন দারুনভাবে লক্ষ্য রাখতেন। কাপড় কিনার সময় মিহি ও মোলায়েম দেখে কিনতেন। ঠেকসইর প্রতি খেয়াল রাখতেন না। মায়ের সামনে কখনো উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। বরং এমনভাবে কথা বলতেন যেনো কোনো গোপন কথা বলছেন।

অসৎ সঙ্গ বর্জন

ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও হযরত আবু বকরের তাকওয়া, সততা এবং পবিত্রতা ছিলো সুখ্যাত। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে কোনো এক অজ্ঞাত পথে নিয়ে যাচ্ছিলো এবং গর্ব করে বলছিলোঃ

"এটা এমন একটা পথ, যে পথে বদমায়েশ এবং বদচরিত্রের লোকেরা থাকে। এ পথে চলতেও লজ্জায় চোখ বন্ধ হয়ে আসে।" তার কথা শুনতেই হযরত আবু বকর নেমে গিয়ে বললেনঃ এমন লজ্জাকর পথে আমি যেতে পারবো না।"

কষ্টসহিষ্ণুতা

তাবেয়ী হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস খুবই কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তি ছিলেন। তীব্র শীতের সময় ও তাইয়াম্মুম করতেন না। বরফের মতো ঠান্ডা পানি দিয়েই অযু করে নিতেন। খোরাসানের যুদ্ধে একবার তার গোসলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রচন্ড শীতের মওসুম। তাছাড়া খোরাসান এলাকায় পানি মেলাও ছিলো দুরূহ ব্যাপার। নিজের কোনো খাদেম ও সিপাহীকে সজাগ না করেই একাকী চললেন হযরত আহনাফ পানির অন্বেষনে। প্রচন্ড শীতের রাত। পথে পথে ছিলো কাঁটাদার ঝোঁপ-ঝাড়। কিন্তু খোদার গোলাম পানির খোঁজে চলছেন পথ। কাঁটা ফুটে রক্তাক্ত

www.pathagar.com

হয়ে যায় তার দু'পা। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুলেন বরফ জমা এক জায়-গায়। বরফের চাকা ভাঙ্গলেন এবং গোসল করে নিলেন সে পানি দিয়ে।

স্মরণশক্তি

মুসলমান আলেমদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিলো তাদের অগাধ স্মরণ শক্তি। হিশাম ইবনে আবদুল মালেক ইমাম শিহাবুদ্দীন যুহরীকে অনুরোধ করলেন তার কন্যাকে কিছুসংখ্যক হাদীস লিখে দিতে। ইমাম তাঁর স্মৃতিপট থেকে চারশ হাদীস লিখে দিলেন।

একমাস পর হিশাম বললেন: "সে পান্ডুলিপিটি হারিয়ে গেছে। মেহের বানী করে হাদীস গুলো পুনরায় লিখে দিন।"

ইমাম পুনরায় হাদীস লিখে দিলেন।

হিশাম দু'টি পান্ডুলিপি মিলিয়ে দেখলেন, তাতে একটি হরফও এদিক সেদিক হয়নি।

দৃঢ়তা

ইসলামের অব্যাহত প্রসার লাভে কাফের কুরাইশরা বিচলিত হয়ে পড়ে। এর প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন সলা-পরামর্শে লিপ্ত হয় তারা। কুরাই-শের বীর প্রতীক অগ্নিপুরুষ উমার ইবনুল খাত্তাব অগ্নিশর্মা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন: আজই এ জঞ্জাল মিটিয়ে দিচ্ছি।" বলেই তলোয়ারনিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সন্ধানে বের হলেন উমার। সব খবরাখবর মুসলমানদের কানে পৌঁছুচ্ছিলো। তারা সতর্কতা অবলম্বন করেন।

অগ্নি শর্মা হয়ে এগিয়ে চলছেন উমার। পথে সাক্ষাত হয়ে যায় নয়ীম ইবনে আবদুল্লার সাথে। তিনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

"উমার ভালো তো? কোথায় যাচ্ছো?"

"মুহাম্মদের মস্তক দিখন্ডিত করতে যাচ্ছি। সে আমাদের মূর্তি-গুলোকে অস্বীকার এবং এক খোদার ইবাদতের শিক্ষা প্রচার করে।" উমার জবাব দিলেন।

নয়ীম বললেন: "কিন্তু হে উমার: আগে নিজের ঘরের খবর নাও। বাইরের চিন্তা পরে করো।"

"কেনো আমার ঘরের কী হয়েছে?" উমার জিজ্ঞেস করেন।
তোমার বোন-ভগ্নিপতি মুসলমান হয়ে গেছে।" নয়ীম বললেন। "তাই?"

www.pathagar.com

আচ্ছা আগে তাদেরই খবর নিচ্ছি।" উমার বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোনের ঘরের দরজায় এসে পৌঁছেন উমার। ভিতর থেকে কিছু পাঠের আওয়ায শুনা যাচ্ছে। গোস্বায় দরজা ঠক ঠক করে নাড়া দিলেন উমার। বোন-ভগ্নিপতি ব্যাপার বুঝে ফেলেছেন। কুরআন লুকিয়ে রেখে দরজা খুলে দিলেন তারা। প্রবেশ করতেই উমার জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমরা কী পড়ছিলে ?"

"আমার নিকট গোপন করে কোনো ফায়দা নাই। অমি সব-শুনেছি। তোমরা দু'জনই ধর্ম ত্যাগ করেছো।"—কট্টর সুরে জবাব দিয়ে ভগ্নি পতির উপর ঝাপিয়ে পড়লেন উমার। তাঁকে দারুন মারধর আরম্ভ করলেন। স্বামীকে রক্ষার জন্য বিবি অগ্রসর হলেন। রাগে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ খেলছে উমারের মাথায়। বোনকেও মেরে রক্তাক্ত করে দেন উমার। কিন্তু ঈমানের আলোতে উদ্দিপ্ত বোন দৃঢ়তার সাথে জবাব দেন ঃ

"উমার ! তুমি আমাকে হত্যা করলেও আমি ইসলাম পরিত্যগ করবোনা।

কথা ক'টা তীর শলাকার মতো বিদ্ধ হলো উমারের অন্তরে। একদিকে প্রাণপ্রিয় বোনের রক্তাক্ত শরীর। অপর দিকে বোনের নির্ভীক ও অটল সিদ্ধান্ত ঘোষনা। উমারের হৃদয়ে সত্য তীরের মতো বিঁধে যায়। তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। পাথরে হৃদয় মোমের মতো গলতে শুরু করে। এবার বিনয়ের সাথে বলেন উমার ঃ

আচ্ছা তোমরা যা পড়েছিলে, আমাকে শুনাও।"

ফাতেমা বিনতে খাত্তাব কুরআনের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দিলেন সামনে। শুরু হলো খোদার মর্মস্পর্শী বাণীর তেলাওয়াত ঃ

"এমন প্রতিটি জিনিস আল্লার তসবীহ করছে, যা রয়েছে যমীন ও আকাশলোকে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। যমীন ও আকাশ-লোকের নিরংকুশ রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক তিনিই। জীবন ও মৃত্যু তিনিই দান করেন। সর্বশক্তিমান তিনি। তিনি আদি, তিনি অন্ত। তিনি যাহের, তিনি বাতেন। সর্বজ্ঞাতা তিনি। তিনিই আকাশ মন্ডল আর যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতপর সমাসীন হয়েছেন আরশের উপর। যাকিছু প্রবিষ্ট হয় যমীনে আর তা থেকে যা কিছু হয় নিস্কৃত; আকাশ থেকে যা কিছু হয় অবতীর্ণ আর উত্থিত হয় যা কিছু আকাশে—তা সবই তাঁর জানা আছে। তোমাদের সাথে তিনি রয়েছেন, যেখানেই তোমরা থাক না কেনো। আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কৃত-কর্মই দেখছেন। যমীন ও আকাশ মন্ডলের রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বের এক-মাত্র অধিকারী তিনি। সমস্ত ব্যাপার মীমাংসার জন্যে প্রত্যাবর্তিত

www.pathagar.com

হয় তাঁরই দিকে। রাতকে দিনের মধ্যে আর দিনকে রাতের মধ্যে তিনিই প্রবিষ্ট করান। অন্তর সমূহের যাবতীয় গোপন ও প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব তিনি জানেন।" (সূরা হাদীদ—১-৬)।

শব্দগুলো কর্ণকুহরে প্রবেশ করছিলো উমারের আর হৃদয় গলে গলে অশ্রু বয়ে পড়ছিলো দুচোখ দিয়ে। অতপর তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো পরবর্তী আয়াত ঃ

আ-মিনূ বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি... ...অর্থাৎ—"ঈমান আনো আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি" যেনো কোনো গোপন টেলিযন্ত্রের ইঙ্গিতে উমারের কন্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ।

একজন নারীর ঈমানী দৃঢ়তা ঘাতকের তরবারিকে মোমের মত বিগলিত করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় তাঁর শির চির অবনত করে দেয়।

www.pathagar.com

হুকুমাত ও রাজনীতি

রাসূলের আনুগত্য

রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে ইসলামে কোনো প্রকার আযাদী ও আপোষ নেই। ওফাতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দান করেন। হুজুর (সঃ) এর ইন্তেকালেরপর হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হন। এসময় গোটা ইসলামী রাজ্যটাই এক ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থায় নিপতিত হয়। ভন্ড নবীরা তাদের নবুওয়াতের দাবী নিয়ে দন্ডায়মান হয়। মুনাফিকরা গোটা ইসলামী ব্যবস্থাকে চুর্ণবিচূর্ণ করে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ধর্মত্যাগীরা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যাকাত অস্বীকার কারীরা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য করার বিরুদ্ধে মাথা উচু করে দাঁড়ায়।

হযরত উসামা তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনার—উপকন্ঠে অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিজ হাতে তুলে দেয়া পতাকা সেখানে পতপত করে উড়ছিলো। সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকরকে এ অভিযান মুলতবী রাখার এবং বাহিনীকে দেশের আভ্যন্তরীন বিশৃংখলা দমনের কাজে ব্যব-হারের পরামর্শ দেন। কিন্তু হযরত আবু বকর বললেন ঃ

"নবী (সঃ) যে অভিযান নির্ধারণ করে গেছেন, আমি তা বাতিল করতে পারিনা। রোম সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আল্লার রাসূল যে পতাকা উত্তোলন করে গেছেন, আমি তা অবনমিত করতে পারবোনা এবং উসমাকেও সে লক্ষ্যস্থল ছাড়া অন্য কোথাও পাঠাতে পারবো না।"

লোকেরা বললো ঃ আমীরুল মুমিনীন! এসময় খোদ মদীনাই বিপ-জ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এসময় ফৌজ বাইরে পাঠিয়ে দেয়া কী করে যথার্থ হতে পারে।" একথার প্রেক্ষিতে উত্তেজিত কন্ঠে বলে উঠেন হযরত আবুবকর ঃ

"কসম আল্লার! মদীনা যদি এমন ভাবেও খালি হয়ে যায় যে, হিংস্র পশু এসে আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে খেয়ে ফেলবে, তবুও আমি এ অভি-যান মুলতবী করবোনা।"

www.pathagar.com

নির্দেশ অনুযায়ী হযরত উসামা ফৌজ নিয়ে যাত্রা করলেন। হযরত আবু বকর পায়ে হেটে হেটে তার সোয়ারীর সাথে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হন। উসামা আরয করেনঃ "আমীরুল মুমিনীন! আল্লার ওয়াস্তে আপনি অশ্বারোহণ করুন। নতুবা আমিও নেমে পড়বো।" আমিরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর বললেনঃ "উসামা! খোদা তোমার সহায় হোন! এতে কোনো ক্ষতি নেই, যদি আমি কিছুক্ষণ পদযুগল ধূলামলিন করি। তুমি কি জাননা, আল্লার পথের মুজাহিদদের প্রতিটি কদমে সাতশত নেকী লেখা হয়।"

ইসলামী শাসকদের আদর্শ

হযরত উমার (রাঃ) খলীফা হলে তাঁকে বলা হলো লোকেরা আপনার কঠোর মেজাজকে খুব ভয় পায়। একথা শুনে তিনি লোকদের একত্রিত হবার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা একত্রিত হলে তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেনঃ

"আমি জানতে পারলাম, লোকেরা আমার কঠোর স্বভাবকে ভয় পায়। তারা বলে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায়ও উমার আমাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করতো। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফত আমলেও উমার আমাদের সঙ্গে কঠোরতা অবলম্বন করতো। আর এখন তো সে স্বয়ং খলীফা হয়ে গেছে। খোদাই জানেন সে যে এখন কী করে। হ্যাঁ, লোকেরা ঠিকই বলছে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর একজন খাদেম ছিলাম। তাঁর মতো দয়া, স্নেহ ও অনুগ্রহের মর্যাদা কে লাভ করতে পারে? আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে ক্ষমাশীল ও দয়াবান বলেছেন আরএগুণগুলো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালারই সেফাত। সে পরিবেশে আমি ছিলাম উন্মুক্ত তরবারি। হুজুর (সঃ) কখনো এ উম্মুক্ত তরবারিতে পানি ঢেলে দিতেন। আবার কখনো বা উন্মুক্তই রেখে দিতেন, যেনো সে তার তীক্ষ্মতা পূর্ণ করে। হযরত আবু বকরও অত্যন্ত কোমল স্বভাবের ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁরও খাদেম ও সহযোগী ছিলাম। তাঁর কোমলতার সাথে আমি কঠোরতা মিশিয়ে দিতাম। এতে তরবারীর তীক্ষ্মতা স্বভাবিক হয়ে যেতো। তিনি ইচ্ছে করলে কখনো তা ধারালো করতেন নয়তো স্বাভাবিক করে দিতেন। কিন্তু এখন খেলাফতের দায়িত্ব যখন স্বয়ং আমার উপরই চাপানো হলো, তাই সে কঠোরতা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কিন্তু এ কঠোরতা কেবল ঐসব লোকদের জন্যে, যারা মুসলমানদের উপর যুলুম করবে।

www.pathagar.com

নেককার ও শান্তিকামী লোকদের জন্যে তো আমি তার চেয়েও কোমল, যতটা কোমল তারা পরস্পরের জন্যে।

ভাষণ শুনে লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

ইসলামী সরকারের বৈশিষ্ট্য

লোকেরা যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হাতে খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করলো, তখন তিনি মিম্বারে দাড়িয়ে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সানার পর তিনি বললেন ঃ

"হে লোকেরা! তোমরা আমাকে তোমাদের কর্তৃত্বশীল বানিয়েছো। কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সবচাইতে ভাল ব্যক্তি নই। আমার ভাল ও ন্যায় কাজে তোমরা আমার সহযোগিতা করবে আর আমি যদি কোনো অন্যায় করি, তবে আমাকে সোজা করে দেবে। আমি সত্য ও সততার আদর্শ গ্রহণ করবো। কারণ ন্যায় ও সত্যই হচ্ছে আমানত। আমি মিথ্যা ও অন্যায় থেকে বিরত থাকবো। কেননা মিথ্যাই হচ্ছে খেয়ানত। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি হবে আমার নিকট সবল, যতক্ষণ না আমি তার অধিকার আদায় করে দেবো। আর তোমাদের শক্তিশালী ব্যক্তি হবে আমার নিকট খুবই দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার থেকে অপরের অধিকার আদায় করে দেবো, ইনশাল্লাহ। যে জাতি ইসলামী আন্দোলন থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ সে জাতিকে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন। যে জাতির মধ্যে দুস্কৃতি ও দুর্নীতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ তায়ালা সে জাতির জন্যে বিপদ-মুসিবতকে স্বাভাবিক করে দেন। আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। যদি আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করি, তবে আমার আনুগত্য তোমাদের উপর ওয়াজিব নয়।--আচ্ছা এখন নামাযের জন্যে দাঁড়াও। আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর রহমত নাযিল করুন।"

ইসলামী হুকুমাতের প্রভাব

হযরত উমার (রাঃ) এর খেলাফত আমলে ইরানের বাদশাহ ইয়াযদগেরদ ইসলামী মুজাহিদদের প্রচন্ড আক্রমণের সামনে টিকে থাকতে না পেরে পলায়ন করে এবং চীনের বাদশা খাকানের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। খাকান তাকে শুধু আশ্রয়ই প্রদান করেননি বরং তাঁর সাহায্যার্থে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে খোরাসান পেঁৗছে। সেখান থেকে বলখ হয়ে মরোর দিকে

www.pathagar.com

অগ্রসর হয়। কিন্তু তাবেয়ী হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস তাঁর বাহিনী নিয়ে পথিমধ্যে তার মুকাবিলা করেন। কয়েকদিন পর ব্যর্থ মনোরথে খাকান তার বাহিনীকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়। ইয়াযদগিরদ মরোতে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত ছিলো। খাকানের কেটে পড়ার সংবাদ জেনে সে হাত-পা ছেড়ে দেয় এবং কোষাগারের ধনসম্পদ নিয়ে তুর্কিস্তান গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এমতাবস্থায় স্বয়ং ইরানীরাই তার বিরুদ্ধে লেগে পড়ে। তারা তাকে বললোঃ তুর্কীদের কোনো দ্বীন-ধর্ম নেই। কিন্তু মুসলমানরা ধর্মের অনুসারী এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী। তুমি যদি দেশই ত্যাগ করতে চাও, তবে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নাও। কিন্তু সে এ প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় দেশের ধন-সম্পদ বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ইরানীরা তার সাথে লড়াই করে সব সম্পদ রেখে দেয় এবং সে খালি হাতে তুর্কিস্তান ভেগে যায়।

ইয়াযদগিরদের পলায়নের পর ইরানীরা মুসলিম সেনাপতি হযরত আহনাফ ইবনে কায়েসের সাথে সন্ধি করে নেয়। হযরত আহনাফ তাদের সাথে এমন উত্তম আচরণ করেন যে, ইরানীরা আফসোস করে বলেছিলোঃ হায়, "এতদিন কেনো আমরা মুসলমানদের বরকত থেকে বঞ্চিত ছিলাম!"

ইসলামী আইন কার্যকর করা

ইসলামের আইন কার্যকর করাই ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রই বেকার।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফতের সূচনাতেই একদল লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে। তারা বলে আমরাতো নবী (সঃ) কে যাকাত দিতাম। এখন তাঁর মৃত্যুর পর আর তা দেবনা। এরা তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি দিতো। নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন।

নির্দেশ শুনে হযরত উমার আরয করলেনঃ "আমীরুল মুমিনীন! আপনি এমন একদল লোকের বিরুদ্ধে কিভাবে তরবারি ধারণ করবেন, যারা তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি দেয় এবং কেবলমাত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে?"

"কসম আল্লার! রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে যদি একটা বকরী ও যাকাত দেয়া হতো, আর এখন যদি কেউ তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।" —হযরত আবু বকর জবাব দিলেন।

www.pathagar.com

লোকেরা বললো :

"কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি ধরতে কে আপনার সঙ্গী হবে ?"

"কেউ যদি বের না হয়, তবে আবুবকর একা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।"

—দীপ্ত কন্ঠে ঘোষনা দিলেন হযরত আবু বকর। ঘোষণা শুনে সকলের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেলো।

খেলাফতের পক্ষ থেকে এ দৃঢ় সিদ্ধান্ত যাকাত অস্বীকার কারীদের কর্ণ-গোচর হলে, তারা সহসাই যাকাত নিয়ে মদীনায় হাযির হয়ে যায়।

ইসলামের তাবলীগ

ওয়ায়েয ও মুবাল্লিগদের তৎপরতার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো দু'চারজন লোক মুসলমান তো অবশ্যই হয়ে আসছে। কিন্তু যখন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যায়, তখন কুফরী দুনিয়া মিছিল করে এসে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে।

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয খলীফা নির্বাচিত হবার পরই নির্দেশ দিলেন : "যে যিম্মীই ইসলাম গ্রহণ করবে, তার জিযিয়া মাফ করে দেয়া হবে।" এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলেও যিম্মিদের জিযিয়া মওকুফ করা হতো না।

এ ঘোষণার পর হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন স্থানে গোটা বস্তি মুসলমান হয়ে যায়। খোরাসানের গভর্ণর জারাহ ইবনে আবদুল্লার হাতে চার হাজার ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন।

অমুসলিমদের ব্যাপক হারে মুসলমান হবার ফলে করের আমদানী ব্যাপক ভাবে হ্রাস পাবার খবর গভর্ণরগণ আমীরুল মুমিনীনকে জানান। জবাবে আমীরুল মুমিনীন লিখে পাঠান :

"মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হাদী ও পথপ্রদর্শক করে পাঠানো হয়েছে, কর আদায়কারী করে পাঠানো হয়নি।"

এ কর মওকুফ করায় বায়তুল মালে জায়েয পন্হায় এতো বেশী আমদানী হতে থাকে যে, ইরাক থেকে আমদানী হাজ্জাজের নির্যাতনী যুগকে ছাড়িয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয বলেনঃ হাজ্জাজের প্রতি অভিশাপ! তার না দ্বীনি প্রজ্ঞা ছিলো আর না দুনিয়াবী। তার নির্যাতনী আমলে ইরাক থেকে দু'কোটি আশি লাখ দিরহাম উসূল হতো। পক্ষান্তরে এখন বার কোটি চল্লিশ লাখ দিরহাম আদায় হচ্ছে।

www.pathagar.com

দায়িত্ব বোধ

খলীফা হবার পূর্বে হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয খুবই বিলাসী ও শান-শওকতের জীবন যাপন করতেন। তাঁর কোনো পোষাকের প্রতি কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেই সেটাকে পুরানো মনে করতেন। সুগন্ধি আতর তো সর্বক্ষণই তার শরীরে লেগে থাকতো। গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে মদীনা যাবার কালে তাঁর ব্যক্তিগত মাল সামানই বিশটি উট বয়ে নিয়েছিলো।

কিন্তু মুসলমানদের খেলাফতের দায়িত্ব যখন তাঁর ঘাড়ে চাপ্লো সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এসে যায়। পূর্ববর্তী খলীফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালেকের দাফন কাফনের পর রাজকীয় নিয়ম অনুযায়ী তার সম্মুখে শাহী সোয়ারী আনা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"এ কি !"

"শাহী সোয়ারী"—খাদেমরা আরয করলো।

"আমার জন্যে আমার খচ্চরই যথেষ্ট।" খলীফা জবাব দিলেন এবং শাহী সোয়ারী ফেরত দিলেন। কিছু দিন পর শাহী আস্তাবলের সবগুলো পশু বিক্রি করে সেগুলোর মূল্য বায়তুল মালে জমা করে দেন। ঘরে এলে তাঁকে দারুন পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিলো। দাসী জিজ্ঞেস করলো ঃ

"আমীরুল মুমিনীন ! আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে ?" উমার ইবনে আযীয জবাব দিলেন ঃ

"মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত গোটা মুসলিম উম্মার প্রতিটি মানুষের অধিকার আমার উপর ন্যাস্ত হয়েছে এবং তাদের চাওয়ার আগেই সে অধিকার আমাকে আদায় করে দিতে হবে।—এর চাইতে বড় চিন্তার ব্যাপার আর কি আছে ?"

একদিন উমার ইবনে আবদুল আযীয নিজ ঘরে কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসতো। আবার চোখ খুলতেই অশ্রু গড়িয়ে পড়তো। তাঁর স্ত্রী ছিলেন খলীফা আবদুল মালেকের কন্যা ফাতিমা। স্বামীর পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁর মধ্যেও পরিবর্তন আসে। স্বামীকে এ অবস্থায় দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ

"আজ আপনার এ অবস্থা কেনো ?"

"তোমার কি প্রয়োজন।"—খলীফা জবাব দিলেন।

"আমি এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চাই।" বিবি বললেন।

www.pathagar.com

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয—খেলাফতের দায়িত্ববোধ যার বিবেককে করে রেখেছিলো সদা জাগ্রত—বললেন ঃ

"আমি আমার নিজের ব্যাপারে চিন্তা করছি। আমি তীব্রভাবে অনুভব করছি, গোটা উম্মার ছোট-বড়, প্রতিটি কাজের দায়িত্ব আমার উপর ন্যাস্ত। আমি যখন নিঃস্ব, অসহায়, গরীব-দুঃখী-কয়েদী এবং এরূপ অন্যান্য লোকদের কথা চিন্তা করি, যারা গোটা সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যাদের দায়িত্বশীল আমি। আমি—চিন্তা করি খোদা তায়ালা এদের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এদের সম্পর্কে কঠিন হাশরের ময়দানে জানতে চাইবেন। তখন আমি কি জবাব দেবো? আল্লার সামনে এবং ময়দানে হাশরের শাফায়াতকারীর সামনে যদি কোন ওযর পেশ করতে না পারি, তবে আমার পরিণাম কি হবে? চিন্তায় আমার ঘুম আসেনা। আমার হৃদয় কম্পন করছে, অশ্রু বিগলিত হচ্ছে!"

শহীদের রক্ত

কর্ডোভা অভিযানে যারা শরীক হবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ৩২ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়ার দায়িত্বে এ অভিযানের ভবিষ্যত বাণী বাস্তবায়িত হয়। প্রখ্যাত তাবেয়ী আলকামা ইবনে কায়েস এ অভিযানে শরীক হবার জন্যে পেরেশান ছিলেন এবং তিনি এতে শরীক হন। একটা দুর্গ আক্রমণকালে একজন মুজাহিদ তাঁর চাঁদরটা মাথায় বাধার জন্যে নিয়েছিলেন। আক্রমণ চলাকালে মুজাহিদ শহীদ হয়ে যান। আলকামার চাদর শহীদের রক্তে সিক্ত হয়ে যায়। এ চাদরটাকে আলকামা খুবই বরকতময় মনে করতেন। এটা মাথায় জড়িয়ে জুমার নামায পড়তে যেতেন এবং বলতেন, "আমি এ চাদরকে এ জন্যে উড়াচ্ছি, যেহেতু এতে শহীদের রক্ত রয়েছে।"

আমাদের পূর্বসুরীদের নিকট শহীদি রক্তের এমনই মর্যাদা ছিলো। জিহাদ ও শাহাদাতের জন্যে তারা সব সময় উম্মুখ হয়ে থাকতেন। আর জিহাদ ও শাহাদাতের এ দুর্নিবার কামনাই ইসলাম ও ইসলামী উম্মার সৌভাগ্যের কারণ ছিলো।

পদপ্রার্থী না হওয়া

পদলোভ থেকে ইসলামী যিন্দেগী সম্পূর্ণ পবিত্র। সত্যিকার মুসলমানের নিকট রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব এক বিরাট আমানত। কিন্তু যখন ইসলামের কোনো

www.pathagar.com

সেবা ও খেদমতের সুযোগ আসে, তখন খেদমতের দায়িত্ব আনজাম দেয়ার আকাঙ্খা করা যায়। সে ক্ষেত্রে আসল ব্যাপার পদ নয়, বরং সেবা।

খায়বারের দুর্গ জয় করা মুসলমানদের জন্যে খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিলো। দুর্গের প্রাচীর ছিলো খুবই মজবুত ও দুর্ভেদ্য। মুসলমানরা বার বার অগ্রসর হয়ে হামলা করে। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ যেমন পাহাড় গাত্রে আছাড় খেয়ে ফিরে আসে, মুসলমানদের আক্রমণও তেমনি ব্যর্থ হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত হুজুর (সঃ) নিজ হাতে একটি পতাকা তৈরী করে ঘোষণা দিলেনঃ "আগামী কাল এ পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে অর্পন করবো, যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে বন্ধুতা রাখে এবং তার হাতে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করবেন।"

এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও বিজয়ের সুসংবাদ। এ মহান দায়িত্ব লাভের জন্যে প্রত্যেক সাহাবীর অন্তরে আকাঙ্খা জেগে উঠে।কিন্তু পরদিন হযরত আলী পতাকা লাভ করেন। চোখে অসুখ হয়ে তিনি যুদ্ধে যেতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। হুজুর (সঃ) তাঁর মোবারক থুথু তার চোখে লাগিয়ে দিলে আল্লার ইচ্ছায় অকস্মাৎ চোখ ভালো হয়ে যায়।

ময়দানে বেরিয়ে পড়লেন হযরত আলী। মহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় অতি সহজেই মুসলমানরা দুর্গ বিজয় করে ফেলে।

এক ব্যক্তি হযরত উমার (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কি জীবনে কখনো দায়িত্ব লাভের আকাঙ্খা করেছিলেন?"

আমার অন্তরে কখনো পদ লাভের আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়নি। কেবল মাত্র খায়বারের দিন। সেদিন রাসুলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ "আজ ঝান্ডা এমন এক ব্যক্তির হস্তে অর্পন করা হবে, যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসে এবং তার হাতে বিজয় সুনিশ্চিত।"—হযরত উমার (রাঃ) জবাব দিলেন।

ফাসেক নেতৃত্বের প্রতি অসন্তুষ্টি

ইসলামে ঐ সব ব্যক্তিই নেতা হবার যোগ্য যারা ইসলামী বিধানের একান্ত অনুগত-ফরমাবরদার। যাদের যিন্দেগী ইসলামের নাফরমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের উপর ইসলামী সমাজ আস্থা স্থাপন করতে পারেনা। যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অনুসরনে বিশ্বস্ত নয়, তারা কখনো মুসলমান জনগণের নিকট বিশ্বস্ত হতে পারে না।

www.pathagar.com

হযরত হুসাইনের শাহাদাতের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বনি উমাইয়াদের বিরুদ্ধে মক্কার খেলাফতের দাবী করেন। বনি ছকীফ গোত্রের এক ভাগ্য পরীক্ষার্থী মুখতার ইবনে উবায়েদ মক্কী তাঁর সংগে একাত্মতা ঘোষণা করলো। কিন্তু যখন তার স্বার্থ ও পার্থীব উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো না, তখন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং হযরত হুসাইনের নিষ্পাপ রক্তের প্রতিশোধ নেবার ঘোষণা দিয়ে হুসাইন ভক্তদের সমর্থন লাভের চেষ্টা শুরু করলো। সে হযরত যয়নুল আবেদীনের নিকট নযরানা পাঠিয়া নিবেদন করলো, "আমি আপনার পিতার হত্যাকারীদের প্রতিশোধ নেবার আয়োজন করছি। আপনি আমার পৃষ্ঠপোষকতা করুন।"

ইমাম আগেই তার চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি তার নযরানা ও নিবেদন ফেরত দিয়ে মসজিদে নববীতে এসে তার চারিত্রিক অধঃপতনের কথা লোকদের অবগত করান এবং তার এ তথাকথিত আন্দোলনের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ঃ

> "এ ব্যক্তি জনগণকে ধোকা দেবার জন্যে আহ্‌লে
> বায়তকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।
> প্রকৃত পক্ষে তার আহ্‌লে বায়তের প্রতি মহব্বতের দূরতম সম্পর্কও নেই।"

যালেমদের প্রতি অসন্তোষ

হযরত উরওয়া ছিলেন হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়ামের পুত্র এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের ভ্রাতা। বনি উমাইয়াদের খেলাফত কাল। তাদের যুলুমে আল্লার সৃষ্টিকুল ছিলো অসহায়। প্রত্যহ এশার পর হযরত উরওয়া ও যয়নুল আবেদীন মসজিদে নববীর এক পাশে বসতেন। একদিন যয়নুল আবেদীন বললেন ঃ

"উরওয়া! বনি উমাইয়াদের যুলুম প্রতিরোধ করার সামর্থ যখন আমদের নেই, তখন তাদের সঙ্গে থাকা আমাদের জন্যে কতটুকু যথার্থ? তাদের এ যুলুমের প্রেক্ষিতে একদিন না একদিন আল্লাহ তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন।" হযরত উরওয়া জবাবে বললেন ঃ

"আলী! যালেমদের থেকে যারা বিচ্ছিন্ন থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁদের খবর রাখবেন। যালেমদের আযাবে নিমজ্জিত করলে, তাদের অবশ্যই মাহফুয রাখবেন।"

—এর পর হযরত উরওয়া মদীনা ছেড়ে আকীক চলে যান।

www.pathagar.com

যুলুমে সহযোগিতা না করা

আবু জা'ফর মানসূর একজন কঠোর প্রকৃতির আব্বাসী খলীফা ছিলেন। সে যুগে খলীফারা নিজেদের হুকুমাত বহাল রাখার জন্য সীমাহীন যুলুম চালাতো। একমাত্র সত্যপন্থী লোকেরাই তাদের হাতকে স্তব্ধ করে দেবার যোগ্যতা রাখতো। সেসব সত্যপন্থী বুযুর্গদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই দ্বীনে হকের প্রকৃত চেহারা সুরক্ষিত হয়ে আসছে।

আবু জা'ফর মানসুর ইমাম মালেক এবং আবদুল্লাহ ইবনে তাউসকে তার দরবারে ডেকে পাঠান। দু'জন আলেমই সেখানে বসে পড়েন। কিছুক্ষণ দরবার স্তব্ধ। অতঃপর মানুসর নীরবতা ভঙ্গ করে আবদুল্লাহকে বললেনঃ "আপনার পিতা তাউস ইবনে কাইসানের কোনো বাণী শুনান।"

আবদুল্লাহ বললেন ঃ "কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব ঐ ব্যক্তির হবে যে খোদায়ী হুকুমাতে শিরক করবে। অর্থাৎ ইসলামী হুকুমাতের কতৃত্বে বসে যুলুম করবে।"

এ মহা সত্যবাণী শুনে মানসূর যেনো বিষ পান করলো। ইমাম মালেক বলেন ঃ

"আমার মনে হয়েছিলো এখনই বুঝি মানসুরের টুপি আবদুল্লার প্রতি নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু ভালোই হলো যে, মানসূর তার গোসা হজম করে ফেলে।"

কিছুক্ষণ পর মানসূর আবদুল্লাহকে তিনবার বলেন ঃ

"আমাকে দোয়াত উঠিয়ে দিন।" কিন্তু তিনি তার আদেশ পালন করেননি। অবশেষে মানসুর জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আবদুল্লাহ ! দোয়াত উঠিয়ে দিচ্ছেন না কেনো ?

"এ জন্য দিচ্ছিনা যে, আপনি যদি এ দিয়ে কোনো যুলুমের ফরমান লিখেন, তবে তাতে আমার পাপে সহযোগিতা করা হবে।"—নির্ভীকচিত্তে জবাব দেন আবদুল্লাহ।

মানসূর দুইজনকে দরবার থেকে উঠিয়ে দেন। বাইরে এসে আবদুল্লাহ বলেন ঃ

"আমরা তো এ-ই চাচ্ছিলাম।"

বস্তুত, কোনো খাঁটি মুসলমান এমন কোনো কাজে অংশ গ্রহণ করেনা, যা খোদা তালায়ার অপছন্দনীয়।

ইসলামের জীবন চিত্র/তেষট্টি

www.pathagar.com

সরকারী কাজে মিতব্যয়ী হওয়া

॥ এক ॥

রাষ্ট্র হচ্ছে আমানত। রাষ্ট্র প্রধান মুসলমানদের সার্বিক যিম্মাদার। তার যিম্মাদারী হচ্ছে, তিনি মুসলমানদের যাবতীয় ধনসম্পদের পূর্ণ হেফাযত করবেন। একটি পয়সাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেবেন না একটি পয়সাও অপব্যয় করবেন না।

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয বায়তুল মালের হেফাযতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একবার তার নিকট সংবাদ আসে যে ইয়ামনের বায়তুলমাল থেকে এক দীনার নিখোঁজ হয়ে গেছে। তিনি সেখানকার কোষাধ্যক্ষকে লিখেন ঃ

"আমি তোমার প্রতি খেয়ানতের অপবাদ দিচ্ছিনা, তবে তুমি অসতর্ক থাকার অপরাধী অবশ্যই। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমি তাদের সম্পদের হেফাযতকারী। তাই শরয়ী কসম খাওয়া তোমার জন্যে অবশ্য কর্তব্য।"

॥ দুই ॥

সুলাইমান ইবনে আবদুল মালেকের খেলাফতের শেষদিকে আবু বকর ইবনে হাসেম কাগজ-কলম, দোয়াত-কালি ইত্যাদি অফিস সামাগ্রী বৃদ্ধি করার জন্যে খলীফার অনুমতি প্রার্থনা করে। আবেদন তখনো মনযুর করেননি, এরি মধ্যে সুলাইমান মৃত্যু বরণ করেন এবং উমার ইবনে আবদুল আযীয খলীফা নির্বাচিত হন। আবু বকর ইবনে হাসেমের দরখাস্ত তাঁর সমীপে 'পুট-আপ' করা হলে তিনি আবু বকরকে নিম্নোক্ত পত্র লিখে পাঠানঃ

"আবু বকর! সে দিনের কথা স্মরণ করো! যখন অন্ধকার রাত্রে কোনো বাতি ছাড়াই অসমতল পথে মসজিদে নববীতে যেতে। সেতুলনায় আজ তোমাদের অবস্থা কতো ভালো! কলমের মাথা সুক্ষ্ম করে নাও এবং ঘন করে লিখো। মিতব্যয়ী হও। মুসলমানদের কোষাগার থেকে আমি এমন কোনো অর্থ ব্যয় করতে চাইনা যা দ্বারা তাদের কোনো ফায়দা হবেনা।"

সুবহানাল্লাহ সরকারী কোষাগার সম্পর্কে কতো পবিত্র নীতির কথা তিনি বলেছেন।

www.pathagar.com

নাগরিকদের জন্যে জীবন যাত্রার সুব্যবস্থা করা

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েসের নেতৃত্বে বসরার একটি প্রতিনিধি দল আমীরুল মুমিনীন হযরত উমারের নিকট এসে আরয করলেন ঃ

"আমীরুল মুমিনীন! আমরা এক শুস্ক মরু অঞ্চলে বাস করছি। আমাদের পূর্বদিকে লবনাক্ত সমুদ্র। পশ্চিম দিকে দানা-পানিহীন শুস্ক এলাকা। আমাদের না আছে পালিত পশু আর না আছে ক্ষেত খামার। ধারে কাছে আমাদের পানিও নেই। আমাদের নারী ও বৃদ্ধরা দু'ক্রোশ দূর থেকে পানি বয়ে আনে। শিশুদের বকরীর মতো ঘরে বেঁধে রেখে নারীদের পানি আনতে যেতে হয়। তা না হলে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে এবং হিংস্র পশুরা তাদের খেয়ে ফেলতে পারে। —আপনি কি আমাদের এ সমস্যাগুলোর সমাধান করবেন?"

আমীরুল মুমিনীন সঙ্গে সঙ্গে বসরার শিশুদের জন্যে ভাতা নির্ধারনের নির্দেশ দেন এবং সেখানকার গভর্ণর আবু মুসা আশয়ারীকে লিখে পাঠান যেনো অতি সত্বর লোকদের জন্যে খাল খনন করা হয়।

প্রতিনিধি দল বিজয়ানন্দে ফিরে আসে এবং সে বসতির লোকদের সমস্যা দূর হয়ে যায়।

নাগরিকদের খোঁজ খবর নেয়া

হজ্জ করতে চলেছেন আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধ তাঁর কাফেলা থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ

"তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)?"

"না, তিনি তো ইন্তেকাল করেছেন।"—জবাব দেন হযরত উমার (রাঃ)। জবাব শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন বৃদ্ধ। তারপর জিজ্ঞেস করেন ঃ

"রাসূলুল্লার (সঃ) পর কে খলীফা হয়েছেন?"

"আবু বকর।" জবাব দেন হযরত উমার।

"তুমিই কি তিনি?" জানতে চান বৃদ্ধ।

"না, তিনিও ইন্তেকাল করেছেন।" জবাব দেন উমার।

"তারপর খলীফা কে হয়েছেন?" কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করেন।

"উমার ইবনুল খাত্তাব।" জবাব দেন খলীফা উমার।

"তুমিই কি তিনি।" বৃদ্ধ জানতে চান।

"আমিই উমার।" খলীফা তাকে জানান।

"তুমি আমার ফরিয়াদ শ্রবণ করো। এমন লোক আমি পাচ্ছি না—প্রয়ো-

www.pathagar.com

জনে যার নিকট সাহায্যের ফরিয়াদ করা যায়।"—বৃদ্ধ বললেন।

"আপনি কে? ইনশাল্লাহ আপনার ফরিয়াদ আমি শুনবো।" তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন হযরত উমার।

বৃদ্ধ বললেনঃ

"আমার নাম আকীল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনি। নিজ সন্তানের মতোন তিনি আমাকে ছাতু পান করান। এখনো খুৎ-পিপাসায় আমি তার স্বাদ আস্বাদন করি। অতঃপর আমি এক পাল বকরী সংগ্রহ করি। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেগুলো চরাই। নামায পড়ি। রোযা রাখি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কারণে এ বছর একটা ছাড়া সবগুলো বকরী শেষ হয়ে গেছে। অথচ এগুলোর দুধ পান করেই বেঁচে থাকতাম। শেষ বকরীটাও সেদিন ভল্লুক ধরে নিয়ে গেছে। এখন তুমি কি আমার প্রতি হস্ত প্রসারণ করবে?"

"অল্প পরেই পানির কূপ রয়েছে। আপনি সেখানে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করুন।" হযরত উমার বৃদ্ধকে এ পরামর্শ দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। উটের ঘন্টাধ্বনিতে ময়দান মুখরিত হয়ে উঠে।

মনযিলে পেঁছে বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন খলীফা। কাফেলা রওয়ানার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু বৃদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত না পেঁছায় খলীফা কূপের মালিককে ডেকে বললেন ঃ "আবু আকীল নামে এক বৃদ্ধ আসবেন। তুমি তাঁকে এবং তাঁর পরিজনকে পানাহার করাতে থাকবে যতক্ষণ না আমি হজ্জ থেকে ফিরে আসবো।"

কাফেলা সামনে অগ্রসর হলো।

অতঃপর হজ্জ সেরে খলীফা ফিরে চললেন। কূপের নিকট এসে মালিককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আবু আকীল কোথায়?"

আমিরুল মুমিনীন! বৃদ্ধ এসেই সাংঘাতিক জ্বরাক্রান্ত হন। আমি তিন দিন তাঁর সেবা শুশ্রূষা করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ইন্তেকাল করেন। আমি গোসল নামায দিয়ে তাঁকে দাফন করে রাখি।" কূপের মালিক ঘটনার বিবরণ দেন।

"তাঁর কবর কোথায়?"—জিজ্ঞেস করেন আমীরুল মুমিনীন। কূপের মালিক কবর দেখিয়ে দেন। খলীফা উমার কবরে গিয়ে তার জন্যে দোয়া করেন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। অতঃপর তিনি আবু আকীলের পরিবার পরিজনকে সাথে করে নিয়ে যান এবং স্থায়ীভাবে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন।

www.pathagar.com

নাগরিক অধিকারের সংবিধান

একদিন খলীফা হযরত উমার (রাঃ) মিনারে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের জনগণ ও খলীফার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে এক দীর্ঘ ও মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন ঃ

হে লোকেরা! আল্লার নাফরমানীর কাজে আনুগত্যের দাবী করার অধিকার কারো নেই। এমন ব্যক্তির আনুগত্য করা কিছুতেই বৈধ নয় যে আল্লার নাফরমানী মূলক কাজের নির্দেশ দেয়।

অতঃপর সরকারী কোষাগারের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে খলীফা ও গভর্ণরদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"কেবলমাত্র তিনটি পন্হা অবলম্বন করলেই এ মাল সত ও পবিত্র মাল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। প্রথমত, হক পন্হায় তা উসূল করতে হবে। দ্বিতীয়ত, হক পন্হায় ব্যয় করতে হবে। এবং তৃতীয়ত, অবৈধ পন্হায় তা খরচ করা যাবে না। আমার এবং তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে ইয়াতীম ও তাদের অভিভাবকের মতো। একেবারে নিরুপায় হলে মুসলমানদের মাল থেকে কিছু গ্রহণ করবো। আর প্রয়োজন না হলে কিছুই গ্রহণ করবো না।"

অতঃপর রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি সম্পর্কে বলেন ঃ

"একজনকে অপরজনের উপর যুলুম করার কোনো সুযোগ আমি দেবো না। কেউ যদি এমনটি করে, তবে তার মুখমন্ডল পদাঘাতে ধূলোমলিন করে ছাড়বো। যাতে করে সে সঠিক পথ অবলম্বনে বাধ্য হয়।" "আমার উপর তোমাদের কয়েকটি অধিকার রয়েছে। সেগুলো এজন্যে আমি বলছি, যেনো সে সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারো ঃ

(১) আমার কর্তব্য হচ্ছে যাবতীয় কর ও গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ জায়েয পন্হায় উসূল করবো।

(২) বায়তুল মালের সঞ্চিত ধন-সম্পদ হক পন্হায় ব্যয় করা আমার দায়িত্ব।

(৩) তোমাদের ভাতা বৃদ্ধি ও সীমান্ত রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

(৪) আমার আরো কর্তব্য হচ্ছে, তোমাদের যেনো কখনো কোনো বিপদের মুখে ঠেলে না দিই।"

অতঃপর গভর্ণর ও অন্যান্য উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারীদের সম্বোধন করে বলেন ঃ

"ভালোভাবে শুনে নাও। আমি তোমাদের যালেম ও জাব্বার বানিয়ে পাঠাইনি। তোমাদের পাঠিয়েছি জনগণের হেদায়েত লাভের পথ প্রদর্শক

www.pathagar.com

হিসেবে। জনগণ যেনো তোমাদের দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে। তোমরা মহানুভবতার সাথে জনগণের হক আদায় করবে। তাদের মারধর করবেনা যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়। তাদের প্রশংসায়ও মুখরিত হবে না, যাতে তোমাদের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তোমাদের দুয়ার তাদের জন্যে কখনো বন্ধ রাখবেনা—যার ফলে শক্তিমানরা—দুর্বলদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। নিজেকে তাদের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের প্রতি যুলম করো না। অজ্ঞতা ও কঠোরতার আচরণ তাদের সাথে করবেনা। তাদের দ্বারা কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করবে। কিন্তু সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা তাদের উপর চাপাবেনা। তাদের ক্লান্তিতে অবকাশ দেবে।" অতঃপর সাধারণ ভাবে সকলকে সম্বোধন করে বলেন:

"হে মুসলমানগণ! তোমরা সাক্ষ্য থাকো, আমি গভর্ণরদের শুধু এ জন্যে পাঠাচ্ছি, যেনো তারা জনগণকে দ্বীনের শিক্ষা দেয়, গনীমতের মাল বন্টন করে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে, জনগণের মুকাদ্দমার ফায়সালা করে এবং কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা যেনো আমার সামনে উপস্থাপন করে।"

খেদমতে খালক

(এক)

হযরত আবু বকর (রাঃ) পাড়ার এক অসহায় মহিলার দুধ দোহন করে দিতেন। কিন্তু খেলাফতের গুরু দায়িত্ব যখন তাঁর উপর অর্পিত হয়, তখন সে মহিলা চিন্তায় পড়েন যে, কে তার বকরী দোহন করে দেবে। তার এ দুশ্চিন্তার কথা হযরত আবু বকরের কর্ণগোচর হলে তিনি মহিলাকে বলে পাঠান: "তোমার বকরী আমিই দোহন করবো। খেলাফতের দায়িত্ব আল্লার বন্দাদের সেবা থেকে আমাকে বিরত রাখবেনা।"

(দুই)

মদীনার শহরতলীতে থাকতেন এক অন্ধ বৃদ্ধা। হযরত উমার (রাঃ) প্রতিদিন ভোরে গিয়ে তার প্রয়োজনীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসতেন। কয়েকদিন পর তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর পূর্বেই কেউ এসে বৃদ্ধার খেদমাত আঞ্জাম দিয়ে যায়। লোকটিকে চেনার জন্যে হযরত উমার দারুন ভাবে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তাই রহস্য উম্মোচন করার জন্যে একদিন খুব ভোরে উঠে তিনি সেখানে যান। গিয়ে দেখেন, খলীফা হযরত আবু বকর

www.pathagar.com

(রাঃ) তার সেবা যত্ন সেরে বেরিয়ে আসছেন। হযরত উমার খলীফাকে সম্বোধন করে বলে উঠেন ঃ

"আমার জীবন কুরবান হোক! হে খলীফাতুর রাসূল! তবে কি আপনিই প্রতিদিন আমার পূর্বে এসে বৃদ্ধার খেদমাত করে যান!"

গভর্ণর ও প্রশাসকদের মোহাসাবা

॥ এক ॥

হযরত উমার (রাঃ) এর নিয়ম ছিলো যে, তিনি কোনো ব্যক্তিকে সরকারী কোনো পদে নিয়োগ কালে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন যে, তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারবেনা, মিহি আটা খেতে পারবে না, চিকন সূতীর কাপড় পড়তে পারবেনা, দরজায় দারোয়ান রাখতে পারবেনা এবং সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্য সব সময় দরজা খোলা রাখবে।

এ সব শর্তের উদ্দেশ্য ছিলো প্রশাসকদের মধ্যে যেনো অহংবোধ সৃষ্টি না হয়। তাদের মধ্যে যেনো বিলাস ভোগের অভ্যাস সৃষ্টি না হয় এবং তাদের ও জনগণের মাঝে যেনো কোনো পর্দা না থাকে।

আমীরুল মুমিনীন একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কেউ একজন তাঁকে ডেকে বললেন ঃ

"হে উমার! শাসক কর্মচারী থেকে যে ওয়াদা তুমি গ্রহণ করছো, তা কি তোমাকে মুক্তি দেবে?"

থেমে গেলেন হযরত উমার। জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমার কথার অর্থ কি?"

"আমি বলতে চাই তোমার নিযুক্ত গভর্ণর ইয়ায ইবনে গনম সুক্ষ্ম সূতীর কাপড় পরে এবং দরজায় দারোয়ান রাখে।"—লোকটি জবাব দিলো।

মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা গ্রেফতারীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হযরত উমার তাকে নির্দেশ দিলেন ঃ "যাও, ইয়ায ইবনে গনমকে যে অবস্থায় পাও গ্রেফতার করে নিয়ে আসো।"

মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা গিয়ে দেখলেন সত্যিই দরজায় দারোয়ান রয়েছে। ভিতরে প্রবেশ করে দেখেন ইয়াযের পরিধানে পাতলা জামা রয়েছে। তিনি বললেন ঃ "চলো এখনই আমীরুল মুমিনীনের দরবারে যেতে হবে।"

"কোববাটা পরে নিই।" গভর্ণর আরয করলেন।

"না, এ অবস্থায়ই তোমাকে যেতে হবে।" খলীফার দারোগা বললেন।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায়ই তাকে আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে হাযির করা হলো।

হযরত উমার একটি পশমের জামা, একটি ছড়ি এবং এক পাল বকরী আনিয়ে বললেনঃ "তোমার পরিধানের জামা খুলে ফেলে এ জামা পরো এবং এ ছড়ি আর বকরীর পাল নিয়ে গিয়ে বকরী চরাও।"

"আমীরুল মু'মিনীন! এর চেয়ে তো মৃত্যু ভালো।" ঘাবড়ে গিয়ে ইয়ায আরয করলো।

"লজ্জার কোনো ব্যাপার নেই। তোমার বাপের নাম তো 'গনম' (ছাগল) এ জন্যেই রাখা হয়েছিলো যে, সে বকরী চরাতো।"—মিষ্টি ভাষায় বললেন খলীফা হযরত উমার (রাঃ। এ ভাবেই একজন পদস্থ কর্মচারীর মধ্যে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, তা তিনি বিদূরিত করেন।

খেলাফতে রাশেদার আমলে সত্যিকার জনকল্যাণ মূলক শাসনের বুনিয়াদ ছিলো এ কথার উপর যে, সরকারী প্রশাসক ও কর্মচারীরা হবে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাদের মন মগজ হবে পূত-পবিত্র। এ ব্যাপারে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সামান্য অভিযোগ উত্থাপিত হলেও হযরত উমার (রাঃ) তাকে পদচ্যুত করতেন।

॥ দুই ॥

হযরত নো'মান ইবনে আদীকে মায়সানের প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। যাবার কালে তিনি তাঁর বিবিকে তার সাথে যেতে বলেন। কিন্তু বিবি সাথে যেতে রাযী হয়নি। মায়সান পেঁৗছে তিনি প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখে পাঠান। চিঠিতে বিরহবেদনা প্রকাশ করে একটা কবিতাও লিখে পাঠান। কবিতার মর্ম ছিলো নিম্নরূপঃ

"আমার যখন বাসনা জাগে
বস্তির গেঁয়ো লোকেরা গান গেয়ে পরাণ জুড়ায়
আকাশের তারারা দোলা দেয় হৃদয় কন্দরে
তুমি যখন এসে যাবে শয্যা ঘরে
শরাবের পেয়ালা তুলে দিও প্রেমের জোয়ারে
বড় পেয়ালা উঠাবে
সাজেনা ছোট পেয়ালা তোমার সোনার বরন হাতে
কিন্তু প্রিয়ে আমার,
সাবধান! সাবধান! এখবর জানেন যদি আমীরুল মু'মিনীন
ধূলায় মলিন হবে হৃদয়ের স্বপ্ন সাধ।"

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার (রাঃ) তাঁর কর্মচারীদের সম্পর্কে

www.pathagar.com

কঠোর ভাবে পর্যালোচনা করতেন এবং তাদের যাবতীয় তৎপরতার রিপোর্ট গ্রহণ করতেন। নো'মান ইবনে আদীর অশ্লীল কবিতা রচনার সংবাদ তাঁর কর্ণগোচর হয়। তিনি তার নিকট ফরমান লিখে পাঠান। তিনি লিখেনঃ "তোমার কবিতা আমি শুনতে পেয়েছি। এরূপ বাজে আনন্দ মজাক খুবই অপছন্দনীয়। এ চিঠিকে তোমার পদচ্যুতির ফরমান মনে করবে।"

পদত্যাগ করে নোমান আমীরুল মুমিনীনের দরবারে এসে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ

"আমীরুল মুমিনীন! এতো কবিতা মাত্র। এমনিতেই কয়েকটা চরণ কলমের মাথায় লিখা হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় শরাব আর কোথায় আমি?"

আমিরুল মুমিনীন বললেনঃ

"তুমি ঠিকই বলছো, আর তোমার সম্পর্কে আমার ধারনাও তাই। কিন্তু ইসলামী খেলাফতের কর্মচারী হওয়ার উপযুক্ত তুমি নও।"

॥ তিন ॥

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর খেলাফত আমলে স্বীয় নিয়ম মাফিক দোররা হাতে নিয়ে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং জনগণকে পরহেযগারী, সত্যবাদিতা, সদাচার এবং মাপে সঠিক পন্থা অবলম্বনের তাকীদ দিচ্ছিলেন।

এক খেজুর বিক্রেতার দোকানের সামনে দিয়ে যেতে তিনি দেখেন একজন দাসী সেখানে বসে কাঁদছে। ইসলামী হুকুমাতের সম্মানিত খলীফা থমকে দাঁড়ালেন এবং দাসীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ

"তুমি কাঁদছো কেনো?

কান্না বিজড়িত কন্ঠে দাসী বললোঃ

"এ দোকানদারের নিকট থেকে আমি এক দিরহামের খেজুর কিনে নিয়েছিলাম। কিন্তু খেজুর নিয়ে ঘরে ফিরে গেলে আমার মুনীব বললোঃ এগুলো নিকৃষ্ট জাতের খেজুর। এ খেজুর ফেরত দিয়ে আসো। কিন্তু দোকানদার খেজুর ফেরত নিচ্ছেনা। তাই আমার মুনীব আমার প্রতি রাগান্বিত হয়ে গেছেন। একারণেই আমি কাঁদছি।"

"দোকানদার! তোমার খেজুর যখন ওর মালিক পছন্দ করেনা, তবে খেজুর নিয়ে তার দাম ফেরত দাও।" খলীফা সুপারিশ করলেন।

দোকানদার খলীফাকে চিনতে পারেনি। সে বললোঃ "যান, চলে যান জনাব! এ সম্পর্কে কথা বলার অধিকার আপনার নেই।"

দোকানদারের মন্তব্য শুনে এক ব্যক্তি তাকে বললোঃ "জানো, তুমি কার সাথে কথা বলছো? আহমক তো তুমি! তুমি আমীরুল মুমিনীনের

www.pathagar.com

সাথে কথা বলছো।"—শুনে দোকানদার ঘাবড়ে যায় এবং খেজুর গ্রহণ করে দাম ফেরত দিয়ে আমীরুল মুমিনীনের নিকট আরয করে ঃ

"আমীরুল মুমিনীন ! আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করুন।"

"তোমরা যদি জনগনের হক আদায় করে দাও, তবে আমার চেয়ে অধিক খুশী আর কে হতে পারে।" তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন খলীফা। ইসলামী সরকারের সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির মানদন্ড কি তা-ও তিনি তাকে বললেন।

খেদমতের স্বীকৃতি

একদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রাঃ) বাজার অতিক্রম করছিলেন। হঠাৎ এক যুবতী তাঁর জামা টেনে ধরে বললো ঃ

"আমীরুল মুমিনীন ! আমার স্বামী ইন্তেকাল করেছেন। ছোট ছোট সন্তান রেখে গেছেন তিনি। এরা কোনো কাজ করার যোগ্য হয়নি। ক্ষেত-খামার এবং পশুও রেখে যাননি আমার স্বামী। বাচ্চাদের রেখে আমি শ্রম-মজুরীও করতে পারছিনে। কারণ এদের একা রেখে কোথাও গেলে হিংস্র পশুরা এদের খেয়ে ফেলতে পারে। আমীরুল মুমিনীন ! আমি খুফাফ ইবনে ইমা আনসারীর কন্যা। হুদাইবিয়ার সন্ধিতে আমার আব্বা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গী ছিলেন।"

খলীফা মহিলাকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর রোম ও পারস্য বিজয়ী মহান খলীফা এমন অবস্থায় ফিরে এলেন যে, তাঁর হাতে উটের লাগাম আর উটের পিঠে চাপানো ছিলো খাদ্য ও বস্ত্র সামগ্রী।

"নাও, এ উট নিয়ে চলে যাও।"–আমীরুল মুমিনীন মহিলাকে বললেন।

এক ব্যক্তি বললো ঃ "আমীরুল মুমিনীন ! একে অনেক বেশী দিলেন।"

জবাবে আমীরুল মুমিনীন বললেন ঃ

"কমবখত ! তুমি জানো ? এর পিতা ও ভাই দুজনকেই আমি দীর্ঘদিন একটি দুর্গ পরিবেষ্টন করে থাকতে দেখেছি। দুর্গ বিজয় হবার পরই তবে তারা নিঃশ্বাস ফেলেছে। মহিলাকে যা কিছু দিয়েছি, সে খেদমতের তুলনায় খুব কমই দিয়েছি।"

ইসলামী হুকুমাত তার শহীদ ও গাজীদের অবদানকে কখনো ভুলে যায়না।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

।। এক ।।

সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে তাতে অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল ও ইযযত আবরু ঠিক মুসলিম নাগরিকদের জান-মাল ও ইযযত আবরুর মতোই মূল্যবান হয়ে থাকে।

বনি উমাইয়াদের খেলাফত আমলে স্বয়ং মুসলমানেরাই শাসকদের গোলাম হয়ে থাকতে হয়েছিলো, সেক্ষেত্রে অমুসলিমদের অধিকার খর্ব হওয়া বিচিত্র কিছু ছিলনা। কিন্তু হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয খলীফা নির্বাচিত হবার পর যখন ইসলামকে হুজরা থেকে বের করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন অমুসলিমরা পুণরায় তাদের অধিকার ফিরে পায়।

অমুসলিমদের রক্তের মূল্য মুসলিমদের রক্তমূল্যের সমান বলে ঘোষণা করেন উমার ইবনে আবদুল আযীয। একবার হীরার এক মুসলমান একজন অমুসলিমকে হত্যা করে। হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয ঘটনা জানতে পেরে সেখানকার গভর্ণরকে লেখেন: হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সোপর্দ করে দাও। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারে কিংবা ক্ষমাও করতে পারে।

গভর্ণর নির্দেশানুযায়ী কাজ করেন এবং অমুসলিমরা সে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে।

।। দুই ।।

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয শাহী খান্দানের লোকদের নিকট থেকে অন্যায়ভাবে অধিকৃত যমীনগুলো ফেরত নেন এবং অন্যায়ভাবে অমুসলিমদের বেদখল হওয়া যমীনে তাদের দখল দান করেন। এ প্রেক্ষিতে একদিন এক অমুসলিম খলীফার দরবারে আপীল করে যে, আব্বাস ইবনে অলীদ অন্যায়ভাবে তার ভূমি দখল করে রেখেছে।

সত্য-ন্যায়ের ঝান্ডাবাহক খলীফা আব্বাসকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন:

"এ অমুসলিম ব্যক্তির দাবীর কী জবাব আছে তোমার কাছে?"

"আমার পিতা অলীদ এ ভূমি আমার জাগীরদারীতে অর্পণ করেছেন।" আব্বাস জবাব দিলো।

যিম্মী ব্যক্তি বললো: "আমীরুল মুমিনীন, আপনি আল্লার কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করুন।"

খলীফা বললেন: আব্বাস: "আল্লার কিতাব অনুযায়ী অমুসলিমদের

www.pathagar.com

ভূমি জবর দখল করে, তাতে কারো জাগীরদারী দেয়া যায়না।"

"আপনার কথা সত্য, কিন্তু আমার নিকট খলীফা অলীদের প্রমান পত্র রয়েছে। আপনার পূর্বের একজন খলীফার ফরমান রদ করার কী অধিকার আপনার আছে?" দলিল প্রদর্শন করে আব্বাস বললো।

"অলীদের প্রমাণপত্রের চেয়ে আল্লার কিতাব অনেক ঊর্ধ্বে। তুমি এ অমুসলিমকে ফেরত দিয়ে দাও।"—আল্লার কিতাবের অনুসরণ ও অনুবর্তনকারী খলীফা জবাব দিলেন।

॥ তিন ॥

দামেস্কে দীর্ঘদিন থেকে একটি মুসলিম পরিবার একটি গীর্জা যবরদখল করে রাখে। খৃষ্টানরা যখন জানতে পারলো, উমার ইবনে আবদুল আযীয খলীফা হয়েছেন এবং উমাইয়া—বংশের শাসনের পরিবর্তে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয়েছে, তখন তারা আমীরুল মুমিনীনের নিকট গীরজা ফেরত পাওয়ার আবেদন করে।

খলীফা সে মুসলমানদের ডেকে পাঠান। তারা এলে খলীফা তাদের নিকট প্রকৃত ব্যাপার জিজ্ঞাসা করেন। তারা বললো ঃ

"দীর্ঘদিন থেকে এ গীর্জা আমাদের অধিকারে রয়েছে।"

ইসলামের কন্ঠস্বর ইনসাফগার খলীফা বললেন ঃ

"কিন্তু ইসলামী শরীয়ত তোমাদেরকে অমুসলিমদের উপসনালয় দখল করে রাখার অনুমতি দেয় না। গীরজা ঈসায়ীদের ফেরত দিয়ে দাও।"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বহু বছরের অন্যায় নির্মূল হয়ে গেলো।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

একথা সকলেই জানেন যে, খলীফা হযরত উমার (রাঃ) হযরত খালিদ বিন অলিদকে সেনাপতির পদ থেকে পদচ্যুত করে সাধারণ সৈনিকের কাতারে নামিয়ে দেন। আহমদ ইবনে হাফস্ মাখযুমী ছিলেন হযরত খালিদের চাচাতো ভাই। তিনি আমীরুল মুমিনীনের এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিরাট অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন ঃ

"হে উমার! আপনি অন্যায় কাজ করেছেন। আপনি এমন ব্যক্তিকে পদচ্যুত করেছেন, যাকে এ পদে নিয়োগ করেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনি এক তরবারিকে কোষবদ্ধ করলেন, যাকে কোষমুক্ত করেছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)। এমন ঝান্ডকে আপনি অবনমিত করলেন, যাকে উত্তোলন করেছিলেন স্বয়ং আল্লার রাসূল। আপনি রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন

www.pathagar.com

করেছেন এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষাত্মক আচরণ করেছেন।"

কট্টর অভিযোগ! কিন্তু তার এ অমার্জিত অভিযোগের কথা শুনেও হযরত উমার (রাঃ) কোনো প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করেননি। তিনি শুধু এতটুকু বলেছিলেন ঃ

"তোমার বয়েস কম। আত্মীয় হিসেবে চাচাতো ভাইয়ের পদচ্যুতিতে তোমার রাগ এসে গেছে।"

এটাই হচ্ছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা দান এবং তা বরদাশত করার যোগ্যতা।

নিরাপত্তা আইনে আটকাদেশের অবৈধতা

যে পরিবেশে বনি উমাইয়ারা খেলাফত লাভ করে এবং যে বিলাসিতার সাথে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা ও জীবন যাপন করতে থাকে, তার স্বাভাবিক পরিণতি এ ছিলো যে, জনগণ তাদের বিরোধী হয়ে যায় এবং তারা জনগণকে ভয় পেতে শুরু করে। এ অপ্রীতি ও ভীতির প্রেক্ষিতে উমাইয়া—খলীফারা তাদের হুকুমাত টিকিয়ে রাখার জন্যে কথায় কথায় মানুষকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতে থাকে এবং সামান্য সন্দেহ-সংশয়ের কারণে জনগণের প্রতি হুমকি ও শাস্তি প্রদানের রীতি জারী হয়ে যায়। শুধু রাজনৈতিক ব্যাপারেই নয়, বরং সার্বিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তারা এ রীতি চালু করে দেয়।

মুসেল অঞ্চলে চুরি ও সিঁদ কাটার হিড়িক পড়ে যায়। এ দুস্কৃতি প্রতিরোধ কল্পে সেখানকার গভর্ণর ইয়াহিয়া গাসসানি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীযের নিকট এ প্রস্তাব পাঠায় যেনো আমীরুল মুমিনীন সন্দেহজনক ব্যক্তিদের আটক করা ও শাস্তি দানের অনুমতি প্রদান করেন।

জবাবে খলীফা তাকে জানিয়ে দেন ঃ

"কেবল মাত্র শরয়ী ভাবে প্রমাণ হলেই কোনো ব্যক্তিকে আটক করা ও শাস্তি প্রদান করা যাবে। ন্যায় ও ইনসাফ যদি লোকদের সংশোধন না করতে পারে, তবে খোদা তাদের সংশোধন না করুন।"

জাতিগত বিদ্বেষ পরিহার

ইসলামী জীবনে জাতি, বংশ ও গোত্রের কোনো গুরুত্ব নেই এবং এগুলোর মাধ্যমে গর্ব ও অহংকারের কোনোই অবকাশ নেই। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফত আমল। সামনে রয়েছে এক ফৌজি অভিযান।

www.pathagar.com

অভিযানের উদ্দেশ্যে জফর নামক স্থানে একত্রিত হয়েছে বিরাট ফৌজ। সবচেক্ষে দেখার জন্যে আমীরুল মুমিনীন সেখানে তাশরীফ আনেন।
বনি ফেজারার লোকেরা একস্থানে অবস্থান করছিলো। আমীরুল মুমিনীনকে দেখে সম্মানার্থে তারা দাঁড়িয়ে যায়। তিনি তাদের জন্যে দোয়া করেন এবং তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাদের সরদাররা বললো : "হে খলীফাতুর রাসূল! ঘোড়ায় চড়ে আমরা শত্রু বাহিনীর অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিতে পারি। তাই আমরা ঘোড়া সাথে করে নিয়ে এসেছি। নেতৃত্বের পতাকা আমাদের হাতে প্রদান করুন।"

"আল্লাহ তোমাদের সাহস বাড়িয়ে দিন, তোমাদের নিয়াতে বরকত দান করুন। কিন্তু—ঝান্ডা তোমাদের দেয়া যাবেনা। কারণ আগেই তা বনু আবসের হাতে অর্পণ করা হয়েছে।" খলীফা জবাব দিলেন।

খলীফার জবাব শুনে বনু ফেজারার লোকেরা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠে : "আমরা বনু ফেজারা। বনু আবসের চেয়ে আমরা উত্তম। তাই ঝান্ডা আমাদের হাতেই দিতে হবে।"

"খামুশ! তোমাদের চেয়ে প্রত্যেক আবসী উত্তম।" ধমক দিয়ে বললেন আমীরুল মুমিনীন। বনি আবসের লোকেরা শুনতে পেয়ে তারাও গোত্রবিদ্বেষ প্রসূত কিছু বলতে উদ্যত হয়। কিন্তু হযরত আবু বকর তাদেরও তীব্র ভাষায় নিন্দা করে খামুশ করে দেন।

মুসলমানেরা জাতি ও গোত্র বিদ্বেষে লিপ্ত হতে পারে না।

মুসলমান হত্যা থেকে বিরত থাকা

॥এক॥

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন যিনি ছিলেন হযরত উসমান হত্যাকারীদের একজন সাহায্যকারী। তরবারি নিয়ে রওয়ানা করেন হযরত সালেম। তার নিকট পৌঁছে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন :

"তুমি কি মুসলমান?"

"হ্যাঁ, আমি মুসলমান। আপনি আপনার প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ পালন করুন।" লোকটি বললো

"আজ ভোরে নামায পড়েছো?" সালেম জানতে চান।

"হ্যাঁ, পড়েছি।" অপরাধী বললো।

সালেম তরবারি দূরে নিক্ষেপ করে হাজ্জাজকে গিয়ে বলেন : লোকটি মুসলমান। আজ ভোরেও নামায পড়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ

www.pathagar.com

করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো, সে আল্লার নিরাপত্তাধীন।"

হাজ্জাজ ঃ ফজরের নামায পড়ার কারণে আমি তাকে হত্যার নির্দেশ দেইনি। বরং সে উসমান হত্যাকারীদের সাহায্যকারী ছিলো বলেই হত্যার নির্দেশ দিয়েছি।

সালেম ঃ তার জন্যে আরো অনেক লোক বর্তমান রয়েছে, যারা উসমানের রক্তের প্রতিশোধ নেবার বেশী অধিকারী।

সালেমের পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) সালেমের বক্তব্য শুনে মন্তব্য করেন ঃ সালেম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।

।। দুই ।।

হযরত আলী (কঃ) ও মুয়াবিয়া (রাঃ) এর মধ্যকার সিফফীনের যুদ্ধ ছিলো এক বিরাট সংঘর্ষ। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এ যুদ্ধে অংশ নেন। কিন্তু এমন কিছু লোকও ছিলেন, যারা এ যুদ্ধে মুসলমানদের রক্তে নিজেদের হাত রক্তাক্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এদের একজন আবুল আলীয়া রিয়াদী। ইনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী।

সে সময় ইনি ছিলেন যুবক এবং যুদ্ধপ্রিয়। পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। দুই দিকে বিরাট বাহিনী। যতদূর নযর যায় শুধু ফৌজ আর ফৌজ।

ময়দানে পৌঁছে আবুল আলীয়া অবলোকন করেন এক বিস্ময়কর দৃশ্য। একদিক থেকে তাকবীর ও কালেমা তাওহীদের শ্লোগান উঠলে অপর দিক থেকেও একই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। আবুল আলীয়া ভাবতে থাকেন ঃ "হে আল্লাহ, আমি কোন পক্ষকে মুমিন আর কোন্ পক্ষকে কাফির মনে করবো ? কার পক্ষে এবং কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো ? আমি তো যুদ্ধ করতে বাধ্য নই।"—ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে যান।

।। তিন ।।

সিফফীনের যুদ্ধকাল।। মাসরূক ইবনে আজদা ছিলেন ইয়ামেনের একজন সেরা যুদ্ধা। তিনি উভয় পক্ষের কোনো পক্ষেই যোগ দেননি। বিখ্যাত কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি এবং তার তিন ভাই শরীক হয়েছিলেন। তার তিনটি ভাই-ই শহীদ হয়ে যান। তরবারি চালাতে চালাতে তার হাত থেৎলা হয়ে যায়। তার মাথায়ও ভীষণ আঘাত লাগে, যার চিহ্ন এখনো বাকী ছিলো। এ চিহ্নটিকে তিনি বীরত্ব ও জিহাদ ফী-সাবীলিল্লার স্মৃতি

www.pathagar.com

স্বরূপ খুবই ভাল বাসতেন। কিন্তু এসময় যুদ্ধের দামামা বাজতেই তিনি কুফা ত্যাগ করে কাজভীন চলে যান।

হযরত আলীকে তিনি সত্যপন্থী মনে করতেন। তাই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকায় এক ব্যক্তি তাকে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন ঃ "আপনি কেনো আলীর সহযোগিতা করেননি ?"

মাসরূক বললেন ঃ "আল্লার ওয়াস্তে আমি কি তোমাদের একটা প্রশ্ন করবো ?" লোকটি বললোঃ "বলুন"।

মাসরূক বললেন ঃ

"মনে করো, আমরা একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে তরবারি চালাতে আরম্ভ করলাম; হঠাৎ এমনি সময় আসমানের দরজা খুলে গেলো এবং একজন ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়ে দু'দলের মাঝখানে দণ্ডায়-মান হয়ে ঘোষণা করলেন ঃ

يأيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم - ان

الله كان بكم رحيما -

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা। ঐ সম্পদ তোমরা খাও, যা ব্যবসায়ের মাধ্যমে পরস্পরের সন্তুষ্টিসহ হাসিল হয়। তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করোনা। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল।" এ ঘোষণা শুনে উভয় পক্ষ কী করবে ?"

"যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে।" প্রশ্নকারী স্বীকৃতি দিলো।

"তবে শোনো! খোদার শপথ! আসমানের দরজা তিনি খুলেছেন এবং সে দরজা দিয়ে ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়ে আমাদের নবী (সঃ) কে আল্লার এ নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছেন। এ হুকুম কুরআনে বর্তমান রয়েছে এবং অন্য কোনো আয়াত এ আয়াতটিকে মানসুখ করেনি।"

প্রশ্নকারী আশ্বস্ত হলো। সে বুঝতে পারলো কেনো মাসরূক এ লড়াইয়ে অংশ নেননি।

www.pathagar.com

মুসলমানের সম্মান করা

খলীফা হযরত আলী (কঃ)। তিনি প্রায়ই জনগণের অবস্থা সচোক্ষে দেখার জন্য বাজারে যেতেন। একদিন আমীরুল মুমিনীন বাজারে যাচ্ছেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে দেখেই তাঁর সম্মানার্থে থেমে যায় এবং তাঁর পিছু পিছু চলতে থাকে।

খলীফা তাকে বললেন ঃ "আমার পাশাপাশি চলো।"

"আমীরুল মুমিনীন! আপনার মর্যাদা ও সম্মানার্থে পিছে হাঁটছি।" —লোকটি বললো।

"সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের এ পন্হা দুরস্ত নেই। এতে শাসকের জন্যে ফিতনা ও মুমিনের জন্যে অপমান রয়েছে।"—একথা বলে আমীরুল মুমিনীন লোকটিকে নিজের পাশাপাশি চলতে বাধ্য করলেন।

অনুশোচনা ও পরিশুদ্ধি

কোনো একটি বিষয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমারের (রাঃ) মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিলো। হঠাৎ হযরত আবু বকরের মুখ থেকে একটি কঠোর কথা বের হয়ে যায়। পরে এজন্যে হযরত আবু বকরের লজ্জাবোধ হয়। তিনি অনুশোচনা করেন এবং হযরত উমারের নিকট গিয়ে ক্ষমা চান। কিন্তু উমারের মনে দুঃখ হয়। তিনি ক্ষমা করতে অস্বীকার করেন। হযরত আবু বকর পেরেশান হয়ে হুজুর (সঃ) এর খেদমতে গিয়ে আরয করেন যে, আমার একটি কথায় উমার মনে কষ্ট পেয়েছে। তার থেকে আমার জন্যে ক্ষমা নিয়ে দিন। হুজুর (সঃ) সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন ঃ খোদা তোমাকে ক্ষমা করুন।" সাহাবাগণের নিকট রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দোয়া ছিলো অত্যন্ত প্রিয় ও সান্ত্বনা দায়ক।

ক্ষমা করতে অস্বীকার করায় উমারের অন্তরেও লজ্জা ও অনুশোচনা জাগ্রত হয়। পেরেশান হয়ে তিনিও রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর খেদমতে হাযির হন। হুজুরের পাশে তিনি আবু বকরকে দেখতে পান এবং হুজুর (সঃ) এর চেহারা মুবারকে লক্ষ্য করেন অসন্তুষ্টির লক্ষণ। উমার উপস্থিত হতেই হযরত আবু বকর বিনয়ের সাথে হুজুরের নিকট আরয করলেন ঃ ভুল আমিই করেছি।"

এভাবে দুজনেরই মনোকষ্ট বিদূরিত হয়ে যায়।

মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দেয়া

মুসলমানদের মধ্যে পারস্পারিক সন্ধি-সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া একটি দ্বীনি দায়িত্ব। কুরআনে মজীদে এর নির্দেশ রয়েছে। হযরত উস-

www.pathagar.com

মানের শাহাদতের পর হযরত আলী খলীফা হলে মুসলমানদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তা-ই জংগে জামালের রূপ ধারণ করে। একদিকে হযরত আলী আর অপরদিকে কাতার বন্দী হন হযরত আয়েশা, তালহা ও যুবায়ের প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। হযরত কায়াব ইবনে মিসওয়ারকে হযরত উমার (রাঃ) বসরার কাযীর পদে নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক তুমুল যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে তিনি নির্জন বাসে চলে যান।

লোকেরা হযরত আয়েশাকে বললোঃ কায়াবকে সাথে নিতে পারলে গোটা 'আযদ' কবিলা আপনার সাহায্যকারী হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা কায়াবের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হন এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান। কিন্তু তিনি হযরত আয়েশার কথার কোনো প্রকার জবাব দেয়া থেকে ক্ষান্ত থাকেন। এতে হযরত আয়েশা বললেনঃ

"কায়াব, আমি কি তোমার মা নই, এবং তোমার উপর কি আমার কোনো অধিকার নেই!"

হযরত কায়াব আরয করলেনঃ "আপনার প্রস্তাব বলুন।"
আমি চাই তুমি লোকদের বুঝিয়ে সুজিয়ে সন্ধি-সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করো।" উম্মুল মুমিনীন বললেন।

এ কথার পর হযরত কায়াব দ্রুত নির্জনবাস থেকে বেরিয়ে এলেন। কুরআন হাতে নিয়ে লোকদের বুঝানোর জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে হযরত কায়াব সারির মধ্যে ঢুকে ঢুকে লোকদের কুরআন খুলে বুঝাতে এবং কুরআনের প্রতি আহবান করতে থাকেন। কিন্তু পরিবেশ ছিলো অত্যন্ত নাজুক। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং সমঝোতার চেষ্টা করতে করতে হযরত কায়াব শহীদ হয়ে যান।

পক্ষপাতহীন বিচার

।। এক ।।

কাযী শুরাই ইবনে হারেছ হযরত উমার (রাঃ) এর যুগে কাযী ছিলেন। নিরপেক্ষ বিচার ছিলো তাঁর নীতি। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি না খলীফা উমারকে পরোয়া করতেন আর না কোনো নিকটাত্মীয়কে। কাযী নিযুক্ত হবার আগে থেকেই তিনি পক্ষপাতহীন ফায়সালা প্রদানের জন্যে খ্যাত ছিলেন।

একবার হযরত উমার (রাঃ) এক ব্যক্তির নিকট থেকে এই শর্তে একটা ঘোড়া খরিদ করেন যে, ঘোড়া যদি পরীক্ষা নিরীক্ষায় টিকে যায়, তবে আমি

www.pathagar.com

খরিদ করবো। কিন্তু ঘোড়ায় ত্রুটি আছে বলে পরীক্ষায় ধরা পড়লো। ঘোড়া ফেরত দিতে চাইলেন হযরত উমার (রাঃ)। এ নিয়ে বিক্রেতার সাথে তর্ক হয়। হযরত শুরাইকে শালিশ বানানো হলো। তিনি ফায়সালা দিলেন ঃ

"আমীরুল মুমিনীন! যে ঘোড়া আপনি খরীদ করেছেন, তা-ই নিয়ে যান। অথবা যে অবস্থায় ঘোড়াটি খরিদ করেছিলেন সে অবস্থায় ফেরত দিন।

এ ফায়সালা শুনে হযরত উমার তাঁকে ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার শক্তির জন্যে কুফার কাযী মনোনীত করেন।

॥ দুই ॥

কাযী শুরাইর পুত্র এক অভিযুক্ত ব্যক্তির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করে। হযরত শুরাই এ জন্যে নিজ পুত্রকে বন্দী করেন।

॥ তিন ॥

একবার কাযী শুরাইর আরদালী জনৈক ব্যক্তিকে কোড়া মারে। কাযী শুরাই সে ব্যক্তিকে দিয়ে আরদালীকে কোড়া পিটা করেন।

॥ চার ॥

কাযী শুরাইর খান্দানের এক ব্যক্তি কোনো একজন লোকের উপর বাড়া-বাড়ি করে। তাঁর আদালতে মুকাদ্দমা দায়ের হয়। নিজ খান্দানের লোককে আসামী হিসেবে পেয়ে তিনি তাকে এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন। মুকাদ্দমার রায় ঘোষণা করে উঠলে তার খান্দানের লোকটি কিছু বলতে চাইলে কাযী সাহেব তাকে বলেন ঃ

"তোমার কোনো কথা শুনার আমার প্রয়োজন নেই। তোমাকে তো আমি কয়েদ করিনি, তোমাকে কয়েদ করেছে ইনসাফ।"

॥ পাঁচ ॥

কাযী শুরাইর এক পুত্র এবং অন্য কয়েকজন লোকের মধ্যে কোনো এক ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ চলছিলো। কাযী শুরাইর পুত্র তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

"আব্বাজান! এই হচ্ছে ঘটনা। মুকাদ্দমা দায়ের করলে এতে যদি আমার জিতবার সম্ভাবনা থাকে তবে আমি মুকাদ্দমা দায়ের করে দেবো, আর জিতবার সম্ভাবনা না থাকলে চুপ থাকবো।"

"মুকাদ্দমা দায়ের করে দাও" পুরা ঘটনা চিন্তা করে পিতা জবাব দিলেন।

www.pathagar.com

পুত্র তাই করলো। কাযী সাহেবের আদালতে মুকাদ্দমা পেশ হলো। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনার পর কাযী শুরাই যে রায় প্রদান করেন, তা ছিলো পুত্রের বিরুদ্ধে।

আদালত বরখাস্তের পর কাযী সাহেব বাড়ী ফিরলে পুত্র আরয করলোঃ

"আব্বাজান! আপনি আমার উপর বড় যুলুম করেছেন। মুকাদ্দমা দায়ের করার পূর্বে তো আমি আপনার সঙ্গে এজন্যেই পরামর্শ করেছি যে, আমার জিতার সম্ভাবনা থাকলেই মুকাদ্দমা দায়ের করবো, না হলে চুপ থাকবো। আপনি আমাকে মুকাদ্দমা দায়ের করার পরামর্শ দিয়ে অতঃপর আমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। আপনি খামোখা আমাকে লাঞ্ছিত করলেন।"

কর্তব্য পরায়ন ইনসাফগার পিতা জবাব দিলেনঃ

"প্রিয়তম পুত্র! পৃথিবীতে অপর সকল মানুষের তুলনায় তুমি আমার বেশী প্রিয়। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তোমার চেয়েও অধিক প্রিয়। তুমি যখন প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করে আমার সঙ্গে পরামর্শ করছিলে, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম রায় তোমার বিরুদ্ধে যাবে। একথা আগেই আমি তোমাকে বলে দিলে তুমি বিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করে নিতে। এভাবে তাদের অধিকার বিনষ্ট হতো। প্রকৃত হকদারকে তার অধিকার পেঁছে দেবার জন্যেই তোমাকে আমি এ পরামর্শ দিয়েছি। তোমার খুশী হওয়া উচিত যে, নাহক মাল কবজা করে রাখার অপরাধ থেকে তুমি নাজাত পেলে!"

॥ ছয় ॥

হযরত আলীর (কঃ) বর্ম (লৌহ নির্মিত জামা) কোথাও পড়ে যায়। একজন অমুসলিম বর্মটি উঠিয়ে নেয়। ঘটনা জানতে পেরে আলী বর্ম দাবী করে কাযী শুরাইর আদালতে মুকাদ্দমা দায়ের করেন।

কাযী শুরাইঃ আলী দাবী করছেন তোমার কাছে যে বর্মটি রয়েছে এটা তার।

ইয়াহুদীঃ তাঁর দাবী ভুল।

কাযী সুরাইঃ কিন্তু বর্ম যে তোমার তার কী প্রমাণ তোমার কাছে আছে?

ইয়াহুদীঃ প্রমাণ এযে, বর্ম আমার দখলে রয়েছে।

কাযী শুরাইঃ (হযরত আলীকে) আমীরুল মুমিনীন! এবার বলুন এ বর্ম যে আপনার এমন কোনো প্রমাণ কি আপনি পেশ করতে পারেন?

আলীঃ আমার পুত্র হাসান এবং গোলাম কম্বর সাক্ষী রয়েছে যে, বর্ম আমার এবং বর্মটি কোথাও পড়ে গিয়েছিলো।

কাযী শুরাইঃ হাসান আপনার পুত্র এবং কম্বর আপনার গোলাম। আমি পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য এবং মুনীবের পক্ষে গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে পারবনা। অন্য কোনো সাক্ষ্য থাকলে নিয়ে আসুন।

আমীরুল মুমিনীনঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর এ বাণী শুনেননি যে, হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের সরদার। এমন যুবকের সাক্ষ্যও কি গ্রহণযোগ্য নয় ?

কাযী শুরাই ঃ হুজুর (সঃ) এর এ বাণী অবশ্যই শুনেছি। কিন্তু এটা সাক্ষ্য সংক্রান্ত আইনের ব্যাপার। ব্যক্তি-মর্যাদার ভিত্তিতে যদি ফায়সালা করা যেতো তবে তো আপনার দাবীই যথেষ্ট ছিলো।

আমীরুল মুমিনীনঃ ঠিক আছে, আমি আমার দাবী প্রত্যাহার করলাম।

ঘটনা দেখে ইয়াহুদী চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ

"কাযী সাহেব ! আমি এক মহাসত্যের স্বীকৃতি দিচ্ছি। আপনি আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে ফায়সালা দিলেন আর তিনি বিনা বাক্যে-তা মেনে নিলেন। বাস্তবিকই আপনাদের দ্বীন ইসলাম সত্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লার সত্য রাসূল। আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

ইয়াহুদীর ইসলাম কবুল করায় হযরত আলী এতটা আনন্দিত হলেন যে, তিনি বর্মটি ইয়াহুদীকে দিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ঃ

"এ বর্ম আমার পক্ষ থেকে তোমার ইসলাম গ্রহণের স্মৃতি স্বরূপ তোমাকে দান করলাম।"

আল্লাহু আকবার। কী মহান লোক ছিলেন তাঁরা !

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

জারাহ ইবনে আবদুল্লাহ হুকমী ছিলেন খোরাসানের গভর্ণর। সেখানকার লোকদের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার ছিলো খুবই খারাপ। গভর্ণর আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীযকে এক পত্রে সব ঘটনা লিখে আরয করলেন ঃ

"কোড়া এবং তরবারি ছাড়া অন্য কিছু এ লোকদের ঠিকপথে আনতে পারবেনা। আপনি ভালো মনে করলে অনুগ্রহ করে এ কাজের অনুমতি দেবেন।"

গভর্ণরের চিঠির জবাবে আমীরুল মুমিনীন তাকে লিখে পাঠান ঃ

"খোরসানের লোকদের কোড়া আর তরবারি ছাড়া অন্য কোনো জিনিসই সঠিক পথে আনতে পারবে না তোমার এ বিবেচনা নেহাত ভুল।

www.pathagar.com

মূলতঃ আদর্শ ও ইনসাফই কেবল মানুষকে সঠিক পথে আনতে সক্ষম। সুতরাং সর্বত্র আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো।"

এটাই হচ্ছে সে শান্তির দর্শন, যা দুনিয়ার সামনে ইসলাম পেশ করেছিলো। কিন্তু মুসলমানেরা পরবর্তীকালে অমুসলিম দর্শনের শিক্ষা লাভ ও তার অনুবর্তন করে খোদ মুসলমানদের রক্তে যমীনকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।

ইনসাফ ও সাম্য

॥ এক ॥

জুমার দিন। খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) মিম্বার থেকে ঘোষণা করলেনঃ আজ আমি সদাকার উট বিতরণ করবো। সবাই আসবেন। কিন্তু অনুমতি ছাড়া কেউই আমার কাছে চলে যাবেন না।

ঘোষণা শুনে এক মহিলা তার স্বামীকে বললোঃ "তুমিও খলীফার দরবারে গিয়ে হাযির হও। একটা উট মিলেও যেতে পারে।"

লোকটি আসলো বটে। কিন্তু অনুমতি ছাড়াই খলীফার সামনে গিয়ে হাযির হয়।

খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) বেআদবীর জন্যে লোকটিকে উটের মেহার দিয়ে মারলেন। অতঃপর বন্টন কাজ সমাধা হলে খলীফা বললেনঃ "মেহার দিয়ে যে লোকটিকে মেরেছিলাম তাকে ডাকো।"

ভয়ে ভয়ে লোকটি আসলো। খলীফা বললেনঃ

"নাও আমি তোমাকে এই মেহার দ্বারা মেরেছিলাম তুমি এখন এটা দিয়ে আমার প্রতিশোধ নাও।"

পাশে বসা ছিলেন হযরত উমার। তিনি বললেনঃ

"খলীফাতুর রাসূল! এ নিয়ম চালু করে যাবেন না। আপনি তো বিনা কারণে তাকে মারেননি। বরং নির্দেশ লংঘন করায় তাকে শাস্তি দিয়েছেন।"

"তোমার কথা সত্য, কিন্তু কিয়ামতের দিন যদি এ ব্যাপারে আমাকে মুহাসাবা করা হয়, তখন কী জবাব দেবো?"—সাম্য ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক খলীফা জবাব দিলেন।

॥ দুই ॥

হযরত উমার ফারুকের (রাঃ) খেলাফত আমল। হজ্জ চলছে। আল্লার বান্দাদের বিরাট সমাবেশ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছে। "আল্লাহুম্মা লাব্বা-

www.pathagar.com

য়েক, লা শারীকালাকা লাব্বায়েক" ধ্বনি দিগন্ত মুখরিত করছে।

সিরিয়ার গাসসান গোত্রের বাদশাহ জাবালা ইবনে আইহাম মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। হজ্জের এ সমাবেশে তিনি শামিল ছিলেন। দারুণ ভীড়। জাবালার পিছে ছিলো এক বেদুঈন। আল্লার যিকিরে পাগলপারা। হঠাত গাসযান সরদারের ঝুলন্ত জামায় বেদুইনের পা লেগে যায়। রেগে উঠেন সরদার। বেচারা বেদুঈনের চোয়ালে ভীষণ এক থাপ্পড় তিনি কষে মারেন। এতে বেদুঈনের একটি চোখ উপড়ে যায়।

মুকাদ্দমা পেশ হয় আমীরুল মুমিনীনের আদালতে।

আমীরুল মুমিনীন ঃ জাবালা! বেদুঈনকে চড় মারা কি তোমার উচিত হয়েছে ?

জাবালা ঃ হাঁ আমীরুল মুমিনীন! সে পা দিয়ে আমার জামা মাড়িয়ে দিয়েছে। তাই গোস্তাখীর সাজা দিয়েছি।

আমীরুল মুমিনীন ঃ এখন এ ব্যক্তিও সেভাবে তোমার চোয়ালে চড় মারবে। (ফায়সালা দিলেন খলীফা)।

জাবালা ঃ (বিস্ময়ের সাথে) আল্লাহু আকবার! এই নিকৃষ্ট বেদুঈ-নের চোখ আর আমার চোখ কি সমান ?

আমীরুল মুমিনীন ঃ অবশ্যই! আল্লার বান্দাহ হবার ব্যাপারে তোমরা দু'জনেই সমান। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতেও তোমরা দু'জনেই সমান এবং দ্বীনি দৃষ্টিতেও বাদশা-বেদুঈন সমান।

"তবে আমাকে একদিনের সময় দিন।" বিনয়ের সাথে আবেদন করলো জাবালা।

আমীরুল মুমিনীন ঃ ভালো কথা! হয় কাল পর্যন্ত কেসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্যে বেদুঈনকে রাযী করিয়ে নাও। না হয় আগামীকাল বেদুঈনের চোখের পরিবর্তে তোমার চোখ উঠিয়ে নেয়া হবে।

দরবারে খেলাফত থেকে বেরিয়ে পড়লো জাবালা এবং এ কথা বলে পালিয়ে যায় ঃ যে দেশ এতটা অন্ধকারে নিমজ্জিত যে একজন বাদশাহ ও বেদুঈনকে আইনের দৃষ্টিতে সমান মনে করা হয়—এমন দেশে আমি আর থাকবো না।"

জাবালা ভেগে যায় এবং তার পরকাল বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু ইসলা-মের সে সাম্য ও ইনসাফের আদর্শ কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির অনুসরণ যোগ্য আদর্শ হিসেবে বর্তমান থাকবে।

www.pathagar.com

আইনের শাসন

খেলাফতে রাশেদার যুগে যে আইনের শাসন কায়েম হয়, তা ছিলো নযীর-বিহীন। ইংরেজীতে এরূপ শাসনকে বলা হয় RULE OF LAW-এ আইনের দৃষ্টিতে অফিসার-কর্মচারী সবাই সমান।

হজ্জ উপলক্ষে সকল প্রদেশের গভর্ণরগণ উপস্থিত। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রাঃ) নিয়মমাফিক ঘোষণা দিলেন ঃ "গভর্ণর ও অফিসারদের বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে পেশ করুন।"

ঘোষণা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ

"আমীরুল মুমিনীন! আপনার মিশরের গভর্ণর আমর বিনা কারণে আমাকে একশত কোড়া মেরেছে।"

আমীরুল মুমিনীন ঃ আমর, এ ব্যক্তি কি সত্য বলছে?

আমর ইবনে আস ঃ জী-হাঁ, আমীরুল মুমিনীন!

আমীরুল মুমিনীন ঃ (বাদীর প্রতি) তুমিও কি এর পরিবর্তে একশত কোড়া মারতে চাও?

বাদী ঃ অবশ্যই আমীরুল মুমিনীন!

"আমর, কোড়া গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।" ন্যায় বিচারের মূর্ত প্রতীক খলীফা নির্দেশ দিলেন।

"আমীরুল মুমিনীন! এ নির্দেশ গভর্ণরদের জন্যে অত্যন্ত কঠোর। ভবিষ্যতে এটা একটা নযীর হয়ে থাকবে এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে পড়বে।"—একটি রাজনৈতিক কৌশল আরয করলেন আমর ইবনে আস।

"রাষ্ট্রব্যবস্থা যুলুম ও কঠোরতার উপর নয়, আদল ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে খোদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে কেসাস গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে এর অন্যথা করার তুমি কে?"—ধমক দিলেন আমীরুল মুমিনীন।

"আমি যদি বাদীকে সন্তুষ্ট ও রাযী করতে পারি, তবে কেসাস থেকে রেহাই পাবো?" আমর আরয করেন।

"হাঁ যদি এ ব্যক্তি তোমাকে ক্ষমা করে দেয় তবে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারো।" ফায়সালা দিলেন আমীরুল মুমিনীন।

কোড়ার পরিবর্তে দুই আশরাফি দিয়ে আমর বাদীকে রাযী করান এবং এভাবে মিশরের গভর্ণরের পিঠ একশত কোড়ার আঘাত থেকে রক্ষা পায়। প্রকাশ থাকে যে, বাদী ছিলো একজন অমুসলিম।

www.pathagar.com

হক কথা বলা

।। এক ।।

শাসন ক্ষমতা ও নেতৃত্ব এমন একটি নেশা, যেখান থেকে খুব কম লোকই হক কথা সহ্য করতে পারে। কিন্তু হক কথা বলা ইসলামী যিন্দেগীর বুনিয়াদী আমল। ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফাগণ হক কথা বলার জন্যে নাগরিকদের উৎসাহ প্রদান করতেন।

একদিন মিম্বরে উঠে দাঁড়ান খলীফা হযরত উমার (রাঃ)। জনগণের বিরাট সমাবেশ। ভাষণ দিচ্ছেন খলীফা। হঠাত ভাষণের মধ্যে উচ্চস্বরে বলে উঠেনঃ "আমি যদি দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ি তাহলে তোমরা কি করবে?"

একথা শুনতেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলো এবং তরবারি কোষ মুক্ত করে বললোঃ "এ তরবারি দিয়ে তোমার শির উড়িয়ে দেবো।"

"তুমি আমার সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারলে!"—ধমকের সুরে বললেন আমীরুল মুমিনীন।

"হাঁ হাঁ, আমীরুল মুমিনীন! তোমার সম্পর্কেই বলছি।" নির্ভীক চিত্তে জবাব দিলো লোকটি।

লোকটির জবাব শুনে হযরত উমার বললেনঃ

"আলহামদুলিল্লাহ। এ জাতির মধ্যে এমন লোকও মওজুদ রয়েছে, আমি বক্র পথে চললে যে আমাকে সোজা করে দেবে।"

।। দুই ।।

হযরত আবু ওয়ায়েল ইবনে সালামা ছিলেন একজন তাবেয়ী মুজাহীদ। উমাইয়া আমলে বড় সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে তাঁকে দেখা হতো। নিষ্ঠুর হাজ্জাজও তাঁর প্রতি কোমল ছিলো। কিন্তু হাজ্জাজ তাঁর কর্মতৎপরতায় খুবই না খোশ ছিলো। হাজ্জাজ একবার কুফা এলে আবু ওয়ায়েলকে ডেকে পাঠান। অতঃপর উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন অনুষ্ঠিত হয়ঃ

হাজ্জাজঃ অপনার নাম?

আবু ওয়ায়েলঃ তুমি নিশ্চয়ই জানো, নতুবা আমাকে ডেকে পাঠালে কি করে?

হাজ্জাজঃ এ শহরে কখন এসেছেন?

আবু ওয়ায়েলঃ এ শহরের সকল অধিবাসী যখন এসেছিলো।

হাজ্জাজঃ কি পরিমাণ কুরআন আপনার ইয়াদ আছে?

আবু ওয়ায়েলঃ এতটা পরিমাণ ইয়াদ আছে, যার উপর আমল করলে

www.pathagar.com

আমার জন্যে যথেষ্ট।

হাজ্জাজ ঃ আমি আপনাকে ডেকেছি এ জন্যে যে, আপনাকে একটা সরকারী দায়িত্বে নিয়োগ করতে চাই।

আবু ওয়ায়েল ঃ সে দায়িত্বটা কি ?

হাজ্জাজ ঃ অপরাধীদের বন্দী করা।

আবু ওয়ায়েল ঃ এ পদ ঐ লোকদের জন্যেই উপযুক্ত, যারা যিম্মাদারীর সাথে তা আঞ্জাম দিতে পারে। আমি কোনো অবস্থাতেই এ কাজের উপযুক্ত নই।

হাজ্জাজ ঃ না, এ দায়িত্ব আপনাকে কবুল করতেই হবে।

আবু ওয়ায়েল ঃ তুমি যদি এ থেকে আমাকে রেহাই দাও, তবে তো ভালো। আর যদি বাড়াবাড়ি করো তবে তা আমি গ্রহণ করবো বটে; কিন্তু আমার মনের অবস্থা বলে দিতে চাই।

হাজ্জাজ ঃ বলুন।

আবু ওয়ায়েল ঃ আমার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তোমার কোনো কর্মচারী না হওয়া সত্ত্বেও যখনই তোমার চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে, সে রাতে চোখের ঘুম উঠে যায়। আর তোমার কর্মচারী হলে অবস্থাটা যে কি হবে !

হাজ্জাজ ঃ এর কারণ ?

আবু ওয়ায়েল ঃ লোকেরা তোমার ব্যাপারে এতটা ভীত যে, এর পূর্বে কোনো শাসককে কেউ এত ভয় করেনি।

হাজ্জাজ ঃ (হেসে উঠে) এর কারণ হচ্ছে রক্তপাতে আমার চেয়ে অগ্রসর কেউ ছিলেন না। আমি এমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিয়েছি যে, সে দৃশ্যের কথা মনে করতেই লোকেরা ভয় পায়। এ নিষ্ঠুরতাই আমার সকল মুশকিল আসান করেছে। যাক খোদা আপনাকে রহমত করুন। এখন আপনি যান। কোনো উপযুক্ত লোক পেলে আপনাকে আর কষ্ট দেবনা।

আবু ওয়ায়েল উঠে চলে গেলেন। আর কখনো হাজ্জাজের মুখোমুখি হননি।

॥ তিন ॥

ইয়াযীদ ইবনে আবি হাবীব ছিলেন মিসরের একজন প্রখ্যাত হাফেযে হাদীস। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেবা শশ্রূষার জন্যে মিসরের আমীর হুছেরা ইবনে সোহাইল তাঁর খেদমতে হাযির হন। হুছেরা একটি মাসআলা জানতে চেয়ে বলেন ঃ

"হযরত একটা মাসআলা বলুন না !

www.pathagar.com

"কি মাসআলা ?" হযরত ইয়াযীদ জানতে চান।

"যে কাপড়ে মশার রক্ত লেগেছে, তাতে কি নামায হবে ?" আমীর মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন।

তার বক্তব্য শুনে হযরত ইয়াযীদ ইবনে হাবীব মুখ ফিরিয়ে নেন এবং কথা বন্ধ করে চুপ হয়ে থাকেন।

তাঁর বিরক্তি ভাব অনুভব করে হুছেরা উঠে যায়। তাকে উঠতে দেখে হযরত ইয়াযীদ বলেন :

"প্রতিদিন আল্লার বান্দাদের খুন করো আর এখন আমার নিকট মশার রক্তের মাসআলা জিজ্ঞেস করছো ?"

॥ চার ॥

হযরত আমীর মুয়াবিয়া দেরার আসাদীকে বললেন : "আলীর গুণাবলী বর্ণনা করো।"

দেরার আসাদী আরম্ভ করলেন :

"আমীরুল মুমিনীন ! এ কাজ থেকে আমাকে মাফ করুন। এটা খুবই নাজুক বিষয়। আপনার এবং তাঁর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আপনি হয়তো আমার বর্ণনা সহ্য করতে পারবেন না।"

"না, এমনটি ধারণা করো না। সে সময় চলে গেছে।" আমীর মুয়াবিয়া নির্ভয় দিয়ে বললেন।

এ কথার পর দেরার আসাদী বর্ণনা করতে লাগলেন :

"আপনি যদি শুনতেই চান তবে শুনুন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত মহানুভব ও বীর পুরুষ। সিদ্ধান্তমূলক কথা বলতেন। ইনসাফের সাথে ফায়সালা করতেন। গভীর জ্ঞান রাখতেন। তাঁর প্রতিটি কথাই ছিলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জ্যোতিতে ভাস্বর। বুদ্ধি ও হেকমত ছিলো তাঁর ভূষণ। দুনিয়া এবং এর চাকচিক্যের প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিলনা। রাত জাগা ছিলো তাঁর কাছে অতিপ্রিয় কাজ। খোদার ভয়ে দারুন কান্নাকাটি করতেন এবং অধিক ফিকির করতেন। মোটা কাপড় এবং সাধারণ খানা পছন্দ করতেন। আমাদের মাঝে একেবারে আমাদের মতোই থাকতেন। আমরা প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিতেন। অপেক্ষা করতে বললে অপেক্ষা করতেন। সাম্যের আচরণ তিনি আমাদের সঙ্গে করতেন। দ্বীনদারদের ইযযত করতেন। গরীবরা ছিলো তাঁর অত্যন্ত নিকটবর্তী। নাহক কাজে শক্তিশালীদের লোভ-লালসার সুযোগ দিতেন না। দুর্বলদের ইনসাফের ব্যাপারে নিরাশ করতেন না।"

www.pathagar.com

"যুদ্ধ চলাকালে আমি তাঁকে দেখেছি। রাত অতিবাহিত হয়েছে। তারকারাজি অস্তমিত হয়েছে। অথচ তিনি দাঁড়ি ধরে চিন্তা ও পেরেশানীর সাথে বলে যাচ্ছেন—হে দুনিয়া! আমাকে ধোকায় ফেলো না। হে দুনিয়া তুমি রঙে-ঢঙে লক লক করে আমার দিকে এগিয়ে আসছো, অথচ আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি। আর ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। হে দুনিয়া! তোমার বয়েস অত্যন্ত কম আর তোমার মাকসাদ খুবই নিকৃষ্ট। আহ্! আমার পাথেয় কতো কম! সফর কতো দীর্ঘ! পথ কতো কন্টকাকীর্ণ।"

—"আল্লাহ আবুল হাসানকে রহম করুন। খোদার কসম, তিনি এরূপই ছিলেন।"—অশ্রু সজল আমীর মুয়াবিয়া জবাব দিলেন।

॥ পাঁচ ॥

দরবারে উপবিষ্ট হযরত মুয়াবিয়া। হঠাত হযরত আবু মরিয়ম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন। কিন্তু এ সময় মুয়াবিয়া অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আবু মরিয়মের আগমন তাঁর পছন্দ হয়নি।

"আবু মরিয়ম! তোমার এ সময় আগমনে অমি খুশী হইনি।" মুয়াবিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন।

একথা শুনে আবু মরিয়ম বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের শাসক বানাবেন, সে যদি জনগণের প্রয়োজনসমূহের সামনে চোখ বন্ধ করে পর্দার আড়ালে বসে থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালাও কিয়ামতের দিন তার প্রয়োজনের সামনে পর্দা টানিয়ে দেবেন।"

শুনে হযরত মুয়াবিয়ার অন্তর কেঁপে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রয়োজনের কথা তাঁর নিকট পেঁৗছে দেয়ার জন্যে লোক নিয়োগের নির্দেশ দান করেন।

॥ ছয় ॥

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর ছিলেন একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যুলুম নির্যাতন থেকে আল্লার বান্দাদের রক্ষা করার জন্যে যখন কায়েস ইবনে আশয়াস তার বিরুদ্ধে তরবারি ধরেন,তখন সায়ীদও তাঁর সহযোগিতা করেন। কিন্তু কায়েস পরাজিত হন এবং সায়ীদ মককায় চলে যান। মক্কার গভর্ণর খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ কাশীরি তাঁকে গ্রেফতার করে হাজজাজের নিকট পাঠিয়ে দেন। সায়ীদকে দেখতেই হাজজাজ গোস্বায় জ্বলে উঠে বলে ঃ

www.pathagar.com

"তোমার নাম ?"

সায়ীদঃ সায়ীদ ইবনে জুবাইর।

হাজ্জাজঃ না, বরং তোমার নাম শাকী ইবনে কুশায়ের।

সায়ীদঃ আমার নাম সম্পর্কে আমার মা তোমার চেয়ে অধিক অবগত ছিলেন।

হাজ্জাজঃ তোমার মাও শাকী ছিলো, তুমিও শাকী।[১]

সায়ীদঃ গায়েবের খবর খোদা ছাড়া আর কে জানে ?

হাজ্জাজঃ তোমর দুনিয়ার জীবনকে আমি আগুনের লেলিহান শিখায় রুপান্তরিত করবো।

সায়ীদঃ আমার যদি বিশ্বাস হতো যে এ কাজ তোমার ইখতিয়ারাধীন, তবে তো তোমাকেই মা'বুদ বানিয়ে নিতাম।

হাজ্জাজঃ মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কি ?

সায়ীদঃ তিনি হেদায়াতের ইমাম এবং রহমতের নবী।

হাজ্জাজঃ আলী এবং উসমান সম্পর্কে তোমার মত কি ? তাঁরা কি জান্নাতে রয়েছেন না জাহান্নামে ?

সায়ীদঃ আমি তাঁদের কর্মকর্তা নই।

হাজ্জাজঃ এ দু'জনের কাকে তুমি অধিক পছন্দ করো ?

সায়ীদঃ যে আমার খোদার নিকট বেশী পছন্দনীয়।

হাজ্জাজঃ খোদার নিকট কে বেশী পছন্দনীয় ?

সায়ীদঃ সে জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লারই রয়েছে, যিনি অন্তরের রহস্য জানেন।

হাজ্জাজঃ আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেক সম্পর্কে তোমার মত কি ?

সায়ীদঃ তুমি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে কি জিজ্ঞেস করছো, যার অসংখ্য অপরাধের একটি হচ্ছে—তোমার অবস্থান।

হাজ্জাজঃ তুমি হাসছোনা কেনো ?

সায়ীদঃ ঐ ব্যক্তি কি করে হাসতে পারে, যে মাটির তৈরী আর মাটিকে আগুন খেয়ে ফেলে।

হাজ্জাজঃ আনন্দের সময় আমরা কেনো হাসি ?

সায়ীদঃ সকলের অন্তর সমান নয়।

শেষ পর্যন্ত হাজ্জাজ উত্তেজিত কন্ঠে হযরত সায়ীদকে হত্যার নির্দেশ

---

১. 'সায়ীদ' শব্দের অর্থ সৌভাগ্যবান এবং 'শাকী' শব্দের অর্থ দুর্ভাগা।

www.pathagar.com

়দয় এবং সায়ীদকে জিজ্ঞেস করে ঃ

"বলো, তোমাকে কিভাবে কতল করা তুমি পছন্দ করো ?

সায়ীদ ঃ পরকালে যেভাবে তুমি তোমার নিজের কতল পছন্দ করো।

হাজ্জাজ ঃ তুমি কি চাও যে, তোমাকে ক্ষমা করে দিই ?

সায়ীদ ঃ তুমি ক্ষমা করার কে ? ক্ষমাকারী তো আল্লাহ।

হাজ্জাজ ঃ তবে তোমাকে আমি কতলই করবো।

সায়ীদ ঃ আল্লাহ তায়ালা আমার মৃত্যুর যে সময় নির্ধারণ করেছেন, তা যদি উপস্থিত হয়ে থাকে, তবে আমি তা থেকে পালাতে পারবো না এবং সে সময়ের আগ-পরও হতে পারেনা। আর যদি তিনি যিন্দাহ রাখতে চান, তবে তাও আল্লারই ইখতিয়ারাধীন।

হাজ্জাজ তাকে কতল করার নির্দেশ দিয়ে দেয়। কতলগাহে পৌঁছুলে তাঁর দু'ঠোটে হাসি ফুটে উঠছিলো। এ খবর জানতে পেরে হাজ্জাজ পুনঃ তাঁকে ডেকে পাঠায়। ফিরে এলে হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করে ঃ তুমি কেনো হাসছিলে ?"

সায়ীদ ঃ খোদার বিরুদ্ধে তোমার দুঃসাহস এবং তোমার ব্যাপারে খোদার ধৈর্যের জন্যে।

হাজ্জাজ তার সম্মুখে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়।

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর কালেমায়ে শাহাদাত পড়েন এবং দোয়া করেন ঃ হে বিশ্বজাহানের মালিক! আমার পরে হাজ্জাজকে আর কাউকেও হত্যা করার অবকাশ দিওনা। জল্লাদের তরবারি উর্ধে উত্তোলিত হয়। হযরত সায়ীদের মস্তক দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়। মাথা যমীনে পড়লে কন্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে—লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ক'দিন পরই হাজ্জাজ মানসিক রোগে নিমজ্জিত হয় এবং আর কোনো লোককে হত্যা করা তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। এরপর সে বেহুশ হয়ে পড়তো। বেহুশ অবস্থায় সে দেখতো হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর তাকে জিজ্ঞেস করছেন ঃ হে খোদার দুশমন, কোন্ অপরাধে তুমি আমাকে কতল করেছো ?

॥ সাত ॥

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব ছিলেন একজন তাবেয়ী। তিনি ছিলেন একজন বুযুর্গ আলেম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর যখন মক্কায় খেলাফতের ঘোষণা করেন, তখন তিনি মদীনা বাসীদের বয়াত গ্রহণের জন্যে জাবের ইবনে আসওয়াদকে পাঠান। জাবেরের ছিলো চার বিবি।

www.pathagar.com

একজনকে তিনি তালাক দেন এবং ইদ্দত পূর্ণ হবার আগেই পঞ্চম বিয়ে করেন, যা নাকি শরয়ী ভাবে না জায়েয। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব জাবেরের হাতে বায়াত করার দাবীর প্রেক্ষিতে বলেন যতক্ষণ সকল মুসলমান কোনো একজনের হাতে বায়াত করার জন্যে একমত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কারো বায়াত করবোনা। তিনি জাবেরকে সম্বোধন করে বলেন : তোমার হাতে কেমন করে বায়াত করতে পারি, অথচ তুমি ইদ্দত পূর্ণ হবার আগেই পঞ্চম বিয়ে করেছো।

জাবের ইবনে আসওয়াদ উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং হযরত সায়ীদকে কোড়া মারার নির্দেশ দেন।

হযরত সায়ীদের পিঠে কোড়া বর্ষিত হচ্ছিলো, কিন্তু তার কণ্ঠে সত্যের বাণী উচ্চারিত হচ্ছিলো। তিনি বলছিলেন :

"আল্লার কিতাবের নির্দেশ শুনাবার ব্যাপারে কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবেনা। আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হচ্ছে—"তোমরা বিয়ে করো দুই তিন এবং চারের মধ্যে যা ইচ্ছা।" অথচ তুমি চতুর্থ স্ত্রীর বর্তমানেই পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করেছো। তোমার মন যা চায় তুমি তা করো।"

আনুগত্যের সীমা

উমাইয়া খলীফা ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেকের সময় ইরাক ও খোরাসানের গভর্ণর ছিলেন উমার ইবনে হোবায়রা। তিনি দেশের সেরা আলেমদের ডেকে ফতোয়া চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

"ইয়াযীদ আল্লার খলীফা। আমি তার গভর্ণর। খোদার পক্ষ থেকে তার আনুগত্য করা আমার জন্য ওয়াজিব। তিনি নির্দেশ পাঠান। আমি তা কার্যকর করি। এ ব্যাপারে আপনাদের রায় কি? আল্লার নিকট তার ভালো মন্দের যিম্মাদারী আমার উপর বর্তাবে কি?"

উপস্থিত আলেমদের মধ্যে ছিলেন হযরত হাসান বসরী। তিনি জবাব দিলেন :

"ইবনে হোবায়রা! ইয়াযীদের ব্যাপারে খোদাকে ভয় করো এবং খোদার ব্যাপারে ইয়াযীদকে ভয় পেয়োনা। খোদা তোমাকে ইয়াযীদের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু ইয়াযীদ খোদার পাকড়াও থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারবেনা। সে সময় খুবই নিকটবর্তী, যখন খোদা তোমার নিকট সে ফেরেশ্তা পাঠাবেন—যে তোমাকে ক্ষমতার প্রাসাদ থেকে সংকীর্ণ কবরে নিক্ষেপ করবে। সে সময় তোমার নেক আমল ছাড়া অন্য কিছুই তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা রাষ্ট্র ও সরকারের

www.pathagar.com

উপর তাঁর দ্বীনের সাহায্য ও তার বান্দাদের সেবা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। খোদার দেয়া রাষ্ট্র -ক্ষমতা দ্বারা খোদার বান্দাদের উপর চড়াও হয়োনা। খোদার নাফরমানী করে কোনো মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

সত্য কথন

একবার হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়ের বাজারে বসেছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন মুত্তালিব ইবনে সায়েব। এ সময় বনি উমাইয়া খলীফা মারওয়ানের হরকরা এখান দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলো। হযরত সায়ীদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তুমি কি মারওয়ানের হরকরা ?"

হরকরা ঃ জী-হাঁ !

সায়ীদ ঃ তাদের কি অবস্থায় দেখে এসেছো ?

হরকরা ঃ ভাল অবস্থায় দেখে এসেছি। আরাম-আয়েশ করছেন।

সায়ীদ ঃ তুমি এটাকে ভাল অবস্থা বলছো ? সে তো জনগণকে ভুখা রাখে আর কুকুরদের পেট ভর্তি করে।

হরকরা গোসসায় অগ্নীমুখো হয়ে উঠে। মুত্তালিব ইবনে সায়ীদ তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় দিয়ে হযরত সায়ীদ কে বললেন ঃ

"খোদা আপনাকে ক্ষমা করুন। সরকারী লোকদের সাথে এরূপ সাফকথা বলবেন না। এতে জীবনের ভয় আছে।"

সায়ীদ ঃ বেয়াকুফ, চুপ থাকো। কসম আল্লার। আমি যতক্ষণ খোদার হকের হেফাযত করবো, ততক্ষণ তিনি আমাকে এ যালেমদের দরজায় ফেলবেন না

সাহসিকতা

হযরত সুলাইমান ইবনে মাহরান ছিলেন একজন অনারব বংশোদ্ভূত। আ'মাশ উপাধিতে তিনি খ্যাত। ওয়ালাম যুদ্ধে তিনি গ্রেফতার হন। তার মালিক তাকে আযাদ করে দিলে তিনি কুফার কেন্দ্রে এসে এলেম হাসিলে মনোযোগ দেন। ইসলামের ফয়েয ও বরকত এ গোলামকে মুসলমানদের ইমাম ও নেতা বানিয়ে দেয়। ইলমের দৌলত অর্জন করে দুনিয়ার দৌলত থেকে তিনি মুক্ত থাকেন। খুবই সাধারণ গরীবি খাদ্য তিনি গ্রহণ করতেন। কিন্তু তাঁর মজলিশে আমীর এবং শাসকদেরও ফকীর মনে হতো।

তাওহীদের জজবা তাঁর অন্তরকে নির্ভীক-সাহসী করে তোলে। হক ও ইনসাফের ব্যাপারে তিনি কাউকেও খাতির করতেন না একবার উমাইয়া খলীফা

www.pathagar.com

হিশাম তাঁকে লিখে পাঠান ঃ "আলীর খারাবী এবং উসমানের মর্যাদা লিপিবদ্ধ করে পাঠান।"

খলীফার চিঠি পড়ে ফকীর ইমাম দূতের সামনেই তা বকরীকে খেতে দিয়ে বলেন ঃ

"এই হচ্ছে তোমার চিঠির জবাব।"

কিন্তু দূত বাড়বাড়ি করলে তিনি লিখেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"আম্মা বায়াদ। উসমানের (রাঃ) ব্যক্তিত্বে গোটা দুনিয়ার সমস্ত সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটলেও তাতে তোমার কোনো ফায়দা নেই। এবং আলীর(রাঃ) মধ্যে দুনিয়র সমস্ত খারাবী থাকলেও তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবার নেই। তোমার প্রয়োজন তোমার নিজের খবর রাখার।"

একজন নিঃস্ব ফকীরের পক্ষ থেকে একজন দুর্দণ্ড প্রতাপশালী বাদশার অশোভণীয় পত্রের এ ছিলো জবাব।

যালেম ও অনৈসলামী শাসকদের মুখাপেক্ষী না হওয়া

॥ এক ॥

শাসকদের দান ও উপহার একটা ফিতনা। এটা নৈতিক চরিত্রকে ঘুনের মতো খেয়ে যায়। কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেয় এবং প্রতিভাকে করে দেয় অবদমিত। ইসলামের সংস্কারক ও তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তিগণ কখনো এরূপ দান ও হাদীয়া তোহ্ফা গ্রহণ করতেন না।

হযরত তাউস ইবনে কাইসান ছিলেন একজন বড় আলেমে দ্বীন। ইয়েমনের কোনো এক শহরে বসবাস করতেন। শাসকও ক্ষমতাসীনদের অনুগ্রহ কখনো বরদাশত করতেন না। একবার তিনি ওহাব ইবনে মামবার সাথে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের ওখানে যান। শীতের মওসুম। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ তাঁর শরীরে একটা চাঁদর পরিয়ে দিলেন। কিন্তু সে চাদর তিনি শরীর থেকে ফেলে দিলেন। মুহাম্মদ গোস্বায় স্ফীত হতে থাকে। কিন্তু হযরত তাউস এর কোনো পরোয়াই করলেন না। সেখান থেকে বিদায়ের পর ওহাব ইবনে মামবাহ বললেন ঃ "আপনি গজব করেছেন। চাদর আপনার প্রয়োজন না থাকলেও মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের গোস্বা থেকে লোকদের বাঁচানোর জন্যে তখন চাদরটা গায়ে রাখাই ভালো ছিলো। পরে তা বিক্রি করে মিসকীনদের মধ্যে তার মূল্য বন্টন করে দিতে পারতেন।"

www.pathagar.com

হযরত তাউস জবাব দিলেন ঃ

"তুমি স্বাভাবিক কথাই বলছো। কিন্তু তুমি কি জাননা, আজ যদি আমি এ চাদর গ্রহণ করতাম, তবে আমার এ কাজ জনগণের জন্যে সনদ ও দলিলে পরিণত হতো।"

॥ দুই ॥

খলীফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালেক মদীনা এলেন। মদীনার গভর্ণর উমার ইবনে আবদুল আযীযকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে নববীতে আসেন যুহরের নামায পড়তে। নামায শেষে খলীফা কাসুরার দরজার দিকে এগুলে সেখানে হযরত সফওয়ান ইবনে সালীমকে দেখতে পান। ইনি ছিলেন একজন বুযুর্গ তাবেয়ী।

খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীযকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"এ বুযুর্গ কে ?"

"আমীরুল মুমিনীন ! ইনি সফওয়ান ইবনে সালীম।"—জবাব দিলেন উমার ইবনে আবদুল আযীয।

"পাঁচশ' দীনারের একটা থলে তাঁকে দিয়ে এসো।" খলীফা তাঁর গোলামকে নির্দেশ দিলেন। গোলাম থলে নিয়ে হযরত সফওয়ানের নিকট গিয়ে বললো ঃ

"আমীরুল মুমিনীন উপঢৌকন হিসেবে আপনাকে এ থলে দিয়েছেন। তিনি মসজিদেই আছেন।"

"মিয়া ! তুমি ভুল বুঝেছো। থলে তিনি অন্য কাউকেও পাঠিয়েছেন।" —হযরত সফওয়ান গোলামকে বললেন।

"আপনি সফওয়ান নন ?" সন্দেহ নিরসনের জন্যে গোলাম জিজ্ঞেস করলো।

"সফওয়ান তো আমিই। কিন্তু তুমি আবার গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো।" —হযরত সফওয়ান তাকে বললেন।

গোলাম খলীফার দিকে অগ্রসর হতেই হযরত সফওয়ান মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। খলীফা যতক্ষণ মসজিদে ছিলেন ততক্ষণ আর মসজিদে ফিরেননি। গোলাম তাকে অনেক খোঁজাখুজি করে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

॥ তিন ॥

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব কয়েকজন উমাইয়া খলীফার শাসনামল পেয়েছেন। কিন্তু তাদের নিকট নত হওয়া তো দূরের কথা, তিনি তাদের

www.pathagar.com

ভ্রূক্ষেপও করতেন না।

একবার খলীফা আবদুল মালেক মদীনা এলেন। তিনি সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান। হযরত সায়ীদ মসজিদে নববীতে ইবাদাতে মশগুল। আবদুল মালেক মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন তাঁকে ডেকে আনতে। লোকটি এসে বললো ঃ

"আমীরুল মুমিনীন আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান।"

সায়ীদ ঃ আমার নিকট আমীরুল মুমিনীনের কোনো প্রয়োজন নেই এবং তার নিকটও আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তার যদি কোনো প্রয়োজন হয়েও থাকে, তবে তা পূরণ হবে না।"

এ জবাব শুনে আবদুল মালেক লোকটিকে পুনরায় পাঠালেন। তিনি একই জবাব দিলেন। লোকটি বললো ঃ

"আপনি আশ্চর্য ধরনের লোক। আমীরুল মুমিনীন আপনাকে বার বার ডাকছেন কিন্তু আপনি এ নিরস জবাব দিচ্ছেন। আমীরুল মুমিনীন নিষেধ না করলে আমি আপনার মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করে নিয়ে যেতাম।"

হযরত সায়ীদ কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে জবাব দিলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন যদি আমাকে কোনো উপঢৌকন দিতে চান, তবে আমি তা তোমাকে দান করলাম। গিয়ে নিয়ে নাও। আর যদি অন্য কোনো ইচ্ছে তাঁর থাকে, তবে খোদার কসম আমি আমার নীতি পরিবর্তন করবো না।"

—জবাব শুনে আবদুল মালেক চলে গেলেন।

।। চার ।।

সিন্ধু থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিলো উমাইয়া খলীফা আবদুল মালেকের সাম্রাজ্য। তাঁর যুগের সবচাইতে প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব তাকে ভ্রূক্ষেপই করেন না।

একবার খলীফা মদীনা এলেন। কোনো কারণে রাত্রে তার ঘুম আসছিলো না। দারোয়ানকে নির্দেশ দিলন—মসজিদে গিয়ে দেখো মদীনার কোনো গাল্পিককে যদি পাওয়া যায়—তবে নিয়ে আসো। দারোয়ান মসজিদে নববীতে এলো। এমন সময় কাকে পাওয়া যাবে! হযরত সায়ীদ সেখানে আল্লার যিকিরে মশগুল। দারোয়ান ইঙ্গিতে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

সায়ীদ ঃ তোমার কী প্রয়োজন ?

দারোয়ান ঃ আমীরুল মুমিনীনের ঘুম আসেনা। তিনি হুকুম দিয়েছেন কোনো গাল্পিক পেলে নিয়ে যেতে। তাই আমার সাথে চলুন।

www.pathagar.com

সায়ীদ ঃ আমাকে ডেকেছেন ?

দারোয়ান ঃ না, তিনি বলেছেন, যাও মদীনার কোনো গাল্পিক পেলে নিয়ে আসো। আমি একমাত্র আপনাকেই সজাগ পেলাম। এ জন্যে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

সায়ীদ ঃ আমীরুল মুমিনীনকে গিয়ে বলো, আমি তাঁর গাল্পিক নই।

দারোয়ান গিয়ে আবদুল মালেককে বললো, মসজিদে এক ব্যক্তিকে পেয়েছিলাম। কিন্তু লোকটি সম্ভবত পাগল হবে। সে এরূপ এরূপ বলেছে।

শুনে আবদুল মালেক বললেন, তিনি সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব। তাঁকে তাঁর অবস্থায় থাকতে দাও।

স্বাধীন চেতনা ও দৃঢ়তা

॥ এক ॥

উমাইয়া খলীফাদের রীতি ছিলো যে, তাঁরা তাদের জীবদ্দশাতেই দু'জন যুবরাজ মনোনীত করে যেতেন এবং তাঁদের পক্ষে মুসলমানদের বায়াত গ্রহণ করতেন। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েবের রায় ছিলো--খলীফার জীবদ্দশাতে অন্য কারো বায়াত দুরস্ত নেই। মদীনার গভর্ণর হিশাম ইবনে ইসমাইল মদীনাবাসীদের বায়াত নেবার পর হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েবকে ডেকে পাঠান।

সায়ীদ ঃ আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য ?

হিশাম ঃ আমি আপনার কাছ থেকে অলীদ ও সুলাইমানের পক্ষে বায়াত নিতে চাই। আমীরুল মুমিনীন এ'দের যুবরাজ মনোনীত করেছেন।

সায়ীদ ঃ কিন্তু আমিরুল মুমীনীন আবদুল মালেকের বর্তমানে অপরের বায়াত করার অর্থ কি ?

হিশাম ঃ বায়াত আপনাকে করতে হবে।

সায়ীদ ঃ যা আমি বৈধ মনে করিনা তার উপর আমল করতে পারি না।

জবাব শুনে হিশাম তাঁকে কোড়া মারেন এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে তাঁকে রাসুস সানিয়া নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন, যেখানে অপরাধীদের শুলে চড়ানো হয়। হযরত সায়ীদ শুলীর জন্যে প্রস্তুত হলেন। শুলীর সময় ছতর খুলে যাবার আশংকায় জাইঙ্গা পরে নিলেন।

হিশাম তাঁর সুদৃঢ় স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব দেখে শুলী থেকে ফিরিয়ে এনে কয়েদ করে রাখার নির্দেশ দিলেন। সিপাহীরা যখন তাঁকে ফেরত আনছিলো, তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, "এখন কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ?"

www.pathagar.com

সীপাহীরা বললো ঃ "কয়েদখানায়।"

খলীফা আবদুল মালেক ঘটনা জানতে পেরে হিশামকে নিন্দা করে চিঠি লিখে নির্দেশ দেন—সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েবকে কষ্ট দিও না। তিনি সেসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত নন, যাদের দ্বারা ফেতনা-ফাসাদ ও ইসলাম এবং মুসলমানদের ক্ষতি হবার আশংকা আছে।"

হিশাম লজ্জিত হয়ে তাঁকে মুক্তি দেন। হযরত সায়ীদ আবদুল মালেকের ওযর নামা পড়ে মন্তব্য করেন ঃ

কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রতি যুলুম করেছে তার আর আমার মাঝখানে খোদা রয়েছেন। তিনি খুব ভালভাবেই সব জানেন।

॥ দুই ॥

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব খলীফা অলীদ ইবনে আবদুল মালেকের সময় রোগাক্রান্ত হন এবং ৪১ হিজরীতে ইহকাল ত্যাগ করেন। মৃত্যু শয্যায় যখন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, তখন নাফে ইবনে জুবাইর তাঁর শয্যা কেবলামুখী করে দিলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বললেন ঃ "এতে কী লাভ ? আমি যদি মুসলমান হই, তবে যেদিকে ফিরেই আমি মৃত্যুবরণ করি না কেনো আমার রোখ কেবলার দিকেই হবে। আর আমি যদি ইসলামী আদর্শের উপরই ইন্তেকাল না করি আর অন্তর যদি কেবলামুখী না হয়, তবে শয্যা কেবলামুখী করে কোনো ফায়দা নেই। আলহামদুলিল্লাহ আমি একজন মুসলমান। যেদিকেই ফিরে থাকিনা কেনো। মূলতঃ আমি কেবলামুখীই।"

রাজা বাদশাদের সহযোগিতা না করা

ইমাম জা'ফর সাদেক বলতেন ঃ দ্বীনের বিশেষজ্ঞরা নবী-রাসূলগণের আমানত রক্ষাকারী যতক্ষণ না তারা শাসকদের সহযোগী হয়। শাসকদের ফরমাবরদার হলে আর তারা এ আমানতের হক আদায়ের যোগ্য থাকেন না। তিনি আরো বলতেন ঃ রাজা-বাদশা বা শাসকদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ জারি হলে—লা—হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ পড়বে।—এটা মুশকিল আসানের চাবি।

আল্লার সাহায্য

প্রতাপশালী আব্বাসী খলীফা মামুনুর রশীদ বাগদাদের গভর্ণরকে নির্দেশ দেন ঃ সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের একত্রিত করে জিজ্ঞেস করো তারা কি কুরআনকে 'মাখলুখ' (সৃষ্ট) মনে করে, না গায়রে মাখলুক।

www.pathagar.com

যে মাখলুক মনে করবে, তাকে ছেড়ে দেবে। আর যারা এ মত মানবেনা তাদের আমার নিকট পাঠিয়ে দেবে। আমি তাদের গর্দান দ্বি-খন্ডিত করবো।

বাগদাদের গভর্ণর ইসহাক শাহী ফরমান অনুযায়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস-গণকে একত্রিত করেন। চারজন ব্যতীত বাকী সকলেই সরকারী মতের স্বীকৃতি দেয়। বেড়ী দিয়ে সে চারজনের পা বেঁধে তাঁদের কয়েদ করা হয়। সকালে এখান থেকে আরো একজন ছুটে যায়। দ্বিতীয় দিন আরো একজন রাজ দান্ডার সম্মুখে মাথা নত করে। এখন বাকী থাকলেন শুধু ইবনে নূহ এবং আহমদ ইবনে হাম্বল। তাঁদের পা বেঁধে খলীফার নিকট পাঠানো হয়। পথিমধ্যে ইবনে নূহ ইন্তেকাল করেন। এবার একমাত্র ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে পাঠানো হয়। কিন্তু আল্লার কি কুদরাত তিনি শাহী দরবারে পেঁছার পূর্বেই মামুনুর রশীদ পরলোক গমন করেন।

সত্য ভাষণ

যুবরাজ হিশাম ইবনে আবদুল মালেক সিরীয়ার সরদারদের সাথে হজ্জে যান। তাওয়াফের পর হিজরে আসওয়াদে চুমু খেতে গেলে প্রচন্ড ভীড়ের কারণে তিনি সেখান পর্যন্ত পেঁছুতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ভীড় কমার অপেক্ষায় একটু দূরে একটি চেয়ার পেতে বসে পড়েন।

এমনি সময় ইমাম যয়নুল আবেদীন তাওয়াফ সেরে হিজরে আসওয়াদে চুমু খেতে আসেন। লোকেরা তাঁকে দেখে তাঁর সম্মানার্থে দু'পাশে সরে দাঁড়ায়। যেনো মেঘমালার ফাঁক দিয়ে প্রদীপ্ত সূর্য উদয় হলো। ইমাম শান্তভাবে এগিয়ে যান এবং কালো পাথরে চুমু খান। এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে একজন সিরীয় সরদার হিশামকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি কে? ইনি যে জনগণের অন্তরের সম্রাট!

বিরক্তির স্বরে হিশাম জবাব দিলোঃ আমি জানি না।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন কবি ফেরাযদুক। হিশামের জবাবের প্রেক্ষিতে তিনি বলে উঠেনঃ "আমি তাঁকে চিনি।"

সিরীয় সরদার বললোঃ "কে ইনি?"

সঙ্গে সঙ্গে ফেরাযদুক ইমামের প্রশংশিত পরিচয় দান করে একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতায় ইমামের গুনাবলী ও তাঁর মর্যাদার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

হিশাম গোস্বায় জ্বলে উঠে। কিন্তু তখনি কবিকে কিছু করা ও বলার সাহস তার হয়নি। অবশ্য পরে কবিকে গ্রেফতার করা হয়।

www.pathagar.com

এ স্বীকৃতির জন্যে ইমাম যয়নুল আবেদীন কবিকে বার হাজার দিরহাম হাদীয়া পাঠান। কিন্তু তিনি এ বলে হাদীয়া ফেরত পাঠান যে, আমি কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে এ প্রশংসা করেছি। পুরষ্কারের লোভ আমার নেই। ইমামের আকাংখা যদি আমার থাকতো, তবে হিশামেরই প্রশংসা করতাম।

ইমাম পুনরায় একথা বলে তাঁকে হাদীয়া পাঠিয়ে দেন যে, আহলে বায়ত কাউকেও কোনো জিনিস দান করার পর তা আর ফেরত নেয়না। আল্লাহ আপনার নিয়ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তার পুরষ্কার আল্লাহ আপনাকে দেবেন।

ইমামের উপদেশের প্রেক্ষিতে কবি ফেরাদুক হাদীয়া গ্রহণ করলেন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com